শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্

ওঁ নমঃ শ্রীপরমর্ষিভ্যো যোগিভ্যঃ

এই পুস্তক শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলানুগত
সিদ্ধগণের শ্রীকরকমলে
ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে
উৎসর্গীকৃত হইল।

ওঁ শ্রীং শ্রং দাস

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইহার পর তৃতীয়খণ্ডে শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল প্রচলিত "যোগ-দীপিকা" অবলম্বনে রাজ-যোগ-প্রদীপ লিখিত হইতেছে। উহা সত্বর প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনীত

গ্রন্থকার।

॥ ওঁ নমঃ শ্রীপরমর্ষিভ্যো যোগিভ্যঃ ॥

হিমালয়ে ঋষি-সঙ্ঘ

— ও —

শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল

দ্বিতীয় খণ্ড

শুদ্ধ-ধর্ম্ম

— ও —

শুদ্ধ-যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যা

[শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলাচার্য্যের অনুমতানুসারে প্রকাশিত]

বেঙ্গল পাব্লিশিং হোম

৫, নুরমহম্মদ লেন,—কলিকাতা।

মূল্য ১৲

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়

এলবিয়ন প্রেস,
২, গুরুমহম্মদ লেন, কলিকাতা
হইতে
শ্রীহরিচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশক
শ্রীঅনঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশিং হোম
২, গুরুমহম্মদ লেন, কলিকাতা।

বিষয়-সূচি

সনাতন-ধর্ম্ম-দীপিকা ৬৭-১৫৮

(অনুষ্ঠান চন্দ্রিকা)

{ মূল ও ইংরাজী অনুবাদ— ৬৭—১৩২; বঙ্গানুবাদ— ১৩৩—১৫৮ }

পরিশিষ্ট (চয়নিকা) ১৬১—২১

শুদ্ধিপত্র (Errata).

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
—ভূমিকা—			
৶০	১	যোগিভ্যঃ	যোগিভ্যঃ
”	২	ভুমিকা	ভূমিকা
—উপোদ্ঘাত—			
দ্বিতীয়	পত্রাঙ্ক	[৮]	[২]
৯	৪	ষে	যে
২০	২১	দিব্য ভূতিকর	দিব্য ,ভূতিকর
২২	১৪	তৃতীয়	তুরীয়
২৩	২০	যুক্ত	যুক্ত
২৪	১৭ ও ১৮ (পার্শ্ববর্ত্তী)	নিরূপন	নিরূপণ
”	১৯	জ্বরা	জরা
২৬	১৮	অনুকম্পাযুক্ত	অনুকম্পাযুক্ত
৩৬	৪	শুদ্ধভক্ত	শুদ্ধ, ভক্ত
৪০	৫	সাহাষ্যে	সাহায্যে
৪২	১	উৎকর্যলাভ	উৎকর্ষলাভ
”	৬	এই এই	এই
৪৪	৪	গুণময়ী	গুণময়ী
৫২	১৪	বিযয়ে	বিষয়ে

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭	১২	শুদ্ধ	শুদ্ধ-
—সনাতন ধর্ম্ম দীপিকা —			
৭১		Treta	Tretâ
,,		Dwapara	Dwâpara
৭২	৮	Treta	Tretâ
,,	৯	Dwapara	Dwâpara
৭৩	২০	mv	my
৭৬	৮	ধমাখ্যং	ধর্মাখ্যং
৭৭	১৩	arsha	Ârsha
,,	১৪	avâtra	avatâra
,,	২০	atman	Âtman
৭৮	১৬	Brahma	Brâhma
,,	১৭	arsha	Ârsha
,,	২০	Purusarthas	Purusârthas
৮১	১৩	Brahmanas	Brâhmanas
৮৩	৩	শক্তিলোকেষু	শক্তির্লোকেষু
৮৮	১১	Ho	He
৯০	৩	লেকাশ্চাভিন্নাঃ	লোকাশ্চাভিন্নাঃ
,,	৬	ঐকং	ঐক্যং
৯২	১৫	in	is
৯৫	১৮	Purusarthas	Purusârthas

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৬	৫	মনীযিভিঃ	মনীষিভিঃ
,,	৮	Purusarthas	Purusârthas
,,	১৪		
৯৭	২	পুরুযার্থঃ	পুরুষার্থঃ
,,	৮	প্রপ্তোহহং	প্রাপ্তোহহং
,,	১০	purusarthas	purusârthas
,,	১৪		
,,	১৯		
৯৮	১১		
১০৩	২	স্যাদ্ধমোহয়ং	স্যাদ্ধর্মোহয়ং
১০৪	৪	হ্যাত্মধমপ্রবর্তকাঃ	হ্যাত্মধর্মপ্রবর্তকাঃ
১১৫	৪	শুদ্ধ ধমমণ্ডলে	শুদ্ধধর্মমণ্ডলে
১২১	৬	শ্লোকান্তরমঃ	শ্লোকান্তরম্
১২২	১	পরস্মিস্তাবাভাবৌ	পরস্মিন্‌ভাবাভাবৌ
১৩০	৮	কর্মণী	কর্মণি
১৩৩	২	ধম্মাধ্যায়	ধর্মাধ্যায়
১৩৪	১৩	কলিযেুগর	কলিষুগের
,,	১৬	মহর্যিগণ	মহর্ষিগণ
১৩৫	৬		
১৩৮	২	কলিযুগে	কলিযুগে
১৪৮	৬	অবিকৃত,	অবিকৃত)
১৫৪	১৭	তৃতীয়াঞ্চাবতীর্ণস্তু	তৃতীয়ঞ্চাবতীর্ণস্তু

পত্রাঙ্ক	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
—পরিশিষ্ট (চয়নিকা)—			
১৬২	১১	ক্রমান্বয়ে	ক্রমান্বয়ে
১৬৭	১১	ভুর্লোকের	ভূর্লোকের
১৭৪	১৬	পটূ	পটু
১৭৯	২০	যস্তুদ	যস্তুদ
,,	২৩	ষক্ষর	ষক্ষর
১৮২	১	নর্যদো	নর্মদো
,,	৮	ভুরাদি	ভূরাদি
(পার্শ্ববর্ত্তী)			
,,	৯	ভূলোক	ভূর্লোক
১৮৬	১২	দেয়ওা	দেওয়া
১৯৪	৮	এযা	এষা
১৯৯	৪	প্রদেদেশে	প্রদেশে
,,	৫	তদন্তর	তদনন্তর
২০৫	২	Theosopy	Theosophy

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন ইনভাগান্ত শব্দের পরবর্ত্তী া স্থলে ি যোগ করিয়া লন ; এবং এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড—অবতরণিকায় মার্গদ্বয়ের নাম উত্তর মুখ স্থলে দক্ষিণ মুখ ও দক্ষিণ মুখ স্থলে উত্তর মুখ পাঠ করেন। ব্যস্ততাবশতঃ এই দোষগুলি রহিয়া গিয়াছে। ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্ ।

মুখবন্ধ

শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলান্তর্গত শুদ্ধ-যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধ বা পুস্তকাবলী প্রণয়ন কিম্বা প্রকাশ করা সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী যোগবেত্তা ব্যক্তিরই সুসাধ্য ও বিধেয়। সুতরাং ঈদৃশ ব্যাপারে আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপ নিশ্চয়ই উপহাসকর ও অসমসাহসিক বলিতে হইবে। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত মণ্ডল হইতে প্রদত্ত যে কয়েকখানি অত্যাবশ্যকীয় শাস্ত্রগ্রন্থ মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে প্রকাশিত হইয়াছে উহা কেবল সংস্কৃত ভাষায় বাহির হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র ইংরাজী ও তামিল ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কতদিনে মণ্ডলভুক্ত কোন্ মহাত্মা বা কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে ঐ গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ করিবেন এই আশায় নির্ভর করিতে না পারিয়া আমি এই চাপল্য প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অধিকন্তু, আমার আচার্য্যদেবেরও ইহাই ইচ্ছা যে পুস্তকগুলির বঙ্গানুবাদ বা ভাব সংগ্রহ অবিলম্বে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে সহৃদয়

পাঠকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের যে যে স্থানে যে কোন দোষ, ত্রুটি, অশুদ্ধি বা অভাব দর্শন করিবেন, দয়াপূর্ব্বক ঐ সকল দোষাদির বিবরণ আমার নিকট প্রেরণ করিলে আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে অনুগৃহীত হইব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা পূরণ করিতে চেষ্টা করিব। ইতি

১নং গোয়াবাগান লেন,
কলিকাতা।
এপ্রিল ১৯২৪।

—বিনীত—
গ্রন্থকার—

ওঁ নমঃ শ্রীপরমর্ষিভ্যো-যোগিভ্যঃ

ভূমিকা

মৎ প্রকাশিত শুদ্ধ-বিদ্যা-লহরীর প্রথম খণ্ড অর্থাৎ অবতরণিকাতে হিমালয়স্থ ঋষি-সঙ্ঘ ও শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই খণ্ডে ধর্ম্ম, সাধন, শুদ্ধ-ধর্ম্ম, শুদ্ধ-যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যা, পুরুষার্থ, আত্মা, প্রকৃতি, পরমাত্মা, যুগভেদে ধর্ম্মভেদ ও অন্যান্য বিষয়ের স্থূলমর্ম্ম ঋষি-প্রদত্ত সনাতন ধর্ম্মদীপিকা বা অনুষ্ঠানচন্দ্রিকা নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের মূল শ্লোক অবলম্বনে প্রদত্ত হইতেছে।

শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলান্তর্গত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ভগবান হংসযোগী প্রণীত অনুষ্ঠানচন্দ্রিকা চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম খণ্ডে দুইটি অধ্যায় আছে, যথা—ধর্ম্মাধ্যায় ও অর্থাধ্যায়। ধর্ম্মাধ্যায়ে পরিবর্ত্তনশীল সাধারণ ধর্ম্ম, সময়োপযোগী যুগধর্ম্ম ও সনাতন বা শুদ্ধ-ধর্ম্মের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিচার এবং অর্থাধ্যায়ে কৌটিল্যের বিখ্যাত শুক্রনীতির অনুরূপ নীতি-বিজ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলান্তর্গত

চারি প্রকার আশ্রমীর মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীভুক্ত সাধকের, অর্থাৎ দাস ও তীর্থগণের, সাধন প্রণালী ও চর্য্যা বিহিত হইয়াছে। এই খণ্ডটি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা—দাসাধ্যায় দাসবিদ্যাধ্যায়, বীজাধ্যায় এবং যোগাধ্যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড অপর দুই শ্রেণীর সাধকের, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আনন্দগণের, জন্য অভিপ্রেত। চারি খণ্ড একত্র করিলে ইহা একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। অদ্যাবধি ইহার অষ্টমাংশ মাত্র মাদ্রাজ হইতে অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঋষি-সঙ্ঘে বা শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে কি মত প্রচলিত আছে।

শুদ্ধ শব্দের মৌলিক অর্থ (শুধ, কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত)—পবিত্র স্বচ্ছ, শুভ্র, অমিশ্রিত, নির্দ্দোষ, ইত্যাদি। এই জন্য শুদ্ধ শব্দটি পরব্রহ্ম জ্ঞাপক এবং শুদ্ধ-ধর্ম্ম, পরব্রহ্ম-ধর্ম্ম বা প্রণব-ধর্ম্ম বাচক।

এই প্রণব-ধর্ম্ম ঋষি গার্গ্যায়ণ তাঁহার প্রণববাদ গ্রন্থে সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত পরব্রহ্মজ্ঞাপক একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রণব বীজকে ভিত্তি করিয়া শুদ্ধবর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যেহেতু পরব্রহ্ম বিজ্ঞান বা প্রণববাদ দর্শন সমাহার জ্ঞাপক (synthetic), ইহাতে এই অসীম জগৎ (the entire infinite Cosmos) যে ব্রহ্মের তিনটি মৌলিক উপাদানভূত (ultimate constituents) অবয়বের

(aspects) ব্যষ্টিগত (distributive) বিকাশ মাত্র (manifestation) ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। অবয়ব তিনটি ও তিনের সমাহার এই,—আত্মা (the Self), প্রকৃতি (অনাত্মা, the not-Self), শক্তি (এই দুইয়ের সংযোজিকা, the relation between the two) এবং সমাহার (the synthesis, অর্থাৎ পরব্রহ্ম) যাহা প্রণবের অক্ষর মাত্রিকের দ্বারা (অর্থাৎ যথাক্রমে অ, উ, ম, এবং ৺ অর্দ্ধ মাত্রা দ্বারা) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই ঋষি প্রণীত সমাহার জ্ঞান বা দর্শন, শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলান্তর্গত যাবতীয় শাস্ত্র গ্রন্থের মর্ম্মোদঘাটনের প্রবেশিকা স্বরূপ। এই নিমিত্ত প্রণববাদ গ্রন্থখানি শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল হইতে সর্ব্বপ্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনুষ্ঠানচন্দ্রিকায় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা স্বরূপ পরমর্ষি ভগবান নারায়ণের (ইঁহার অন্য নাম—সনৎকুমার ও দক্ষিণামূর্ত্তি) যে সকল উক্তি প্রত্যুক্তি পাওয়া যায় উহার কিয়দংশ মাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। বোধসৌকর্য্যার্থ মূল শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী অনুবাদ (উদ্ধৃত) ও পরিশেষে বাঙ্গালা ভাবার্থ-মাত্র দেওয়া গেল। বিশদ ব্যাখ্যা ও অন্যান্য অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে বর্ণিত দুর্ব্বোধ্য বিষয় সমূহের সমর্থনার্থ শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলান্তর্গত আচার্য্য স্থানীয় পণ্ডিতবর কে, টি, শ্রীনিবাসাচারিয়ার মহোদয়ের লিখিত সনাতন ধর্ম্ম দীপিকা পুস্তকের জ্ঞানগর্ভ উপোদ্‌ঘাত

হইতে উদ্ধৃত ভাবার্থ দেওয়া গেল। ভরসা করি, ইহার সাহায্যে শুদ্ধদর্শনের ও শুদ্ধ-সঙ্কল্প-নায়ক পরমর্ষি ভগবান নারায়ণের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে পাঠকগণের সন্দেহ নিরাকৃত হইবে এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ শুদ্ধমার্গানুসরণে ও শুদ্ধবিদ্যা লাভে যত্নবান হইবেন এবং আর্য্যাবর্ত্তের এই সনাতন তত্ত্ববিদ্যা তাঁহারা প্রচারে অচিরে ব্রতী হইবেন।
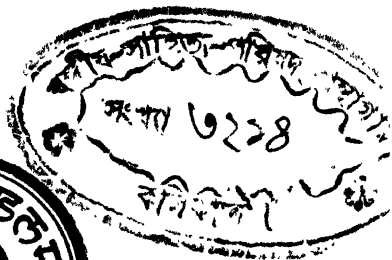
॥ ওঁ নমঃ শ্রীপরমর্ষিভ্যো যোগিভ্যঃ ॥

হিমালয়ে ঋষি-সঙ্ঘ ও শুদ্ধ-ধর্ম্ম মণ্ডল

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শুদ্ধ-ধর্ম্ম ও শুদ্ধ-যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যা

উপোদ্ঘাত

হিমালয়ের উত্তরভাগে বিশালবদরীখণ্ড তপোবনে শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল নামে একটি দিব্য সভা আছে। এই সভার অধিষ্ঠাতা পরমর্ষি নারায়ণ, তাঁহার সঙ্কল্প নিয়ন্ত্রী যোগদেবী ও কার্য্যদর্শী লোকপ্রতিনিধি নরদেব। তথায় সপ্ত-লোকাধিকারী মহর্ষি নারদাদি প্রত্যেকে অষ্টাদশ অনুচর সহ বাস করেন। এই বদরী বন প্রান্তে পাঁচটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, যথা—শম্বল, শল্মল, পামল, কলাপ ও ব্রহ্মাল। প্রত্যেক গ্রামে আটজন করিয়া অধিকারী অধিষ্ঠিত আছেন, যথা—রাজা, দ্বিজ, বিদ্যাধিকারী, শাস্ত্রকোশগোপ্তা, বৈদ্য,

জ্যোতিষিক্, কল্পবিৎ এবং যোগব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টা। এই বিশাল-বদরী বনে অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত, পঞ্চযোজন দীর্ঘ, সপ্তকোটি মহাতীর্থযুক্ত সর্ব্ব-দিব্য-সিদ্ধ-দেবর্ষি-মহাত্মাগণের দ্বারা সংসেবিত কুসুমাকর নামক দিব্য পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী সম্ভূত কমলোপরি ভগবতী ব্রহ্মশক্তি স্বরূপা শ্রীযোগদেবী তাঁহার সন্নিহিত হংসযোগী প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রতি দিব্য-কৃপারস-নির্ভর-কটাক্ষামৃতসার সিঞ্চন দ্বারা মহাপ্রভাব বিস্তার করিতেছেন।

হংসযোগী স্বরূপ নিরূপণ।

এই কুসুমাকরাখ্য সরসী তীরে সিদ্ধ-বট-তরুমূলে ভগবান হংসযোগী অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রাতে গ্রামাধিকারিগণকে, মধ্যাহ্নে পীঠাধিকারিগণকে, সায়াহ্নে স্ত্রীরূপধারী সিদ্ধ ও অধিকারিগণকে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-রহস্যার্থ ব্যাখ্যা করেন। এবং এইরূপে রাত্রির প্রথমভাগে ষট্কর্ম্ম রহস্যার্থ, মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রয়োগরহস্যার্থ (magical rites) ও চরমভাগে অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যোগব্রহ্মবিদ্যারহস্যার্থ সর্ব্বপ্রকার অধিকারী, শুদ্ধ, পরপ্রেপ্সু, মুমুক্ষুবর্গকে ব্যাখ্যা পূর্ব্বক অদ্যাপি ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। যোগদীপিকা নামক গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে হংসযোগী যে একটি পদ বা স্থান বিশেষের নাম (Post, rank, official status in the Hierarchical Organisation) ইহা সংক্ষেপে নিরূপিত হইয়াছে। অধিকন্তু, সনাতন ধর্ম্ম দীপিকা গ্রন্থে আঙ্গিরস টঙ্কাচার্য্যের বচন হইতে পাওয়া যায় যে এই কলিযুগে হংসযোগী পদ সাতজন হংসলক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের দ্বারা অধিকৃত। ইঁহারা বীজ

সকলকে রক্ষা করেন, যে বীজ সকল (সাধককে) আবৃত্তি দোষ রহিত করে অর্থাৎ জরা ও মরণ হইতে রক্ষা করে, যাহা পঞ্চধা বিকসিত হয়, যাহা সন্যাস ও ত্যাগ দ্বারা সংশুদ্ধ হইয়া উত্তম ব্যবসায়ের হেতু হয় এবং যাহা পরিশেষে আত্মবিভূতি প্রদান করে। এই হংসনামধেয় দিব্য মহাত্মাগণ নিজ মায়াদ্বারা অপরামার্গ পার হইয়া পরামার্গলাভে সম্যক্ যত্নশীল হ'ন এবং আত্মযোগদ্বারা ব্রহ্মের পরাশক্তি মায়া মহেশ্বরীর উপাসনায় নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ, পরমাণু রচিত বিগ্রহ অর্থাৎ শরীর (higher and pure vesture composed of *Paramanu* or the Higher and Pure Atom) লাভপূর্ব্বক পূর্ণ ও নির্ম্মল হইয়া অবস্থান করেন। এই হংস পদাভিসিক্ত পূর্ণ ও শুভ লক্ষণযুক্ত, সর্ব্ববিদ্যারহস্যার্থবেত্তা, সর্ব্ববিদ্যা ও তত্ত্বার্থ ব্যাখ্যাতা, রাজবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থাৎ কৃতবিদ্য, ব্রহ্ম-যোগপরায়ণ মহাত্মাগণ—ইঁহারা পরাকাশ পদস্থ (denizens of the Akasic Plane) ও পরদর্শন লালসাযুক্ত (bent on the realisation of the Most High)—যুগে যুগে আবশ্যকমত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া শরীর ধারণ পূর্ব্বক সত্য প্রচারের জন্য অতি আবশ্যকীয় ও শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বব্যাখ্যানরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে হংসগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্ঠা, মহীয়সী জ্ঞাননিষ্ঠা, যোগনিষ্ঠা, ধ্যাননিষ্ঠা বা অন্যকোন সাধনের আবশ্যকতা নাই। বিদ্যার

বিচারই তাঁহাদের পক্ষে পরম তপস্যা স্বরূপ, ইহাই তাঁহাদের মহান্ ব্যবসায় (function)। কুমার, নারদ প্রভৃতি বিশ্বের সুখসংস্থাপক মহাত্মাগণ, কশ্যপাদি লোকেশগণ ও অধিকারী পদস্থগণ, ভগবান নারায়ণের আজ্ঞামত পর্য্যায়ক্রমে হংসাখ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। কলি সংক্রমণ কালে কলাপ গ্রাম পরিসরারণ্য জম্ভনামক তপোবনাধিবাসী মহর্ষিগণ এইরূপ নানাবিধ দিব্য স্বভাবযুক্ত ভগবান হংসযোগীকে সর্ব্বলোকে ত্যাজ্য ও উপাদেয় বিজ্ঞান-সাধনভূত সকলের মূল সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সনাতন-ধর্ম্ম-দীপিকাবতার।

তদনন্তর ভগবান হংসযোগী ঐ সকল মহর্ষিদিগকে ভগবান নারায়ণাদি সকল শুদ্ধ অধিকারী-পুরুষ ও স্ত্রীগণের দিব্য উক্তি প্রত্যুক্তি সুধা পরিপূরিত খণ্ড চতুষ্টয়োপেত সর্ব্বধর্ম্ম রহস্যার্থ প্রকাশিকা সনাতন ধর্ম্ম দীপিকা বা অনুষ্ঠান চন্দ্রিকা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এইরূপে শুদ্ধ-মুখ-নিঃসৃত অনুবন্ধ চতুষ্টয়যুক্ত বৈলক্ষণ্যবতী সনাতন ধর্ম্ম দীপিকা গ্রন্থ যাহার অন্যনাম অনুষ্ঠানচন্দ্রিকা। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক শুদ্ধগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক শাস্ত্র বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। যাহা সর্ব্ব-সংসার-ব্যবসায়-ধর্ম্মের জীবভূত উহাই সনাতন বা শুদ্ধ-ধর্ম্ম। ইহা প্রতিযুগে যথাকালে সম্যক্ রক্ষা ও পুষ্টি হেতু অধিকারী পুরুষ ও স্ত্রীবৃন্দ সহযোগে ভগবান পরমর্ষি নারায়ণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির-নারদ সংবাদে উক্ত আছে ঃ—

ধর্ম্মনায়ক স্বরূপ।

"যুধিষ্ঠির—হে ভগবান, মানবের বর্ণাশ্রমাচারযুত সনাতন ধর্ম্ম যদ্দ্বারা পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা কি, জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি তপ, যোগ, ও সমাধি প্রভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তানগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নারায়ণের উপাসক ও ধর্ম্মের গুহ্য রহস্যবেত্তা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে করুণা, সাধনা ও সহিষ্ণুতায় আপনাপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন।

শ্রীনারদ—জন্মরহিত (অগর্ভজাত), চরাচর বিশ্বের ধর্ম্মের মূল কারণ স্বরূপ ভগবান নারায়ণকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার মুখ নিঃসৃত সনাতন ধর্ম্ম আমি তোমাকে বলিতেছি। হে রাজন, হরি সর্ব্ববেদময় ও স্মৃতি বর্ণিত তিনিই ধর্ম্মের মুল। এই শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে তাঁহাকে জানিলে আত্মা প্রসন্ন হ'ন। তিনি আত্ম অংশে দাক্ষায়নীর (Brahman's potency) পুত্ররূপে ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় বদরীকাশ্রমে তপস্যানিরত আছেন। সত্য[১], দয়া[২], তপ[৩], শৌচ[৪], তিতিক্ষা[৫], শম[৬], দম[৭], অহিংসা[৮], ব্রহ্মচর্য্য[৯], ত্যাগ[১০], স্বাধ্যায়[১১], আর্জব[১২], সন্তোষ[১৩], সমদর্শন[১৪], সেবা[১৫], বিষয়বৈরাগ্য[১৬], জনন-মরণ হইতে নিস্কৃতির ইচ্ছা[১৭], মৌন[১৮], আত্ম বিমর্শন[১৯] (বিচার), ভূত সকলকে অন্নাদি যথোচিত সংবিভাগ পূর্ব্বক দান[২০], (ও তাহাদের

প্রতি) আত্ম দেবতা বুদ্ধি,[২১] (মহাত্মাগণের যিনি গন্তব্য তাঁহার বিষয়) শ্রবণ,[২২] কীর্ত্তন,[২৩] ও স্মরণ,[২৪] সেবা,[২৫] পূজা,[২৬] অবনতি[২৭] (অমানিত্ব সূচক অধোনমন, প্রণতি,) দাস্যভাব,[২৮] সখ্যভাব,[২৯] ও আত্মসমর্পণ,[৩০] এই ত্রিশটি লক্ষণ, হে পাণ্ডুপুত্র, আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবার হেতু স্বরূপ মানবের পরম ধর্ম্ম বলিয়া সকলের জন্য উদাহৃত হইয়াছে।”

এইরূপ অনুক্রমে সপ্তম স্কন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মের স্বভাব, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ইহাদের রহস্য এবং মুমুক্ষুদিগের ধর্ম্মও প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সকল ধর্ম্মেরই মূল একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম এবং বদরীবন নাথ নরনারায়ণই উহার নায়ক।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়েও উক্ত আছে:—

“নারায়ণ, যিনি নর নামেও খ্যাত, প্রবর, প্রশান্ত, দক্ষ দুহিতা (Brahman's Potency) ও ধর্ম্মের (Brahman manifest) পুত্র, যজন-ইষ্ট মূর্ত্তি, যিনি নৈষ্কর্ম্ম ও যোগের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পদে অদ্যাপি ঋষিবর্গ মস্তক অবনত করিয়া থাকেন।”

পুনশ্চ, প্রথম স্কন্ধে একবিংশতি অবতার নিরূপণ অবসরে কথিত আছে যে—

“চতুর্থ ধর্ম্মকলা সর্গে নরনারায়ণ ঋষি আত্মোপশমযুক্ত হইয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন।”

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ধর্ম্মকলা অঙ্কুরিত করিবার জন্যই নরনারায়ণরূপে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভারতে উক্ত আছে ঃ—"এই দুইজন মহাবলী তপস্বী তাঁহাদের তপস্যাবলে পৃথিবী ও আকাশ জ্বলন্ত, রোচমান (শোভমান) দিগন্তব্যাপী আলোকদ্বারা দীপ্তিমান করিয়াছিলেন ও মহাসত্ত্ব পরাক্রমী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা নর ও নারায়ণরূপী দ্বিধাভুত মহাপ্রাজ্ঞ এক পুরুষ ; ইঁহাদিগকে পরাৎপর ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। ইঁহারা সকল লোকেই (ভুরাদি লোকসমূহে) সমাস্থিত এবং ইঁহাদের কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বলোকে আনন্দ স্থাপিত হয়, ইহা স্থির জানিও। ইঁহারা বিষ্ণুলক্ষণযুক্ত, জটামণ্ডলধারী, সকলের পূজ্য, তপশ্চারী, সুমহদাত্মনিষ্ঠ, মহাব্রতী, পূরাণ-ঋষি-সত্তম, অমিতদ্যুতি নারায়ণরূপে (নরদেব সহ) মনুষ্যলোকে (যুগে যুগে) প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বেদে নারায়ণের নাম গীত হইয়াছে; নারায়ণই পরম যজ্ঞ, পরম তপ, পরম গতি, পরম সত্য, পরম বিশ্বাস (শ্রদ্ধা,) পুনরাবর্ত্তিবর্জ্জিত পরম ধর্ম্ম, পরাকীর্ত্তি, পরা শ্রী, পরা লক্ষ্মী ও নারায়ণই পরম দেবতা," ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতএব নরদেব (সখা) সহ নারায়ণ ঋষিই যে কামানু-গুণযুক্ত শাশ্বত শুদ্ধধর্ম্ম লোক সকলে উপদেশ দিয়া থাকেন, ইহা উপরি উক্ত বচন হইতে নির্ব্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে।

ভগবান মহর্ষি গোভিল বলেন :—

"নর ও নারায়ণ পরম দেবতা বলিয়া বেদ সকলে স্তুত হইয়াছেন। ইঁহারা কামরূপী অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ শরীর ধারণ করিতে পারেন এবং দেশ ও কালের অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া জনসমীপে প্রকাশিত হয়েন। ইঁহারা স্বাত্মস্বরূপী, কল্যাণমুনিবেশধারী, সর্ব্বলোকস্থিত, শুদ্ধ, সর্ব্বসিদ্ধান্তবেত্তা, সর্ব্বদা আত্মস্বরূপ-বিজ্ঞান-ধ্যানাদি-নিরত, সর্ব্বজগতের আচার্য্য, সিদ্ধাত্মাগণ দ্বারা বন্দিত, শাশ্বত ধর্ম্মের শাসনকর্ত্তা ও নায়ক। প্রকৃতি (the not-self) হইতে পর একমাত্র উত্তম দেবতা (পুরুষোত্তম) যিনি নর ও নারায়ণরূপে দ্বিবিধ আখ্যাপ্রাপ্ত ও দৃশ্যমান হ'ন এবং সর্ব্বভূতে পূর্ণপুরুষরূপে সমভাবে অবস্থান করেন। তাঁহার ধর্ম্ম বিজাতীয়, অর্থাৎ সনাতন। যে ধর্ম্ম তত্ত্বমূলক অর্থাৎ সত্যমূলক উহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় জানিও। হে যোগীন্দ্রগণ, কাল সুপরিণত হইলে সমাহার স্বরূপপ্রধান হয়; তৎকালে মানব যোগযুক্ত, সদানন্দ ও সৎসংস্কারপ্রধান হয় এবং ঐ সময়ে উহাদের ধর্ম্মও সনাতন হয়। এই কথা ভগবান পরমজ্ঞানী নারদকে বলিয়াছিলেন।"

অতএব কাল সুপরিণত হইলে মানব নৈষ্কর্ম্ম্য নৈর্গুণ্য, নিরঞ্জনত্বাদি গুণযুক্ত হয় ও সনাতন ধর্ম্মের প্রবৃত্তি-স্বরূপ উপলব্ধি করে। অনেকগুলি শাস্ত্র হইতে সম্যক্ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে নরনারায়ণরূপী একাত্মক ভগবান সর্ব্বধর্ম্মের মূল

সনাতন ধর্ম্মের আচার্য্য, ইনিই সনাতন ধর্ম্ম নির্ব্বাহক। এই পুস্তকে লিখিত বিষয়ই সনাতন বা শুদ্ধ-ধর্ম্ম দর্শন ও শুদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ শুদ্ধ নামে খ্যাত।

দর্শন স্বরূপ।

দর্শন কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে যদ্দ্বারা সকল বিষয়ের জ্ঞান হয় উহাকে দর্শন বলে এবং যে শাস্ত্র পাঠ করিলে ব্যবহর্ত্তব্য বস্তুর স্বরূপ নির্ণায়ক জ্ঞান জন্মে উহাকে দর্শনশাস্ত্র কহে। পৃথিবীতে বহু দর্শন শাস্ত্র ও তৎ তৎ মতাবলম্বী আছে। পরন্তু ইহাদের প্রত্যেকের মূলে আত্মদর্শন (the system of the Self) ও অনাত্মদর্শন (the system of the not-Self) এই দুইটীর মধ্যে কোন একটি মতের ক্রমবিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমটি অভিবৃদ্ধিজনক ও দ্বিতীয়টি ক্ষয়জনক অর্থাৎ নশ্বর। যাহা সর্ব্বপরিপূর্ণ সর্ব্বমূল আত্মবস্তুর স্বরূপ নির্ণায়ক বিচারযুক্ত দর্শনশাস্ত্র উহার বিজ্ঞান ও নিষ্ঠাই আত্মদর্শন; এই আত্মদর্শন নিবৃত্তিপরা। যাহা অনাত্মবস্তু অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণায়ক বিচারযুক্ত দর্শনশাস্ত্র উহার বিজ্ঞান ও নিষ্ঠাই অনাত্মদর্শন; ইহা প্রবৃত্তিপরা। এতদুভয় দর্শনের মূল, উভয় স্বভাবযুক্ত, উভয় জীবভূত বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণায়ক বিচারযুক্ত দর্শন-শাস্ত্রের নাম শুদ্ধদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন; ইহার বিজ্ঞান ও নিষ্ঠা ব্রহ্মপরা বা সমাহারপরা।

এই শুদ্ধদর্শনভুক্ত পঞ্চম পুরুষার্থ অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে :—

"এই সূক্ষ্ম আত্মা চিত্তদ্বারা বেদিতব্য (জ্ঞেয়); ইহা পঞ্চ প্রাণ-বায়ু দ্বারা সংবিবেশিত (interpenetrated) ও আচ্ছাদিত আছে। এই চিত্ত (heart) বিশুদ্ধ হইলে ইঁহার বিভুত্ব প্রকাশিত হয়।

বিশুদ্ধ সত্ত্ববান ব্যক্তি যে যে লোকের (worlds) বিষয় মনে সম্যক্ বিভাবনা করেন এবং যে যে কামনা করেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতএব বিভূতি লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞের অর্চ্চনা করিবেন।

কারণ তিনিই সেই পরমব্রহ্মধাম জানেন যথায় নিহিত এই বিশ্ব চরাচর শুভ্র পবিত্র আলোকে দীপ্তিমান। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা দ্বারা শুক্রকে অর্থাৎ পুনর্জন্মকে অতিবর্ত্তন করেন।

যে বহুবিধ কামনা করে সেই ব্যক্তি ঐ সকল কামনা চরিতার্থের জন্য পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। পরন্তু পর্য্যাপ্তকামী ব্যক্তির আত্মজ্ঞান সাহায্যে বাসনার চরিতার্থতা বশতঃ ইহ-জন্মেই সমস্ত কামনার নাশ হইয়া থাকে।

এই আত্মা প্রবচন দ্বারা, কিম্বা মেধা দ্বারা, কিম্বা শ্রুতি সকলের দ্বারা লভ্য নহেন। পরন্তু আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন কেবল তাঁহারই নিকট তিনি প্রকাশিত হ'ন।

এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। প্রমাদ কিম্বা ত্যাগবর্জ্জিত তপস্যা দ্বারাও লভ্য নহেন। পরন্তু এই সকল উপায়ে যাহারা সংযতচিত্তে আত্মজ্ঞানীর উপাসনা করে উহাদের আত্মা ব্রহ্মধামে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) প্রবেশ করেন।

এই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত হ'ন; তাঁহাদের সমস্ত কামনা চরিতার্থ হওয়ায় তাঁহারা কৃতাত্মা, বীতরাগী ও প্রশান্তচিত্ত হ'ন; তাঁহারা সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকল বিষয়ে সর্ব্বত্রগামী (সর্ব্বব্যাপী) আত্মাকে অনুভব করিয়া তাঁহাতে যুক্ত হ'ন ও পরমাত্মাতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন।

বেদান্ত বিজ্ঞানদ্বারা যাঁহারা তাঁহাদের গন্তব্য স্থানের নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সংন্যাসযোগ দ্বারা সমাহিত চিত্ত ও শুদ্ধ সত্ত্ববান হইয়াছেন, তাঁহারা নশ্বর দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন ও অমরত্ব লাভ করেন।

তখন দেহারম্ভক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব কারণে প্রবেশ করে, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণও প্রতিদেবতায় অর্থাৎ সূর্য্য প্রভৃতিতে প্রবেশ করে, (সঞ্চিত) কর্ম্ম সকল ও বিজ্ঞানময় কোশস্থ আত্মা, ইহারা সকলেই সেই পরম অব্যয় ব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়।

স্যন্দমান অর্থাৎ প্রবাহবতী নদী সকল যেমন সমুদ্রে পতিত হইয়া উহাদের নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বান ব্যক্তি অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষে উপেত অর্থাৎ মিলিত হয়েন।

যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হ'ন, তাঁহার বংশে কেহই অব্রহ্মজ্ঞ জন্মায় না। তিনি শোক ও পাপ হইতে উত্তীর্ণ

হ'ন। তাঁহার অবিদ্যাজনিত বন্ধন গ্রন্থি বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়।"

মহর্ষি গোভিল শুদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে এই মর্ম্মে বলিয়াছেন ঃ— সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেই তিনটী বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে, যথা-- (১) পরমব্রহ্ম (the Supreme Brahman), (২) আত্মা (the Self) এবং (৩) অপরা প্রকৃতি (the not-Self)। সকল দর্শনের মতে এই তিনটীই বিজ্ঞেয়, অর্থাৎ অনাত্ম-দর্শন. আত্ম-দর্শন এবং ব্রাহ্ম বা যোগদর্শন। হে মুনিপুঙ্গবগণ, সংসারে চারিটি মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—(১) জ্ঞানমার্গ. (২) ইচ্ছা (বা ভক্তি) মার্গ, (৩) (ক্রিয়া বা) কর্ম্মমার্গ এবং (৪) (সমাহার বা) যোগমার্গ। এই অনুপাতে চতুর্থ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদর্শনের মূল, অর্থাৎ অন্যান্য সকল দর্শন যাহার অন্তর্ভূত, যাহা সকল দর্শনের জীবভূত, সর্ব্বাভ্যুদয় সাধক, উহার নাম শুদ্ধ-যোগ-দর্শন।

এই অনাত্ম দর্শন বা প্রাকৃত দর্শনগুলি নাস্তিক সম্প্রদায় সানন্দে গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা পরম স্থান ও উহা প্রাপ্তির জন্য সাধনের আবশ্যকতা এবং সর্ব্বসাক্ষী সনাতন আত্মা বা পরম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহারা প্রধানতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(১) চার্ব্বাক, (২) মাধ্যমিক, (৩) যোগাচার, (৪) সৌত্রান্তিক, (৫) বৈভাষিক এবং (৬) দিগম্বর।

মহাত্মা গোভিল প্রাকৃত দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

প্রাকৃত দর্শন। প্রাকৃত দর্শন যাহা নাস্তিকদিগের দর্শন উহা ছয় শ্রেণীভুক্ত, যথা—

(১) লোকায়তিক (চার্ব্বাক)

(২) বুদ্ধ মাধ্যমিক,

(৩) বুদ্ধ যোগাচার,

(৪) বুদ্ধ সৌত্রান্তিক,

(৫) বুদ্ধ বৈভাষিক এবং

(৬) দিগম্বর দর্শন।

(১) লোকায়তিক দর্শন। চারি অথবা পাঁচটি ভূতের (the great material elements) স্বাভাবিক সংযোগে জীবের বিজাতীয় (বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত) চৈতন্য (প্রাণ, life) প্রজাত হয়। এই ভূত সকলের নাশ মাত্রেই চৈতন্যেরও নাশ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষশরণা সাধু চার্ব্বাকগণ বলেন যে স্বর্গ ও নরক (প্রত্যক্ষ দর্শনে) সুখ ও দুঃখের নাম। তাহাদের মতে দুইটি মাত্র পুরুষার্থ স্বীকার্য্য, যথা—অর্থ এবং কাম। (তাহারা) এই চৈতন্য সম্প্রযুক্ত দেহকেই আত্মা বলে, দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। লোকায়তিক সম্প্রদায়ের মতে চৈতন্যের নাশই মোক্ষ এবং এই দেহের নাশ সকলের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। নাস্তিকগণ এই মতকে

লোকায়তিক দর্শন কহে; কারণ ইহা সকলকে আকৃষ্ট (আয়ত) করে; ইহা সুন্দর, সুখজনক এবং সকলের প্রিয়।

এক্ষণে আমি ভগবান বুদ্ধদেবের অতি উত্তম দর্শনের বিষয় বলিতেছি। ইতিহাসবেত্তা ও মনীষিগণ বলেন যে চার্ব্বাকদিগকে পরম স্থানে উন্নীত করিবার অভিপ্রায়ে, নরনারায়ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তদীয় অংশজাত ভগবান বুদ্ধদেব সর্ব্বসংসারমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাদৃশ পরন্তপ (জিতেন্দ্রিয়) বুদ্ধদেব তাঁহার মাধ্যমিক প্রভৃতি চারিজন শিষ্যকে সর্ব্বতত্ত্ব পরিজ্ঞান সাধন রূপ শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মাধ্যমিকের দ্বারা স্থাপিত দার্শনিক আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। ইহাতে এগারটি শ্রেণী বিভাগ ছিল ও প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন করিয়া শ্রেষ্ঠ আচার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। এই আশ্রমে প্রচলিত মতের নাম বুদ্ধ মাধ্যমিক দর্শন। ভগবান বুদ্ধদেবের মতানুযায়ী ইহাদের মত এই,—সৎ কিম্বা অসৎ বলিয়া কোন পৃথক তত্ত্বের অস্তিত্ব নাই। পরন্তু উভয়াত্মক শূন্য নামে একটি তত্ত্ব আছে যাহাতে সৎ এবং অসৎ এই উভয়ই স্থিত। মানব যতক্ষণ প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ এই তিনের অপেক্ষা করে ততক্ষণ তাহাকে বদ্ধ বলা যায়। ইঁহারা বলেন যে শূন্যবস্তুবিজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা এই মহামণ্ডলস্থিত নিশ্চল শূন্যকে শুদ্ধ ও নিত্য বলিয়া জানেন তাঁহারা মুক্ত ও মহাপুরুষ। ইঁহাদের দর্শনে বন্ধ ও মোক্ষ একই অর্থবাচক; বন্ধ শব্দে পরাধীনতা ও মোক্ষ-

(২) বুদ্ধ মাধ্যমিক দর্শন।

শব্দে স্বাধীনতা বুঝায়; ফলতঃ উভয়েই অধীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৩) বুদ্ধ যোগাচার দর্শন।

ভগবান বুদ্ধদেবের আর একজন শিষ্য যোগাচার নামে খ্যাত; ইঁহার দর্শন সংক্ষেপে বলিতেছি। ইঁহার মত এই যে, বিজ্ঞান নানা স্বভাবযুক্ত (varied), নিত্য (permanent), ক্ষণিক (transient) স্বতঃসিদ্ধ (selfevident)। বিজ্ঞানকে শাশ্বত বলিয়া মনে করা বন্ধের লক্ষণ এবং ক্ষণিক বলিয়া মনে করা মুক্তের লক্ষণ। বিশুদ্ধ (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ) বিজ্ঞানের উদয়ে পরম সুখলাভ হয়। এই আশ্রমের দার্শনিকগণকে যোগাচার বলা হয়, কারণ ইঁহারা পূর্ব্বলিখিত দার্শনিকদ্বয়ের করণদ্বয়ে অর্থাৎ তত্ত্বে বিজ্ঞান তত্ত্বের সংযোজক স্বরূপ। বিকল্প (বিবিধ কল্পনা) পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা অচ্যুত শূন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহারা তত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হ'ন। ইহাই তাঁহাদের পরম পদ।

(৪) বুদ্ধ সৌত্রান্তিক দর্শন।

ইহা ভগবান বুদ্ধদেবের সৌত্রান্তিক নামক শিষ্যের দর্শন। অনুমান সুসিদ্ধ সৌত্রান্তিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই চরাচর জগৎ পরমাণু সঙ্ঘাত দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। জগৎ বিষয়ে বিজ্ঞান এই যে, ইহা ক্ষণিক অর্থাৎ নাশশীল এবং জগতের অতীত শাশ্বত আত্মা বলিয়া কিছু নাই। জগতে স্থির অর্থাৎ নিত্য-বুদ্ধি, সংসার অর্থাৎ বন্ধনমূলক এবং উহাতে ক্ষণিকত্ব বিজ্ঞান, মোক্ষলাভের উপায়

স্বরূপ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে তত্ত্ব সর্ব্বত্র ব্যাপৃত রহিয়াছে উহাকে সূত্র এবং যাহারা ঐ সূত্রের অন্তবিজ্ঞানী তাহাদিগকে সৌত্রান্তিক মতাবলম্বী বলে।

(৫) বুদ্ধ বৈভাষিক দর্শন।

গয়াসুত বৈভাষিক ভগবান বুদ্ধদেবের চতুর্থ শিষ্য। হে মহর্ষিগণ, ইঁহার দর্শন সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এই বৈভাষিকগণ বৌদ্ধদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত দার্শনিকত্রয়ের অনুমানসিদ্ধ মতের পোষকতা করেন না এবং ইঁহাদের অনুমেয়ের বিচারকে বিভাষা আখ্যা দেন। অন্য বিষয়ে ইঁহারা সৌত্রান্তিকদিগের মতাবলম্বী।

এই চারি শ্রেণীর বৌদ্ধগণ বেদবহিঃস্থিত নাস্তিক মতাবলম্বী। ভগবান বুদ্ধদেবের এই সকল শিষ্য যাঁহারা একটি তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা সম্পূর্ণ নাস্তিক চার্ব্বাকদিগকে সরসোক্তি সহকারে নিজ নিজ শাস্ত্র হইতে শূন্যাদি তত্ত্বসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধগণ মধ্যম শ্রেণীর নাস্তিক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

(৬) দিগম্বর দর্শন।

নাস্তিকদিগের ষষ্ঠ দর্শনের নাম দিগম্বর দর্শন। উহাদের মত আমি সংক্ষেপে বলিতেছি।

রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ, লোকপূজিত, যথাস্থিতার্থবাদী, অর্হত (পুজ্য) স্থানীয় জিন নামক এক দিব্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ জৈন এবং দিগম্বর নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা

নাস্তিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ও সর্ব্বহিতে রত ছিলেন। জৈনার্য্য দিগম্বরগণ, পূণ্য-পাপ-অবিবেকী অতি নীচ নাস্তিক-গণকে উদ্ধার হেতু যথাকালে ও যথাক্রমে সর্ব্বলোকে প্রকাশিত হ'ন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূরগণ (পণ্ডিতগণ) জৈনদিগের মত এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

সমস্ত জগৎ চেতন ও অচেতন পদার্থ পূর্ণ, ইহাতে ঈশ্বর নাই। ইঁহাদের মতে দ্রব্য ছয় প্রকার, জীব ত্রিবিধ (কোন কোন জৈনাচার্য্যের মতে চতুর্বিধ), পুরুষার্থ সাধক কর্ম্ম চতুর্বিধ। কার্য্যকারণ ভাবদ্বারা জগৎকে নানাত্মক দেখায়, যথা—নিত্য (Eternal), অনিত্য (transient), সত্য (Existent), অসত্য (non-existent), ভিন্ন (separate), অভিন্ন (non-separate)। এইগুলি সিদ্ধ অর্হতগণের সিদ্ধান্ত বলিয়া নিশ্চিত আছে। মানবের দেহ তাহার কর্ম্মের স্বভাব অনুসারে গঠিত এবং আত্মা এই দেহের পরিমাণই নিজের পরিমাণ স্বরূপ স্বীকার পূর্ব্বক উহাতে অবস্থান করেন। এই সংসার অনাদি এবং আত্মা নিত্য। সংসারে নিয়ত মানস থাকিয়া কর্ম্মদ্বারা, জ্ঞানসাধন দ্বারা এবং কর্ম্মে অবগাহন (অন্তঃপ্রবেশ) দ্বারা অর্জ্জিত জ্ঞান সাহায্যে মানব তাহার প্রাকৃত (জড়) দেহ ত্যাগ করিয়া (সংসারবন্ধন হইতে) মুক্তি ও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে তাহার অর্হতের কৃপায় পরমস্থানে প্রয়াণ করে। ইহাই বেদবহির্ভূত প্রাচীন জৈন সিদ্ধান্ত বা ধর্ম্মমত। জিনদেব

২০০ সঙ্কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। [শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে এক একটি সঙ্কল্পের কাল পরিমাণ ২৪ বৎসর। এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের দ্বারা কালের পরিমাণ স্থির করা হয়। বর্ত্তমান সময়ের কাল পরিমাণ ৫০১ সঙ্কল্প। অতএব আন্দাজ ১২,০২৪ বৎসর (৫০১ × ২৪ = ১২,০২৪) পূর্ব্বে জিনদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন]

উল্লিখিত ছয়টি দর্শন নাস্তিক বা প্রাকৃত দর্শন। প্রাকৃতান্বয়ী নাস্তিকগণ পরে পরে যে রকম শ্রেণীগত তাঁহাদের দর্শনগুলিও সেই পর্য্যায়ে বিবৃত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্বগুলি এই প্রকারেই বুঝিতে হইবে।

উপরিউক্ত দর্শনের তত্ত্ব নিরূপণ।

চার্ব্বাক নামক প্রথম নাস্তিক দয়ানিধি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি প্রত্যক্ষদর্শন মতাবলম্বী ছিলেন। এই প্রত্যক্ষদর্শন বা প্রাকৃত দর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-ধর্ম্ম-স্বরূপ; কারণ আত্মাই নিজ নিজ প্রকৃতির প্রকাশক। যথাক্রমে চারিজন বৌদ্ধ এবং পরিশেষে জিনদেব যথাসময়ে আসিয়া ক্ষেমঙ্কর আত্মধর্ম্মের সংস্কার করেন। এই সকল মহর্ষিগণ শুদ্ধদিগের নিকট সর্ব্বদা মান্যার্হ। ব্রহ্ম বাদ দিয়া প্রকৃতি (জড়বাদ) ও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যে ধর্ম্ম ইঁহারা প্রচার করিয়াছেন উহা তৎ তৎকালের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। অতএব ইহা কোনক্রমেই নিন্দনীয় নহে এবং এই জন্যই শুদ্ধগণ উহাকে তৎসাময়িক সত্য, শুদ্ধ ও পবিত্র ধর্ম্মমত বলিয়া মনে করেন। অধিকন্তু এই মতই ব্রহ্মের

অভাব রূপের সমর্থক যেহেতু প্রকৃতি সেই ভাবরূপ অক্ষর ব্রহ্মের বিভূতি বই আর কিছুই নহে। শুদ্ধগণ যোগবলে ইহা জানেন যে ব্রহ্ম, ভাব এবং অভাব এই উভয় রূপ।

আত্মদর্শন।

এক্ষণে আত্মদর্শন (the system of not-Self) সম্বন্ধে বলিতেছি যাহা আত্ম সম্পর্কীয় এবং জ্ঞানদ্বারা প্রমিত হয়। ইহা ছয় প্রকার। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং মন এই ছয়টি (১) জীব (the Embodied Ego). (২) আত্মা (the lower Self) এবং পরমাত্মার (the Supreme Self) আকার স্বরূপ। ভূমি প্রভৃতি এই ছয়টির অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া বেদে যাঁহাদের বর্ণনা আছে তাঁহারাই এই তিনটি। ইঁহারা প্রত্যেকেই দুই অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মরূপে সম্ভবিত অর্থাৎ উৎপন্ন (manifested) হ'ন। এই হেতু আত্মার স্বভাব বা আত্মদর্শন এই তিনের দ্বিগুণ ছয় প্রকার বলা হয়। শুদ্ধগণ যাঁহারা পরমাত্মদর্শন বিষয়ে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ এবং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই পরমপুরুষের স্থান প্রাপ্তির জন্য অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্ম করেন। শ্রুতিতে ইঁহারা শ্রেষ্ঠ আত্মদর্শী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মিষ্ঠ এবং লোকবল্লভ এই শুদ্ধগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় মার্গই অনুসরণ করেন বলিয়া ইঁহারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দর্শনে স্ব স্ব স্বভাব অনুযায়ী প্রয়োজন সিদ্ধিরূপ মার্গ প্রদর্শিত হয়।

শুদ্ধ দর্শন।

এই শুদ্ধদর্শন সর্ব্বভাবাত্মক (universal), শুভপ্রদ (beneficient), চতুস্তন্ত্রক (fourfold in point of practice), একরূপ (congruous), যোগগর্ভ (with Yoga in its womb) এবং সনাতন (eternal)। ইহা কল্যাণরূপ (a prosperous system), সাধকের উন্নতির সোপানে সম্পূর্ণ আনন্দদায়ক (source of bliss to the aspirant in the successive stages of progress), ব্রহ্মের উপাসনামূলক (devoted to the worship of Brahman as the Pure, শুদ্ধ, as the Attributeful, সগুণ), ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রতিবিম্বিত তেজোময় (চণ্ডভানুকম্) ষট্‌চক্রের অর্থাৎ বীজষটকের নির্ণায়ক, উপদেশগর্ভ কথাযুক্ত, ঊর্দ্ধদৃষ্টিকর, মানবের সর্ব্বার্থদায়ক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শ্রুতি ও ইতিহাস সংবেদ্য, পরন্তু পৌরাণিক বচনদ্বারা জ্ঞাতব্য নহে। কারণ ব্যাসনামা পুরাণ লেখকগণ ও মহাভারত লেখক ব্যাস এক ব্যক্তি নহেন। প্রথম শ্রেণীর পুণ্যবৎসল ব্যাসগণ নিজ নিজ প্রবন্ধের শুদ্ধি সম্পাদনার্থ শ্রুতি ও ইতিহাস হইতে বাক্য সকল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রুতি ও ইতিহাস তত্ত্ববেত্তা মুমুক্ষু শুদ্ধার্য্যগণ এইরূপ ব্যাসবিভেদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধগণের ধর্ম্মবিজ্ঞান বা দর্শন, শ্রুতি ও ইতিহাস সাহায্যে জ্ঞাতব্য এবং ইহা পূর্ণ, দিব্য ভূতিকর, সর্ব্বমূল, সর্ব্ববেদ্য, সংসার ব্যবসায়দ, রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষাব-

গম্য, ধর্ম্ম্য (begotten in righteousness), সুখসাধ্য এবং অব্যয়।

আটটি আত্মগুণ।

অনসূয়া (tolerance), দয়া (compassion), শান্তি (tranquility), অস্পৃহা (unattachedness), শৌচ (purity), অকার্পণ্য (open minded-ness), অনায়াস (tirelessness), এবং মঙ্গল কামনা (wish-ing the well being of all)—অধিকারী পুরুষের এই আটটি আত্মগুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গুলির অভ্যাস দ্বারা সাধকের তত্ত্ব অর্থাৎ জড় উপাদান যথাক্রমে শোধিত ও বিভাস্বিত হইয়া থাকে।

শুদ্ধ শিক্ষার স্বরূপ।

অধিকারী প্রথমে পঞ্চকোশের (Five Sheaths) স্বরূপ ও উহাতে পঞ্চ তত্ত্বের স্থান নির্ণয় করিয়া সমস্ত তত্ত্বগুলির শোধনার্থ তপশ্চরণ করিবে। তপস্যা দ্বারা তত্ত্বের সংশুদ্ধি হয় এবং তত্ত্ব সংশোধিত হইলে পর কোশের জ্ঞান জন্মে। পরে কোশ বিজ্ঞান দ্বারা পরম পদের জ্ঞান হয়। এই কোশোপসংক্রমণ অর্থাৎ কোশে প্রবেশ বিজ্ঞান শুদ্ধযোগী তিত্তিরির দ্বারা ভাষিত হইয়াছিল।

কোশের স্বরূপ।

আমাদের শরীরে পাঁচটি কোশ আছে। এইগুলি পরম স্থানে যাইবার পথ স্বরূপ। ইহাদের প্রত্যেকটিতে পরমাত্মা বাস করেন ও তিনি ভিন্ন ভিন্ন কোশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েন। কোশগুলির নাম,—

(১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (৪) বিজ্ঞানময়, (৫) আনন্দময় কোশ। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ বা পাঁচটি, কেহ বা ছয়টি আবার কেহবা সাতটি কোশ স্বীকার করেন। ভগবৎ কালযোগে এই কোশগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থারূপে স্বতঃই নিয়মিত হয়। এ গুলিকে ব্রহ্ম সামীপ্য লাভের পন্থা বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে।

কোশপাদ স্বরূপ।

কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও এই তিনের সমাহার এই চারিটি যোগের পাদ কোশ সঞ্চরণে সহায়ক; এই পাদ সঞ্চারণ ষড়ঙ্গযুক্ত, সৎপরায়ণ এবং কোশ যোগীকে বিভূতি প্রদান করে।

যথাপাদ ধর্ম্মভেদ নিরূপণ।

পাদচার বিভাগের দ্বারা ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়। যোগরূপী সুখাবহ সনাতন ধর্ম্ম একাধিক নহে। জ্ঞানগর্ভ, ভক্তিগর্ভ, কর্ম্মগর্ভ, এই অনুক্রমে জ্ঞানপাদ, ভক্তিপাদ, কর্ম্মপাদ এবং (তৃতীয় বা চতুর্থপাদ) যোগপাদ যাহা সমাহারপরা; এই সিদ্ধান্ত শুদ্ধধর্ম্মজ্ঞ নারদাদি দ্বারা সাদরে উক্ত হইয়াছে।

বেদ বিভাগ নিরূপণ।

স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ বেদ চারি প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি জ্ঞানবেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদ, উত্তম; তৎপরে সামবেদ, মধ্যম; ইহার পর যজুর্ব্বেদ, অধম; পরিশেষে তুরীয় বা চতুর্থপাদ লক্ষণা অথর্ব্ববেদ যাহা যোগবেদ, সর্ব্ববেদ শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার মুখ

নিঃসৃত এই চারিটি বেদই রহস্যপূর্ণ ও ব্যবসায়পরা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বলিত। যজুর্ব্বেদে কর্ম্মসংসার—ব্যবসায় কথিত হইয়াছে, সামবেদে ভক্তিসংসার—ব্যবসায় নিরূপিত হইয়াছে, ঋগ্বেদে জ্ঞানসংসার—ব্যবসায় নিয়োজিত হইয়াছে এবং সকল বেদের রাজা ও জীবন স্বরূপ অথর্ব্ববেদে উত্তম যোগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ইহা পরম স্থান প্রাপ্তির হেতু; অতএব যোগী-গণের সাম্য লক্ষণের মূল।

কোশস্থিত উপাস্যের স্বরূপ।

হে মুনীশ্বরগণ, শুদ্ধ যোগাভ্যাসকালে মানবের দেহকোশে পরব্রহ্ম কিরূপে প্রকাশিত হয়েন তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথম কোশে অর্থাৎ অন্নময় কোশে (যাহার অন্য নাম গুহা গোপুর, the Food—formed Sheath) ব্রহ্মরূপ আত্মা আছেন; ইঁহাকে অক্ষর বলা হয়। এই কোশে সকল তত্ত্বেরই (Elements) বিলাস অর্থাৎ স্ফূরণ হয়। যোগদ্বারা এই তত্ত্বগুলি পূত, সুপূত ও পবিত্র (purified, refined and perfected) হইলে উচ্চ জন্ম গ্রহণের সহায়ক হয়। পরন্তু যতদিন ইহারা প্রাকৃত সংসার ব্যবসারে আকৃষ্ট ও তজ্জন্য অপরিষ্কৃত থাকে ততদিন মুহুর্মুহুঃ নীচ জন্ম গ্রহণ করে। জীবের এই উভয় বৃত্তিই—অর্থাৎ একটি আত্মপরা (ঊর্দ্ধগামী), অপরটি প্রকৃতিপরা (নিম্নগামী)—চতুষ্পাদ ও ষট্প্লবন যুক্ত (having four feet possessing six movements)। দ্বিতীয়টি প্রাণময় কোশ (the Vital

Sheath)—ইহাতে সনাতন ব্রহ্ম প্রাণায়াম প্রয়োগতঃ (in the activities of the vital airs) জীবরূপে (Life principle) বিভাত (manifested) হয়েন। তৃতীয়টি মনোময় কোশ (the Lower Mental Sheath) ইহাতে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা ধ্যান যোগতঃ (by meditation) ভাত (realisable) হয়েন। তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থটি জ্ঞানকোশ (the Intellection Sheath)—ইহাতে পরমাত্মস্বরূপ সনাতন ব্রহ্ম শুদ্ধরূপে নিরন্তর ভাত হয়েন। পঞ্চমটি ব্রহ্ম কোশ (Brahmic Vesture or Sheath)—ইহাতে শুদ্ধানন্দময় সনাতন ব্রহ্ম সকল হইতে সন্নিবৃত্ত পুরুষরূপে বিভাত হয়েন। ইহা হইতেও যিনি অতীত, সর্ব্বমূল, সনাতন ব্রহ্ম, তিনি কালাতীত, শ্রুতিদ্বারা অবেদ্য, পরাৎপর। ব্রহ্মের এই সকল বিভিন্ন ক্রম কোশবিভাগের দ্বারা উপাস্য।

কোশ যোগীদিগের ফললাভ নিরূপণ।

কোশস্থিত সর্ব্বরূপী ব্রহ্মের উপাসকগণ যে ফললাভ করেন তাহা এইরূপ নিরূপিত আছে—শুদ্ধযোগীগণ যাঁহারা প্রশান্ত মানসে অক্ষরের উপাসনা করেন তাঁহারা দিব্য ও সুন্দর দেহ বিশিষ্ট, জরা মরণ বর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, মহাভাগ (দয়াদি অষ্ট গুণযুক্ত), পরমার্থ ফলোন্মুখী এবং শুদ্ধ যোগবলে সুখী ও নিরাময় হইয়া থাকেন।

প্রাণায়াম পরায়ণ * জীব উপাসকগণ জাতিস্মর ও স্বানুরূপ বিভূতিযুক্ত হ'ন।

ধ্যানযোগ পরায়ণ আত্মা উপাসক শুদ্ধগণ পরম ব্রহ্মের যে কোন মূর্ত্তি (বিগ্রহ) ইচ্ছানুরূপ কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহাকে বিভূতিযুক্ত মনে করিয়া উপাসনা করেন। ইঁহারা আত্ম যোগ প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন এবং সর্ব্বত্র সকলই জানিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

জ্ঞানময় কোশে (Higher Mental Sheath) সর্ব্বদা জ্ঞানগর্ভ যজ্ঞ (ত্যাগ, Sacrifice) দ্বারা অচ্যুত পরমাত্মার উপাসকগণ দিব্যদেহ সমাযুক্ত দিব্যজ্ঞানী মহর্ষি হইয়া যথাকালে ও যথাভবে (সংসার, world) সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মের কর্ত্তারূপে নিযুক্ত থাকেন। ইহাঁরা শুদ্ধযোগ দ্বারা দিব্য বিভূতির ভজনা করেন। (কশ্যপাদি মহর্ষিগণ পরমাত্মভবা (Paramatma pervaded worlds) হইয়া বিদ্যমান থাকেন)।

পরিশেষে, শুদ্ধযোগ পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা আনন্দময় কোশে সঙ্কল্প নিয়ন্ত্রী দেবী সহ যুক্ত সনাতন, সর্ব্বভাবোজ্জ্বল, শুদ্ধ, স্বাত্ম বিগ্রহে বিলীন, জগজ্জন্মাদি হেতু স্বরূপ পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্ম সম্মিত বিশুদ্ধ হইয়া

* এখানে প্রাণায়াম অর্থে কেবল শ্বাসক্রিয়া নহে, পরন্তু শুদ্ধ ধর্ম্ম-মণ্ডলের প্রকাশিত ভগবদগীতার ১৪ অধ্যায়ে প্রাণায়াম গীতার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

পরম স্থানে প্রয়াণ করেন ও দিব্য যোগ-সুখ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

লোকনাথ সংসার-পর-প্রকৃতি-ভাবিত শুদ্ধ সাধকগণের যে যে কোশস্থিত পুরুষের (সংসার নাথ, Lord of cyclic existences ruling in every Sheath) আত্ম এবং শুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞান হয় সেই সেই কোশ-দেহ বিশোধিত হইয়া চিরেই হউক বা অচিরেই হউক তাহারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে।

শুদ্ধ মার্গাবলম্বীগণ যাঁহারা পক্ষিস্বরূপবেত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মকে পঞ্চ অঙ্গ প্রত্যঙ্গযুক্ত পক্ষী স্বরূপ বলিয়া যে দৃষ্টান্ত আছে উহার অর্থ জ্ঞাতা, পরমাত্ম পরায়ণ, ব্রহ্মাত্ম বীজ সম্ভূত বিগ্রহ ধারী, শুদ্ধ দর্শন সেবক, দেবী প্রসাদ লব্ধ আত্মীয়, প্রাকৃত ও শুদ্ধ এই তিন প্রকার অতি বলশালী উত্তম দৃষ্টি যুক্ত, বিশ্বের কল্যাণকৃৎ, লোকবল্লভ এবং শুদ্ধগণের আবশ্যকীয় সময়োপযোগী সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা অব্যয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপে মহান আত্মা শুদ্ধগণ যাঁহারা ভারতার্থ বিশারদ পঞ্চগীতা প্রভাবজ্ঞ, পঞ্চবিদ্যাপরায়ণ, মহতের মান্যকারী, দীনে অনুকম্পাযুক্ত, আত্মতুল্যে মিত্রজ্ঞানী, শান্ত, নিয়ত, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন, ধর্ম্মবৎসল, কালদেশানুরূপ ধর্ম্ম বহনকারী, যোগ সাহায্যে সমবুদ্ধি প্রদীপ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সনাতন শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মার্গ অবলম্বনের সুখকর ফল অতন্দ্রিত হইয়া ভোগ করিতে থাকেন।

এই ধর্ম্ম মার্গ সর্ব্বকালে স্থিত, অকল্মষ, জ্ঞানপীঠের অধিষ্ঠাতা, লোকশর্ম্মণ্, দিব্য, মনোরম, ত্রিনামযুক্ত নারায়ণ (দক্ষিণামূর্ত্তি, অর্ভক [শিশু] ও কুমার) দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাই সর্ব্ব মঙ্গল মাঙ্গল্য দায়ক পন্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কোশযোগীদিগের বিভূতি প্রাপ্তি প্রসঙ্গে মহাত্মা নারদ দ্বারা পুরাকালে ইহা উক্ত হইয়াছিল।

যথাকোশ তত্ত্ব বিভাগ নিরূপণ।

হে অনঘগণ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় এবং লোকবল্লভ বিজ্ঞানময় (আনন্দময়) এই পঞ্চকোশে পঞ্চধা বিভক্ত। অন্নময় কোশ সকল কোশের নির্যাস বা খোসা স্বরূপ। এই জন্য প্রাকৃত দর্শনেও ইহাকে নিত্য বলা হয়। প্রাণময় কোশ পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (motor organs) এবং মনোময় কোশ (lower mental sheath) পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (sensory organs) ও মনের স্থান। জ্ঞানময় কোশে (higher mental sheath) মহৎতত্ত্ব, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বিভাবিত হয়। পঞ্চম অর্থাৎ আনন্দময় কোশ যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অচ্যুত এবং যাহাতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাই শুদ্ধ ও সনাতন তত্ত্ব। এই হেতু এই কোশস্থিত শুদ্ধ পরমব্রহ্ম শুদ্ধযোগীদিগের জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ উপাস্য।

কালযোগতঃ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদিগের চারিটি স্বভাব অর্থাৎ অবস্থা প্রাপ্তি হয়, যথা—(১) বাল্য, (২) মধ্যম, (৩) বৃদ্ধ এবং (৪) যোগিক। দেহীর স্বভাবানুগুণ এইগুলি সম্ভবিত হইয়া থাকে। দেহে ভূতানুযোগ (the combining or union of particles of the corporeal elements), চিত্তের শুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি আক্রান্ত অক্ষর পুরুষের ত্রিবিধ স্বভাব জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ, এবং পরিশেষে যোগ বা সমাহার, এই চারিটি স্বভাব বা অবস্থা কল্পিত হইয়াছে। বাল্য অবস্থায় কর্ম্মপ্রবণতা, মধ্যমে ভক্তিপ্রবণতা, বার্দ্ধক্যে জ্ঞানপ্রবণতা এবং যোগিক অবস্থায় যোগপ্রবণতা জন্মায়। ইহাই সর্ব্ব সুসম্মত বলবান ব্যবসায় (cycle of endeavour) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

চতুর্ব্বিধ স্বভাব নিরূপণ।

মূল প্রকৃতি সঞ্জাত (contact) দৃষ্টিকে (perception) শুদ্ধ (pure) দৃষ্টি (cognition) বলে। প্রথমে উদ্ভূত মহৎতত্ত্ব (first evolved element) হইতে সঞ্জাত দৃষ্টিকে তন্ত্রদৃষ্টি (constructive cognition) বলে এবং তৎপরে উদ্ভূত মায়া (material elements) সঞ্জাত দৃষ্টিকে অহঙ্কার দৃষ্টি (separative cognition) বলে। ব্রহ্মাদি হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত হরাগমে (সৃষ্টির প্রত্যেক দিবাগমে, at the break of each day of creation) নানাশক্তিযুক্ত (possessed of diverse capacities)

দৃষ্টিত্রয় নিরূপণ।

হইয়া উৎপন্ন হয়। পরন্তু যাহারা শুদ্ধ শক্তি সম্পন্ন (of pure capacity) তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তত্ত্বরাজ নাম নিরূপণ।

মহর্ষিগণ তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন। বেদের বিভাগ ও বর্ণনা অনুসারে প্রধান তত্ত্ব, যথা— মূল প্রকৃতি, মহৎ (প্রথম উদ্ভূত তত্ত্ব), অহঙ্কার বা বুদ্ধিতত্ত্ব এবং মনস্। এইগুলি তত্ত্বের রাজা ও প্রত্যেকেই পঞ্চাঙ্গযুক্ত (five limbed) এবং পুরুষায়ণ (turned towards the Purusha)। ইহাদের প্রত্যেকেই পঞ্চভাব বিশিষ্ট। পরন্তু স্ব স্বরূপ প্রয়োগতঃ ইহাদের সমাহারকে ষষ্ঠভাব বা ষড়ঙ্গ বলে। ছন্দ, শুদ্ধ, তন্ত্র, শিক্ষা, ব্যাকরণ এই পাঁচটি বেদের অঙ্গ; যোগ ষষ্ঠ অঙ্গ।* শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল হইতে প্রকাশিত ভগবদগীতার নর-নারায়ণ-ধর্ম্ম-গীতাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে যে ছয়টি তত্ত্বের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে উহা হইতে যোগ তত্ত্বটি বাদে আর পাঁচটি পঞ্চাঙ্গ জ্ঞাপক। শ্রুতি তৎপর শুদ্ধ মহাত্মাগণ এইরূপ বলিয়াছেন।

---

* ছন্দ প্রভৃতি শব্দগুলি এখানে বিশেষ অর্থে (in a highly technical sense) ব্যবহৃত হইয়াছে। মোটামুটি অর্থ এই:—

(১) ছন্দ—মূল জ্ঞানশক্তি (fundamental and root power of cognition)

(২) শুদ্ধ

(৩) তন্ত্র—বিশেষ এবং বিচিত্ররূপে জ্ঞানশক্তির বিকাশ। ইহার দৃষ্টান্ত অধিকার গীতায় দেওয়া হইয়াছে, যথা—ঈশ্বর স্বয়ং, মনু চতুষ্টয় ও মহর্ষিগণ যাঁহারা জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্ম মার্গের কোন একটির অনুসরণ করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালন, পরিরক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

(৪) শিক্ষা—যে জ্ঞান সাহায্যে জীব সকলকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহা বুদ্ধদিগের ভগবদগীতার শিক্ষাধ্যায়ে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

(৫) ব্যাকরণ—"ব্যাক্রিয়তে অনেন কারণবস্তু ইতি ব্যাকরণম্"—যাহা কারণ বস্তুকে ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাশিত করে; অতএব যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা দর্শন সাহায্যে কারণ বস্তু নির্ণয় করা যায় উহাকে ব্যাকরণ বলে।

(৬) যোগ—ইহা জ্ঞানের সমাহার বোধক। স্মরণ রাখিতে হইবে যে বুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল হইতে প্রকাশিত ভগবদগীতা চতুষ্পাদযুক্ত, যথা—জ্ঞানপাদ, ইচ্ছাপাদ, ক্রিয়াপাদ এবং যোগ বা সমাহার পাদ। ইহাদের প্রত্যেক পাদে ছয়টি করিয়া অধ্যায় লইয়া চারিপাদ ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কেহ যেন মনে না করেন যে ষড়ঙ্গযুক্ত জ্ঞানাদি পাদচতুষ্টয় পরস্পর পৃথক। কারণ প্রত্যেকটি অন্যগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। বিশেষত্ব এই যে জ্ঞানপাদে জ্ঞানশক্তি প্রধান, ইচ্ছাপাদে ইচ্ছাশক্তি প্রধান, ইত্যাদি এবং ইহাদের ছয়টি অঙ্গ সম্বন্ধেও এই নিয়ম গ্রহণীয়।

ব্রহ্ম, পরম আত্মা, ওঙ্কারের শ্রুতিসিদ্ধ উপাসনা গায়ত্রী লক্ষণের* ন্যায় বুঝিতে হইবে। এই চতুষ্পদা ও ষড়ঙ্গুলিপদা গায়ত্রী দেবী সকল তত্ত্বের মূল, সকলের আশ্রয়, মহামাতা এবং অপরা বিদ্যার জীবভূতা। অতএব এই লক্ষণযুক্ত উপাসনা হওয়া উচিত।

ব্রহ্মোপসনার প্রকার নিরূপণ।

বহুত্বের একত্বে সমন্বয়কে সমাহার বলে। যোগমার্গে সাঙ্গবেদ এবং পরা ও অপরা বিদ্যার অর্থবেত্তা শুদ্ধ মহাত্মাগণ নিজ নিজ দৃষ্টি ও বিভূতি অনুসারে বিদ্যা সকলকে ক্রমশঃ চতুর্ধা, ত্রিধা ও দ্বিধা সমন্বিত করিয়া পরিশেষে একত্বে অর্থাৎ সমাহারপদে সমাহৃত করেন। এই অন্বয় ছান্দোগ্য উপনিষদসিদ্ধ এবং সনাতন।

সমন্বয় দ্বারা অধ্যয়নের আবশ্যকত্ব নিরূপণ।

---

* গায়ত্রী লক্ষণানুযায়ী ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ে, ১৫শ ব্রাহ্মণ, ৭ম মন্ত্র :—

"তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যসেৎকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্য পদসি ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায়, ইতি।"

ইঁহার উপাসনা :—

গায়ত্রী, তুমি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ; তুমি ইহারও অতীত; তুমি সত্য সত্যই মনের অগোচর ; আমি তোমার দ্যোতমান চতুর্থ পাদে নমস্কার করিতেছি।

গায়ত্রীর প্রত্যেক পাদের ছয় প্রকার বিভাগ ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ মন্ত্র, ১২শ স্কন্ধ, ৩য় প্রপাঠকে দ্রষ্টব্য, যথা—

"সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী, ইতি।"

বস্তু সকল যতক্ষণ পরস্পর পৃথক পৃথক থাকে ততক্ষণ উহাদের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হয় কিন্তু উহারা সমন্বয়িত হইলে আর ঐরূপ পার্থক্য থাকে না। প্রতাপবান শুদ্ধ মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারত ইতিহাসে সকলকেই এই ভেদ হইতে ঐক্য দর্শনের অনুশাসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সকল দর্শনই ব্রহ্মের অস্তিত্ব কল্পনা করে এবং ব্রহ্মে স্বভাবতঃ সকল বস্তুই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বস্বভাবযুক্ত এই হেতু নারায়ণ পুরোগামী শুদ্ধগণ বলেন যে সকল দর্শনই (ধর্ম্মই) মূলতঃ এক।

শুদ্ধগণের পরম পুরুষার্থ নিরূপণ।

আচার্য্যশ্রেষ্ঠ নারদ বলেন যে শুদ্ধার্য্যগণের মতে পুরুষার্থ পাঁচটি, তন্মধ্যে প্রাপ্তিই পঞ্চম ও পরম পুরুষার্থ এবং ইহাই ব্রহ্ম সামীপ্য লাভ যাহাকে পরম পদ প্রাপ্তি বলা হয়।

শুদ্ধানুষ্ঠান নিরূপণ।

শুদ্ধ বিদ্যার্থীর জন্য দীক্ষা পাঁচ প্রকার। বিদ্যার্থীকে শুদ্ধ মানস হইয়া নির্জ্জন স্থানে পবিত্র ও বিধিবৎ কল্পিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই অনুষ্ঠান গুলি অভ্যাস করিতে হয়ঃ—

(১) মনে মনে পরম শুদ্ধ ত্রিবিং ব্রহ্মাক্ষর বীজের জপ ও তদর্থ ভাবন।

(২) শ্বাসকে নিয়ত করিয়া ব্রহ্মবীজের অর্থভাবন দ্বারা ধ্যানাবস্থিত থাকা।

(৩) বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে বল্গা (লাগাম) করিয়া বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করা।

(৪) মনকে কর্ম্মপ্রবণ করিয়া সমস্ত শক্তি শুভকার্য্যে বিনিয়োগ করা।

(৫) শুদ্ধযোগী সাক্ষাৎ নারায়ণোক্ত শুদ্ধ যোগানুষ্ঠান-লব্ধ বিশুদ্ধ বিশ্বতোমুখী জ্ঞানদীপের সাহায্যে পরব্রহ্মে আত্মা, আত্মায় পরব্রহ্ম; পরম আত্মায় আত্মা, আত্মায় পরম আত্মা; আত্মায় জীব, জীবে আত্মা; অক্ষর মূর্ত্তি অক্ষরে, অক্ষর অক্ষর মূর্ত্তিতে; এবং ব্রহ্মে স্বয়ং, নিজমধ্যে ব্রহ্ম; দেখিয়া থাকেন।

এইরূপ শুদ্ধযোগী সর্ব্বসুহৃত্তম হইয়া (with the intensest love to every one) প্রবৃত্তিধর্ম্মানুষ্ঠানে পারদর্শিতালাভ করেন এবং নিজ স্বভাব অনুযায়ী ক্ষমতা অর্থাৎ বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্যদিকে অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গেও এইরূপ যোগী সর্ব্বদর্শনোক্ত পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন।

এই শুদ্ধ-সিদ্ধ-দর্শন ভগবান নারায়ণের মুখ হইতে নিঃসৃত ও সাধুদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং ইহাই মহাভারতে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বোর্জ্জিত বিভূতির একমাত্র আধার স্বরূপ, উত্তম, সর্ব্বমূল, সর্ব্বভাবযুক্ত ও সমবুদ্ধি বিবর্দ্ধক।

হে মুনীশ্বরগণ, মহাভারত ইতিহাসে উক্ত সংসার ব্যবসায় (ধর্ম্ম কর্ম্ম) অনুসারে মানব কিরূপে সুখলাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মানবের সংসার ব্যবসায় নিরূপণ।

পুরুষ যিনি পঞ্চবিংশৎ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যিনি পঞ্চম (ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ ও তদ্বিভূতি বিজ্ঞান, ব্রহ্ম বিজ্ঞানের ক্রম অনুসারে পঞ্চম স্থানীয়—এই পুস্তকে লিখিত ধর্ম্মসূত্র দ্রষ্টব্য), অজা (প্রকৃতি) হইতে অপর (ভিন্ন), ইনি বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বভাবের ক্ষয় দ্বারা দৃশ্যমান হয়েন। অনঘ (নির্ম্মল) শ্রুতি সকল ইঁহাকেই আনন্দময় বলেন। এই পুরুষের সামীপ্য প্রাপ্তিমন্ত পূর্ণকামা মহাত্মাগণ আত্মযোগবলে দৈবী প্রকৃতির স্থান লাভান্তে পরমাত্ম পরায়ণ এবং সর্ব্বভাবময়ের শরণাগত হইয়া স্বানুরূপ ব্যবসায় যথাবিধি সমাপন পূর্ব্বক নির্ধূত কল্মষ হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

ইঁহার পর পরমাত্মা (Supreme Self), যিনি সংসার নায়ক (Ruler of all stages of existence), লোকনাথ (Lord of the worlds), কর্ম্ম সাক্ষী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা (Ordainer of creation, preservation and destruction)। ইঁহাকেই শ্রুতি সকল বিজ্ঞানময় আখ্যা দিয়াছেন। ইনিই সন্নিকটস্থ এবা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া যাবৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। ইহাই ইঁহার সনাতন, শুদ্ধ ও মহান ব্যবসায় (function)।

পরমাত্ম মণ্ডলস্থ দৈবী প্রকৃতিতে আস্থিত মহাত্মা ও মহর্ষি-গণ সৎপরায়ণ হইয়া (বিশ্বজনীন মঙ্গল কামনায় আত্মোৎসর্গার্থ) এষা মায়া হইতে কলেবর নির্ম্মাণার্থ শুদ্ধ উপাদান গ্রহণ পূর্ব্বক যথাকালে যথারূপে সম্যক প্রকাশিত হয়েন। অণিমাদি সিদ্ধি সকল ইঁহাদের করতলগত। এই সকল মহর্ষিগণকে তত্তৎকালে অবতার পুরুষ বলা হয়। শ্রুতি তৎপরগণ বলেন যে অবতার পুরুষগণের মধ্যেও স্বভাবতঃ ও স্বরূপতঃ সহস্র প্রকার ভেদ আছে। এই পরমাত্ম মণ্ডলেও জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মঠ ও যোগীগণ আছেন যাঁহারা কাল ও দেশ অনুযায়ী স্বধর্ম্ম-ধ্যান তৎপর থাকেন। ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের প্রচারক মহান্ত বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

পরমাত্মার নিম্ন শ্রেণীভুক্ত পুরুষ আত্মা নামে খ্যাত। এই আত্মা নানাভাবযুক্ত (multiformed), কামরূপী (assuming all shapes at will), সুভগ (beautiful in form), সুবিক্রম (full of power), সঙ্কল্প নায়ক (Lord of volition), শ্রীমান (glorious), দ্যুতিমান (luminous), ধৃতিমান (strong), ও সুখী (blessed)। ইনি ত্রিগুণা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভাত (দীপ্ত, প্রকাশিত) হ'ন। ইঁহার দুইটি ভাব আছে, যথা—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। এইজন্য আমাদের মধ্যে যাহারা অশুদ্ধ মনস্ক, তাহাদের আসুর বা তামসভাবাপন্ন এবং শুদ্ধ মনস্কদের দেবভাবাপন্ন বলা হয়।

এই শুদ্ধাশুদ্ধ বিভাগের অর্থ বিজ্ঞানের জন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামা ব্যাস শুদ্ধদৃষ্টি সাপেক্ষ ৭২০০০ শ্লোক মহদাখ্যানযুক্ত ভারতে পূরণ করিয়াছিলেন। শ্রুতিতে কথিত আছে যে যাঁহারা জ্ঞানী, শুদ্ধ ভক্ত, উর্দ্ধগ (যোগী) ও সংপরায়ণ (engaged in promoting the well being of all) তাঁহারা লোকাচার্য্য (world teachers) হইয়া থাকেন। এইরূপ আচার্য্যগণ যাঁহারা ব্রহ্মসামীপ্য ঈপ্সাবান তাঁহাদের জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও সমাহার জ্ঞাপক শুদ্ধবিদ্যার প্রচারই মহান ব্যবসায় হয়।

অশুদ্ধ স্বভাবযুক্ত আত্মাই জীব নামে খ্যাত। ইনি সোপাধিক, প্রাণযোগে কর্ত্তা ও নামরূপধারী হইয়া প্রকাশিত হ'ন। সংসার কার্য্যের মধ্যে ইঁহার বিশেষ ব্যবসায় "ইহা আমার" এই জ্ঞান ("সোঽয়ং মমেতি") ইঁহাকে উপাধিতে পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ রাখে।

ইঁহার পর অব্যক্ত (the Undifferentiated) যিনি জীব সংজ্ঞক সোপাধিক হইতে অপর [ভিন্ন], যাঁহাকে অক্ষর (the Imperishable) বলা হয়, যিনি কৈবল্য নায়ক এবং যিনি মহান আত্মা—শ্রীমান [শ্রীকৃষ্ণ] দ্বারা এইরূপ স্তুত হইয়াছেন ঃ—

"এই অব্যক্তের পর আর এক অব্যক্ত আছেন যিনি সনাতন, যিনি সকল ভূতের নাশেও বিনাশপ্রাপ্ত হ'ন না।

ইনি অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া খ্যাত, ইনিই পরম গতি, ইঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিতে হয় না এবং এই ধামই আমার পরম ধাম।"

অক্ষর গীতাধ্যায়ে ইঁহার স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত আছে:—সমস্তই (all evolution) এই অক্ষর হইতে ক্রমশঃ (stage by stage) উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রুতিবত্ম´গ মহাত্মাগণ বলেন, তাহাই অক্ষর যাহা সর্ব্ব সংসার নাথ ব্রহ্মের, পরমাত্মার এবং আত্মার বীজ—(যে বীজ) শুদ্ধ ও আকাশ সংজ্ঞক; (যে বীজ) ব্যবসায় সাধনের উপায় স্বরূপ; (যে বীজ) পূর্ণ; (যে বীজ) অচ্যুত; (যে বীজ) সমস্ত বিভূতির অধিষ্ঠান; (যে বীজ) পরাত্মার মূল; (যে বীজ) কৈবল্যাখ্য; (যে বীজ) পরম জ্যোতি,—যোগীগণ যে জ্যোতির উপাসনা করেন।

পঞ্চ স্বরূপভাক ব্রহ্মকে (Brahman manifesting in five ways) অধ্যাত্মকোবিদ [adepts in the art of knowledge of the Self] শুদ্ধগণ পঞ্চপ্রকার দীক্ষানুসারে যথাভাবে উপাসনা করেন। কোশে অধিষ্ঠিত ব্রহ্ম (১) এক টিতে অক্ষর রূপে [the Imperishable], [২] অন্যে কর্ম্ম রূপে [Action], [৩] আর একটিতে কারণরূপে [Cause, *sine qua non*], [৪] অপরে কর্ত্তৃরূপে [Actor] এবং [৫] অন্যে পুরুষরূপে [the fulfiller Purusha] প্রকাশিত হয়েন। ইঁহাদের পর যে রূপ তাহা "নেতি, নেতি"

দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে এই ব্রহ্মের ব্যবসায় মহানির্ব্বাণগর্ভ (has in its womb the highest beatitude) এবং ইনি সুবিক্রান্ত সুমণ্ডল বিশিষ্ট ভাবশূন্য স্বরূপবান (the all enclosing circle beaming on all sides everywhere)। এই পদেই [যোগব্রহ্মবিদ্যাবলে] সুন্দর আত্মবোধরূপ ফল প্রাপ্তি হয়। স্বশক্তিদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কোশে দীপ্তিমান ব্রহ্মের ব্যবসায় এইরূপ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

সরহস্য শুদ্ধ-দর্শনের সিদ্ধান্ত নিরূপণ।

এক্ষণে শুদ্ধদর্শনের রহস্য (esoteric meaning) বর্ণনা করিতেছি। আমি বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিতেছি যে তত্তৎকাল শুভাবহ যে সত্য মহাভারতে গুপ্ত রহিয়াছে, যাহা পুরাকালে মহর্ষি পরিষদে উক্ত হইয়াছিল, উহা শুদ্ধগণের জানা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মরহস্যার্থবেত্তা ও সমবুদ্ধিযুক্ত শুদ্ধগণের দ্বারা ভারতাখ্যান, শাস্ত্রজ্ঞানে সম্যক পঠিত ও উপাসিত হইয়া থাকে। বেদে প্রণিহিত সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মলক্ষণের মধ্যে পরস্পরের সমন্বয় কচিৎ দৃষ্ট হয়। কোথাও বিশেষ ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে আবার কোথাও সামান্য ধর্ম্মের মুখ্যত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতার্থবিশারদ শুদ্ধগণ বলেন যে, সকল ধর্ম্মেই মানবের স্বার্থই (Egoistic or selfish pursuits) বলবান দোষ। পরার্থে (altruistic), পরমার্থে

(general) কিম্বা সর্ব্বার্থে (universal) কৃত কর্ম্মের মধ্যে যেটি যখনকার উপযোগী এবং বিশেষ আবশ্যক উহাই পরম (noblest) ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হয়। সত্যগামী ও শ্রুত্যর্থ-প্রবণ মুনিগণ উত্তমার্থে সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম্ম (সকল প্রকার স্বার্থ সাধক ধর্ম্ম) ত্যাগের অনুশাসন প্রদান করেন। মনীষিগণ দ্বারা বেদ ও তদনুবর্ত্তী শাস্ত্র সকলের যথার্থ স্বরূপ নির্ণীত হওয়া উচিত। লোকাভ্যুদয়দ, শ্রীমান, অনুত্তম, সর্ব্বসেব্য, সর্ব্বকাল-হিতকরী, পবিত্র, সনাতন ধর্ম্ম, শ্রুতি ও ইতিহাস বচন হইতে দেশ, কাল ও বিষয়ের উপযোগিতা অনুযায়ী বুদ্ধির অনুশীলন সাহায্যে মহর্ষিগণ দ্বারা অবধারিত হওয়া উচিত। সর্ব্ব-জগন্মাতা শ্রুতিতে প্রিয় এবং হিতবাক্য দ্বারা সংসারের কল্যাণ-কর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী ও সুখকর সাধারণ ও শুদ্ধ উভয় ধর্ম্মই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন কোন মহর্ষিগণ স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক শ্রুতিতে উক্ত কর্ম্মকাণ্ডকে তদনুবর্ত্তী মানস-কর্ম্ম ও বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া একই মনু হইতে উৎপন্ন এক শরীর ও একরূপযুক্ত মানবের জন্য পৃথক পৃথক গোত্র সূত্র প্রকল্পিত করিয়া বর্ণাশ্রম বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি এই ঈশ্বরোল্লেখ বর্জ্জিত কর্ম্মবাদ, মীমাংসা শাস্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। ভক্তিপরা কেহ কেহ আবার এই ৺৬ কর্ম্মবাদকে তাঁহাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিবেচনায় সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া ত্রিবিধ ধ্যানাস্থিত ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানোচিত জ্ঞানমূলক কর্ম্ম সাধন সাহায্যে যথাকালে পরম

সুখ প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে আবার কেহ কেহ জ্ঞানী, দৃঢ়ব্রত, শুদ্ধ জ্ঞানাণুসম্ভূত দেহধারী ঊর্দ্ধগামী মহাত্মা অখিল-লোকের (worlds) পরাক্ষাদ্বারা বহুদর্শিতালাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন। ইঁহারাই তাঁহাদের হৃদয়াব্জে জ্ঞানদীপ সাহায্যে দীপ্তিমান কৃষ্ণপিঙ্গল, সগুণ, নির্গুণ, শুদ্ধ, অক্ষর, প্রকৃতির পর, ব্রহ্মরূপী পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকেন।

কোন কোন যোগীগণ, যাঁহারা শুদ্ধপরায়ণ. যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী জানিয়া কালদেশ-গুণোচিত উত্তম ধর্ম্মে আস্থিত হইয়া বিশ্বজনীন কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকেন এবং পরমগুরুকে সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে দর্শন করেন। "সর্ব্বং ব্রহ্ম" (সকলই ব্রহ্ম) এই নিশ্চয় জ্ঞান থাকায় ইঁহাদের মধ্যে এক দুই তিন কি চারি তত্ত্বের প্রমাণ বিষয়ক বিবাদ জন্মায় না। শুদ্ধদিগের প্রকৃতি ও দৃষ্টি স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধমুখী হওয়ায় ইঁহাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাস সদা নিয়ত (আবদ্ধ) নহে। শুদ্ধদর্শনমতে প্রসিদ্ধ আছে যে কেহই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য কোন নীচ জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করে না। এই জাতি মাত্রা সত্ত্বাদিগুণমূলক সঙ্কেত (convention) স্বরূপ বেদে কল্পিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এইঃ—কালচক্রের ভ্রমণে আত্মার সহিত সংযুক্ত থাকায় প্রত্যেক অণুই সত্ত্বাদি-গুণমূলক হয় বলিয়া শ্রুতিতে এই জাতি সঙ্কেত গুণ ও কালানুসারে আরোপিত হয়। সর্ব্বলিঙ্গবিশিষ্ট (লিঙ্গ = প্রকৃতি) প্রাণীগণের প্রকৃতির বর্ণনাকেই বর্ণ বলে এবং এই

বর্ণই উহাদের গুণমূলক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহাভারতে যে সকল উত্তম ধর্ম্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে ঐ সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব তত্তৎ ধর্ম্মানুশাসনে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে মহাভারত ও অন্যান্য ইতিহাসে, পুরাণ সকলে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বেদে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যে উল্লেখ আছে উহা কেবল কাল দেশের প্রয়োজন সাধক পদ্ধতি বুঝিতে হইবে। অতএব ইহা প্রত্যেক প্রাণীর গুণমূলক সঙ্কেত ও শ্রেষ্ঠ মত। মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রাণীর পক্ষেও এই ব্রাহ্মণাদি গুণমূলক বর্ণসঙ্কেত উপহিত হয় কারণ ইহারাও সত্ত্বাদি গুণমূলক অণুসংযোগে উৎপন্ন। সেই হেতু বেদ সম্মত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সকল এই গুণমূলক সঙ্কেত অনুসারে উপক্রমিত হইয়া থাকে। ইহা মহান্ আত্মা শুদ্ধ-গণের সিদ্ধান্ত।

অন্য মতের দোষ দর্শন করা শুদ্ধদর্শনে নাই, কারণ শুদ্ধ-দর্শন সকল দর্শনের মূল। শুদ্ধ মহাত্মাগণ যথা নারদাদি আচার্য্য গণের দ্বারা বিহিত হইয়াছে যে ধর্ম্মার্থীগণ শুদ্ধমতাবলম্বী হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম সাধনার ও ব্রহ্মজ্ঞানের অনুরূপ মার্গ অনুষ্ঠান ও যোগপ্রণালী বিধান করা কর্ত্তব্য। এইজন্য শুদ্ধদর্শন অধিকারে বহু শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর এবং অপ্ উপাসক, বায়ু উপাসক, পৃথিবী উপাসক ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আছেন এবং ইঁহারা

সকলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরোদয় (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষলাভ, উন্নতি —highest prosperity) প্রার্থনা করেন। এইরূপ সহস্র সহস্র পূণ্যশ্লোক-অভিসংস্তুত মহাত্মা ইহাতে বর্ত্তমান আছেন। এই সকল পরেপ্সু ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ সাধকদিগের বন্দনার্হ।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক এই এই সাতটি লোক সপ্তকালক্রমে (in the course of seven ages) বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা সুখদুঃখাত্মক এবং ইহাদিগকে ভদ্র সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ভদ্র-লোকস্থিত শুদ্ধগণের পরমপদ শুদ্ধ[৮] লোকে। ইহার পর মহা-শুদ্ধ[৯] লোকে; মহাশুদ্ধপ্রাপ্তগণের নির্ম্মললোকে[১০]। নির্ম্মলের পর শব্দলোকে[১১]। এই ভদ্রাদি পাঁচটি লোকের প্রত্যেকটি সপ্ত-ক্রমবিবর্দ্ধিত (sevenfold in itself)। ইহাদের পর তিনটি লোক, যথা—বিন্দুলোক[১২], নাদলোক[১৩], আনন্দলোক[১৪]। ইহা নারদের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

স্বধর্ম্ম ব্যবসায়ী শুদ্ধগণ সকলেই যোগী। ইঁহারা সমস্ত লোকে কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বপ্রকার বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করেন ও সর্ব্বভাবযুক্ত হইয়া শাশ্বতের ভজনায় নিরত থাকিয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।”

(ইতি গোভিল বাক্যং সমাপ্তং)

উপরি উক্ত গোভিল বাক্যে দর্শন সমূহের এবং সকল দর্শনের মূল শুদ্ধ দর্শনের স্বরূপ অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দরভাবে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব এই সকল উক্তি অনুসারে অতঃপর যাহা বলা হইতেছে উহা যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ-মূলক বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত ও সম্মানিত হইবে আশা করা যায়।

একটি বৃহৎ অয়ঃকুট [লৌহপিণ্ড বিশেষ] অসংখ্য অণুর সমষ্টি মাত্র। এই সকল অণু একাত্ম-বিজ্ঞান-সাধনরূপ উত্তম স্নেহগুণের আশ্রয়ে [special property of cohesion inherent in every particle forming the mass) পরস্পর গ্রথিত (গুম্ফিত) থাকিয়া পিণ্ডাকারে বর্ত্তমান আছে। সমস্ত পরমাণুর (atoms) মধ্যে প্রত্যেক অণুরই সৃষ্ট্যাদি ব্যবসায়ে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের গুণ-মূলক শক্তি অনুসারে প্রত্যেক অণুর স্বভাব নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহাদের স্ব স্ব বিচিত্র শক্তির বিকাস ও তিরোধান (exhibition and obscuration or dormancy) অনুসারে ব্যবসায়েরও (function) বৈচিত্রতা ঘটিয়া থাকে। এই শক্তির বিকাশ অথবা তিরোধান পরমাণুর আত্ম-সমবধান অথবা অসমবধান মূলক জানিতে হইবে।

পুরুষের প্রতিনিধি পরমাত্মা, বহুভবন-সঙ্কল্প বিশিষ্ট লোক-জননীর (প্রকৃতি) সহিত পরিণীত হইলে আত্মা অণু ও বিভুরূপে

(atomic and monadic unfoldment) এবং প্রকৃতিও তাদৃশ (উভয়ভাবে) প্রকাশিতা (evolved) হয়েন। জগন্মাতা প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা (Soul of the 24 elements)। ইঁহার শক্তি ত্রিবিধা, যথা—দৈবী, এষা ও গুণময়ী। এই তিনটি একত্রে মায়া নামে অভিহিতা হয় এবং ইহাই মনুষ্য ও অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থকে (human and non-human) প্রবৃত্তি-পরা ও নিবৃত্তিপরা ধর্ম্মে (work) নিয়োজিত করে। পরমাত্মার শুদ্ধ ব্যবসায় বিজৃম্ভিত (filled with energy from the activity of the Supreme Self) আত্মীয় এবং প্রাকৃত অণু সকল দ্বারা লোক (worlds) সৃষ্ট হয়। লোক সকল যোগাত্মক (born of agglomeration) এবং প্রকৃতি ও আত্মার যোগে সৃষ্ট্যাদি ব্যবসায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই যোগ কেবল পরস্পর অনুরূপ শক্তিযুক্ত হইলে ব্যবসায়ক্ষম (endeavourworthy) হয়। যেমন কোন একটি অণুময় পিণ্ড (solid mass or lump of atoms) তাহার সমুদায় আকারকে অনুরূপ শক্তিযুক্ত অণুযোগে সুদৃঢ় রাখিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ স্বসৃষ্ট্যাদি ব্যবসায়ক্ষম হইতে পারে, সেইরূপ আমরাও ঐ যোগজ সমুদায় অণুসত্তাকে আলম্বন পূর্ব্বক স্বানুরূপ শক্তিযুক্ত হইয়া সংসার-দেহ-মণ্ডলে সর্ব্বার্থ, পরমার্থ, পরার্থ ও স্বার্থ বিষয়ক যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারূপে সম্পাদন করিয়া প্রতিক্ষণে অভিবর্দ্ধমান শুদ্ধ পরস্ব স্বরূপ ও তৎসহ স্বানুরূপ বিভূতিমস্ত হইয়া সুখী হইয়া থাকি।

ইহাই ভগবান সনৎকুমার ভগবদ্গীতার্থ সংগ্রহে বলিয়াছেন। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ঐ সকল শ্লোক এখানে দেওয়া হইল না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে একমাত্র শুদ্ধ দর্শনই আমাদিগকে সর্ব্বস্বভাবযুক্ত পরব্রহ্মের স্বরূপবিজ্ঞানের অনুশাসন প্রদান করে। অতএব ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে এই শুদ্ধদর্শন শুদ্ধ-ব্রহ্ম-স্বরূপ-জিজ্ঞাসু মাত্রেরই অধ্যয়ন করা উচিত। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমতাবলম্বী ও পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রিয় অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি কেহ এরূপ বলেন যে মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ আদি শাস্ত্র হইতে বিশুদ্ধ, শুদ্ধ প্রভৃতি পদগর্ভিত বাক্যসকল গ্রহণ করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব শুদ্ধ-ধর্ম্মনামা মত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এই অনুরোধ করি যে তিনি যেন ভাবিয়া দেখেন যে সৎ-অসৎ-বিমর্শনপর সাধু ও মহর্ষিগণ যাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে শুদ্ধ (Pure), বিশুদ্ধ (Innate Purity), শাশ্বত (Immortal), সনাতন (Eternal), ইত্যাদি পদগর্ভিত বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা বিশেষরূপে অনু-ধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে শুদ্ধধর্ম্ম নাম দিয়া কোন নূতন মতের আবিষ্কার করা হয় নাই। পরন্তু ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধ চিরাগত সনাতন ধর্ম্ম অতএব যাবতীয় ধর্ম্মমতের শীর্ষস্থানীয়। অধিকন্তু যাঁহারা সমগ্র শুদ্ধদর্শনশাস্ত্রবিজ্ঞাতা তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে এই সর্ব্বমূল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন সর্ব্বদর্শন-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের হৃদয়ে সংগোপনে সুরক্ষিত ছিল। এইজন্য

শুদ্ধগণ সম্যক জ্ঞাত আছেন যে ইহা সকল লোকে ও সকল সময়ে সিদ্ধমত ও সনাতন শাস্ত্র বলিয়া গণিত হইয়া আসিতেছে।

অনেকানেক শাস্ত্র হইতে স্পষ্টরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায় যে শুদ্ধদর্শন সকল ধর্ম্মের জীবভূত এবং এই দর্শনমতে শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মাই সমুপাস্য। এই আত্মা, এক, অক্ষর, বিশুদ্ধ, শুদ্ধ, পবিত্র, নির্ম্মল, সনাতন, শাশ্বত, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া থাকেন। শুদ্ধগণ এই সমস্ত বিশেষণের সমন্বয় দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানমূলক আত্ম-বিজ্ঞান লাভার্থ এই আত্মাকে নিজ নিজ দহরকুহরস্থিত (seated in the ether of the heart) সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বকল্যাণগুণোজ্জ্বল, পরব্রহ্ম-প্রতিনিধি, সর্ব্ব-ব্যাপক, সন্নিহিত সংসার-মহেশ্বর, সর্ব্বাপ্ততম, নির্গুণ, শুদ্ধ, ব্রহ্মস্বরূপ দেবতাজ্ঞানে সম্যক্ উপাসনা করেন।

শুদ্ধ দর্শনের শাস্ত্রীয়ত্ব সমর্থন।

শুদ্ধার্য্যগণ এই ব্রহ্মবিদ্যার সমর্থনার্থ বেদরাজ অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদ হইতে প্রমাণ দর্শাইয়া থাকেন। এই মুণ্ডক তিনভাগে বিভক্ত, যথা—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুণ্ডক। প্রত্যেক মুণ্ডকের আবার দুইটি করিয়া খণ্ড বিভাগ আছে। প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে নয়টি মন্ত্র আছে; ইহার তৃতীয় মন্ত্রের শেষ চরণে "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (অর্থাৎ—ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত [জগৎ]

বিশেষরূপে জ্ঞানগোচর হয়?) এই প্রশ্নদ্বারা গৃহস্থপ্রধান শৌনক, অঙ্গিরা ঋষির নিকট ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়াছিলেন। ইহার অভিপ্রায় এই,—বিবিধ (varied) ও বিচিত্র (strange) ব্যবসায়যুক্ত (functioned) জগতের স্বরূপ যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্বজগদ্বিজ্ঞানের কারণ-বস্তুর স্বরূপ বিজ্ঞানার্থ এই প্রশ্ন করেন। ইহার পরবর্ত্তী দুইটি মন্ত্রে একানেক বস্তুবিজ্ঞানাদি সাধন বিষয়ক সাঙ্গবিদ্যার স্বরূপ (অর্থাৎ পরা ও অপরাবিদ্যার স্বরূপ), তৎপরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে তত্ত্ববিদ্যা প্রতিপাদিত বিজ্ঞেয় আত্মানাত্ম বস্তুর স্বরূপ এবং শেষের দুইটি মন্ত্রে সর্ব্বসংসার স্বরূপ ঈশ্বর যিনি ভগবান অক্ষর আখ্যা প্রাপ্ত পঞ্চম-পুরুষ-প্রতিনিধি, যিনি জ্ঞানী, অজ্ঞানী, স্থাবর জঙ্গমের অন্তরাত্মা, তাঁহার স্বরূপ যথাবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে সর্ব্বকারণবস্তু-স্বরূপ-জিজ্ঞাসা বিষয়ে মহর্ষি অঙ্গিরা সংক্ষেপে কারণবস্তু-স্বরূপ-বিজ্ঞান-সাধন-বিদ্যার প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে ভগবান সনৎকুমার বলিয়াছেন যে, আত্ম-বিজ্ঞানই যে সর্ব্ববিজ্ঞানের কারণ স্বরূপ, ইহাই ভগবান্ ঋষি আঙ্গিরস তাঁহার যোগশক্তিদ্বারা জ্ঞাত হইয়া প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যা দুই প্রকার,—পরা ও অপরা; প্রথমটি আত্মমূলক ও দ্বিতীয়টি সংসারমূলক এবং এই উভয়ের প্রকার (variety) ও বিক্রম (order) বেদিতব্য।

অনন্তর প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যা-বিনীতদিগের (proficients in the sciences of higher and lower knowledge) স্বাধীনতা ও পরাধীনতা (bondage or dependence and freedom or independence) নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ত্রয়োদশটি মন্ত্র আছে। ভগবান সনৎকুমার এই মন্ত্রগুলির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ঃ—"বেদে স্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ এবং ত্যাগমূলক যজ্ঞরূপ কৃচ্ছ্র সাধ্য বহুপ্রকার কর্ম্ম ও উহা সাধনের জন্য নানাপ্রকার নিয়ম উক্ত হইয়াছে। এগুলি সকামী ব্যক্তিগণের বাসনার তত্ত্বনির্ণয়ার্থ ও পরিশেষে বিষয়ে বৈরাগ্যবান করিবার উপায় স্বরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে। ভাবিতাত্মা মুনিগণ কর্ম্মের ফল-কামনা হেয়জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। অজ্ঞানতিমিরান্ধ পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় ব্যক্তিগণ সর্ব্বমুল যোগরূপ সনাতন পরব্রহ্মকে জ্ঞানগোচর করিতে না পারিয়া ত্রিবিধ তাপে * পীড়িত হইয়া থাকে। এই বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ পূজাদি কর্ম্মদ্বারা দেবাদি বিগ্রহের সম্মান প্রদর্শন করে। ইহারা নিজ নিজ সংসারে ফলকামনা

---

* ত্রিবিধ তাপ ঃ—

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতে আধ্যাত্মিক, ভৌতিক তত্ত্বের স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতে আধিভৌতিক এবং ব্রহ্মশক্তির স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতে আধিদৈবিক তাপ উৎপন্ন হয়। এই ত্রিবিধ তাপযুক্ত ব্যক্তিকে মূঢ় সংজ্ঞা দত্ত হয়।

লোভ হেতু দীনত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় ইহাদের ব্যবসায় অপূর্ণ থাকে এবং স্বকীয় পূণ্য ক্ষীণ হইলে ইহারা পুনঃ সংসারে ফিরিয়া আইসে। তবে যদি স্ব স্ব ব্যবসায় শাশ্বত (abiding) ও সফল (fruitful) করিতে পারে তাহা হইলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। বিমূঢ় ব্যক্তি ব্রহ্মপথে অগ্রসর কালে যদি ব্যবসায় ভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে কামনার বশবর্ত্তী থাকা প্রযুক্ত, কর্ম্ম অসমাপ্ত থাকায় এবং হীনসত্ব হওয়ায় পুনর্ব্বার জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ ও নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের অসূর বলা হয়। অপর দিকে যাঁহারা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধা ও তপান্বিত, শান্ত, তাঁহারা শুদ্ধমার্গগামী হইয়া ব্রহ্ম সামীপ্য লাভ করেন। যিনি কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ লোক সকল (worlds) বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া নির্ব্বেদযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাকেই গুরু ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিবেন। এইরূপে অপরা বিদ্যার বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্ম্মপরায়ণ সাধকদিগের বেদ্য অপরা বিদ্যা"।

বন্ধই পরাধীনতার হেতু এবং ইহাই অপরা বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিদ্যা বিষয়ক দর্শনের প্রত্যেকটিতেই পরা ও অপরা উভয় বিদ্যার বিচার দ্বারা পরস্পরের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। যেমন উপনিষদ, ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রতিপাদ্য বিষয় অপরা বিদ্যা হইলেও উহারা তুলনাস্থলে পরা বিদ্যার বিচার সম্বলিত এবং এইজন্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। এই পরা বিদ্যার উল্লেখ না থাকিলে কেবল অপরা বিদ্যাদ্বারা

ইহাদের উপাদেয়ত্ব (উৎকৃষ্টতা) উপপাদিত (যুক্তিদ্বারা সমর্থিত) হইত না। পরাবিদ্যা-প্রতিপাদ্য-বিষয়ক দর্শনেও এই যুক্তি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রণবের সমাহার বোধক বা সমষ্টিগত অর্থ পরা বিদ্যাত্মক, কিন্তু ব্যষ্টি স্বরূপে মাত্রা বিভাগ করিলে প্রত্যেক শব্দের (অক্ষর, alphabet) পৃথক অর্থ অপরা বিদ্যাত্মক হইয়া থাকে। এই দুই বিদ্যার চতুর্ব্বিধ বিভাগের অধ্যয়ন-প্রকার শ্রুতি হইতে বিজ্ঞেয়। প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিদ্যা বিষয়ক স্বাধীন পরাধীন বিজ্ঞানের হেতু সংক্ষেপে নিরূপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে পরা বিদ্যা বিষয়ভূত অক্ষরাক্ষ্য সর্ব্বজগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ অভিবর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দশটি মন্ত্র আছে। ভগবান সনৎকুমার এইগুলির তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"যুক্তমানস, বিদ্বান, মহর্ষি অঙ্গিরস এই মুণ্ডকে পর-বিদ্যার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রুতিতে এই পর-বিদ্যার বিষয় (অর্থাৎ ব্রহ্ম) পঞ্চবিধ ভাবযুক্ত বলা হইয়াছে। প্রথম ভাব অক্ষর, যিনি জগতের কারণ। পঞ্চম পুরুষ, যিনি শুদ্ধ এবং একরূপে বিরাজমান; যিনি সমস্ত কারণের কারণ, আনন্দাত্মা, নিরাময়, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং পঞ্চমদেব সংজ্ঞিত; শ্রুতিতে এই পুরুষের আরও তিনটি স্বরূপ বর্ণিত আছে, যথা—[১] পরমাত্মা—যিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ, [২] আত্মা—যিনি তৃতীয়

এবং [৩] জীব—যিনি দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত। পুরুষই এই সমস্ত। তাঁহা হইতে সপ্তক্রমযুক্ত ত্রিতয়াত্মক লোক ও লোকেশগণ উৎপন্ন হইয়াছে। সত্য, শ্রদ্ধা, তপ, ব্রহ্মচর্য্য যাহা শুদ্ধ দর্শনে অবশ্য আচরনীয় বলিয়া স্তুত হইয়াছে, এ সমস্তই সেই পরাৎপর পুরুষ হইতে আগত। দেবাংশগণ ও দাসাদি অন্যান্য শ্রেণীর শুদ্ধ দর্শনাবলম্বী সাধকগণ যাহারা সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পয়স্ নামে প্রসিদ্ধ, ইহারা সকলেই এই পুরুষ হইতে আসিয়াছে এবং সত্যাদি ধর্ম্মনিষ্ঠা ইহাদের সাধনের দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে। এই পুরুষ অন্তরাত্মারূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করিতেছেন এবং ইঁহাকেই পরা বিদ্যা পাঁচ প্রকারে বর্ণনা করে। ইনিই পরমস্থান প্রেপ্সু মুমুক্ষুগণের সেব্য (পরম পুরুষ)।"

অনন্তর এই মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম খণ্ডোক্ত অন্তবাক্যে প্রতিপাদিত সর্ব্ব বিজ্ঞানের হেতু স্বরূপ পুরুষের বিবরণ ও পরাবিদ্যার স্বরূপ, তৎবিদ্যা-প্রবচন-প্রকার, তদবধেয় কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের স্বরূপ, পুরুষের অধিকরণ, তদুপাসনা সাধনোপায়, যোগরূপ প্রাপ্তির পূর্ব্বভাব অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং তদুপন্যস্ত বস্তুর স্বরূপ বিশেষরূপে অভিবর্ণিত আছে। ইহাতে দ্বাদশটি মন্ত্র আছে। ভগবান সনৎকুমার এইগুলির সংক্ষেপে এই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

"যিনি শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপ, পঞ্চভূতের গুণের দ্বারা বেদ্য,

যিনি মহৎ; যিনি হৃদয়ে সন্নিহিত, সর্ব্ববিজ্ঞানের কারণ স্বরূপ; যিনি সর্ব্বমূল, সর্ব্বভাবরূপ, সর্ব্বজীবন, সনাতন; সর্ব্বলোক যাঁহার গর্ভে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, পরাৎপর; শুদ্ধ ও যোগীগণ কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের দ্বারা যাঁহাতে এই জগৎ ওতপ্রোতভাবে স্থিত এইরূপ (সত্ত্বার) উপাসনা করে; যিনি প্রতি কোশে ভাত (দীপ্তিমান) ও কোশযোগীগণের দ্বারা সুসেব্য; যাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইলে নানাভাবত্ব নাশ হয়; যাঁহাকে যোগীগণ পুরুষ, পরমাত্মা, আত্মা, জীব, অক্ষর বলিয়া স্তুতিবাদ করেন; যিনি শাস্ত্রেও এই সকল আখ্যা দ্বারা স্তুতমান হইয়া থাকেন—এই অমৃতরূপ ব্রহ্মই পরবিদ্যা গৃহীত যোগ সাহায্যে মুমুক্ষুগণের একমাত্র উপাস্য।" ইহাই শুদ্ধধীসম্পন্ন অঙ্গিরস দ্বিতীয় মুণ্ডকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহা শুদ্ধগণ যাঁহারা আত্মকোবিদ তাঁহাদের পরম বেদ্য।

এই বিষয়ে ভগবান হংসযোগীর উক্তি এই :—"পরিপূর্ণ-করণ-কলেবর মানব জাতির (humanity in whom is the perfection of mind and body) হৃদয়াভ্যে সর্ব্বভূত-যোনি সংসার-ব্যবসায়-নায়ক পরমাত্মা বাস করেন। ইনি অক্ষরাক্ষ্য; ইনিই সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদাতা হইয়া থাকেন। পরমাত্ম-ব্যবসায়াধিকরণ হৃদয়পুণ্ডরীকে অন্নময়াদি ভিন্ন ভিন্ন কোশে বিজ্ঞেয় বিজাতীয় পুরুষের উপাসনা কালে তত্তৎ কোশ-সিংহাসনে তত্তৎরূপে চকাসিত [দীপ্ত] হয়।" ইহার তাৎপর্য্য

এই যে উপাস্যরূপে প্রতিকোশে ব্রহ্ম এইরূপ বিজ্ঞাত হইয়া থাকেন—

(১) 'অন্নই ব্রহ্ম' এই বিজ্ঞানযুক্ত পুরুষগণ অন্নময় কোশে অন্নাত্মক ব্রহ্মকে পক্ষি স্বরূপ (মুখ পক্ষ পুচ্ছ প্রভৃতি পঞ্চাবয়বযুক্ত) মনে করিয়া উপাসনা করেন; ইঁহারই নাম অক্ষর।

(২) এইরূপে প্রাণময় কোশে উপাসিত ব্রহ্মের নাম জীব।

(৩) চিত্তকোশে অর্থাৎ মনোময় কোশে ,, ,, ,, আত্মা।

(৪) বিজ্ঞানময় কোশে ,, ,, ,, পরমাত্মা।

এবং (৫) আনন্দময় কোশে উপাসিত পঞ্চম দেবের নাম পুরুষ।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের এইরূপ নামকরণ আছে। এই হেতু অক্ষরাখ্য পুরুষ যোগীগণের প্রথমেই বিজ্ঞেয় এবং সম্যক্ উপাস্য হইয়া থাকেন। অতএব উপরিউক্ত মুণ্ডক খণ্ডে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা এই পুরুষ যিনি অক্ষরাখ্য, সর্ব্বসন্নিহিত, সর্ব্ব সংসার-ব্যবসায়-সাধন-কর্ত্তা স্বরূপ, শুদ্ধ এবং (কোশযোগী-দিগের) বিজ্ঞেয়। অক্ষরাখ্য ব্রহ্মের পুরুষ এই প্রকার ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে এইরূপ সন্দেহ উদিত হওয়া উচিত নয় কারণ শ্রুতিতে ইহা অনুজ্ঞাত হইয়াছে যে যদিও কোশভেদে পুরুষাদি পাঁচটিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বর্ত্তমান আছে তথাপি ঐ পাঁচটিই যে কোন একটি ভাবের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত

হইতে পারে। অতএব ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। অপিচ, কোশ পঞ্চকের প্রত্যেকটি পঞ্চধা বিভক্ত ইহা শুদ্ধ-সময়-সিদ্ধ। অতএব এই অক্ষরাখ্য পুরুষ যিনি সর্ব্বশেষী (the ultimate that remains), হৃদয় কমলবাসী, সর্ব্বোত্তম মহেশ্বর, ইনিই মানবজাতির সম্যক্ উপাস্য বস্তু।

কোশ পঞ্চকের প্রত্যেকটি ব্যবসায় সাধনের পঞ্চ মহা সংহিতা স্বরূপ, এতদর্থে দ্বিতীয় মুণ্ডক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে উপাস্য বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক উহার উপাসনা সাধনাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দশটি মন্ত্র আছে। ভগবান সনৎকুমার ঐ গুলির এই অর্থ প্রদান করিয়াছেন :—

"ইহ সংসারে একমাত্র সনাতন ব্রহ্ম তাঁহার জগদ্ধাত্রী মায়ার সাহায্যে নানারূপে সর্ব্বত্র বিভাবিত হইয়া থাকেন। এইরূপ বিভাবন (manifestation, অনুভব, প্রকাশন, প্রতিষ্ঠা) জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া ও সমাহার (যোগ) দৃষ্টিতে ব্রহ্মে ঈশ ও ঈশিতব্য এই ভেদ দৃষ্ট হয় (are to be seen the dual distinctions of the Lord and the dependent)। এই দ্বৈত ভেদই মুনি অঙ্গিরস পক্ষি স্বরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি উত্তমরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মার যথার্থ বিজ্ঞান বিধুরা অধিকারীগণ স্বকীয় পরম ভাব না জানায় নিজ নিজ অসমর্থতার জন্য শোকান্বিত বা দুঃস্থ হইয়া থাকে। পরন্তু

শুদ্ধধর্ম্মবন্তগণ ও যোগীগণ যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও মহাত্মাগণ যাঁহারা ভগবান নারায়ণের দ্বারা যুগে যুগে শিক্ষিত হইয়া শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা আলোকিত হইয়াছেন তাঁহারা আত্মোপাসনার দ্বারা পরম ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করেন। ব্রহ্মবিদ্ গণের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যাঁহারা আত্ম-সংস্থিতি জনিত আত্যন্তিক আনন্দে বিভোর। তাঁহারাই ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্যলাভ করেন ("ত এব পরমং সাম্যং ভজন্তি ব্রহ্মণা সহ")। সত্যাদি ধর্ম্মনিরত, সংশিতব্রত ও ক্ষীণকল্মষ যতিগণ তাঁহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে মহৎ জ্যোতি দর্শন করেন। কর্ম্মাদির হেতুস্বরূপ (পথপ্রদর্শক) নিষ্কল (partless) বিশুদ্ধ (pure) জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সেই পরম দেব আত্মাকে অবলোকন করেন। এই সনাতন আত্মা, যিনি সর্ব্বলোকের (worlds) উৎপত্তির মূল এবং যিনি শুদ্ধ আকাশের অণু স্বরূপ (Who possesses the form of the atom of pure Akása) ইনি শুদ্ধতত্ত্বে বিরাজমান (shines as the Pure Element)। আত্মাকে যিনি সর্ব্বলোক-বিভূতিদাতা বলিয়া জানেন ও তাঁহার বিধিবৎ আরাধনা করেন তিনি পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

এখানে. এইগুলি বিজ্ঞেয়। প্রথম মন্ত্রে প্রকৃতির সহিত যোগ সঙ্ঘটিত পঞ্চমূর্ত্তি বিশিষ্ট সর্ব্বেশ্বর আত্মার সংস্থান ভেদ পক্ষি দৃষ্টান্ত মুখে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে অশুদ্ধ সত্ত্ব স্বভাববাণের দুঃখ সংস্থিতি ও শুদ্ধ সত্ত্ব স্বভাববাণের আনন্দ

যথাবৎ উপপাদিত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদের এই অংশের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহার মোটা মুটি ভাবার্থ এই ঃ—

"প্রেত, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি যোনিতে ক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু চক্রে অবিশ্রান্তভাবে ঘূর্ণায়মানকালে মানব জীবভাব প্রাপ্তির পর কদাচিৎ অনেক জন্মের কৃত শুদ্ধ ধর্ম্ম সঞ্চিত কর্ম্ম নিমিত্ত কোন এক পরম কারুণিকের (Lord of Compassion) দ্বারা যোগমার্গে পরিচালিত হয় ও ইহার ফলে যথাকালে অহিংসা (abstaining from harm), সত্য (truthfulness), ব্রহ্মচর্য্য (chastity), সর্ব্বত্যাগ (complete renunciation), শম (tranquility), দম (restraint) ইত্যাদি সম্পন্ন ও সমাহিতাত্মা হইয়া নানা প্রকার যোগমার্গে অধিষ্ঠান ও কর্ম্মদ্বারা উপযুক্ততা লাভ করেন এবং ধ্যান মার্গে বৃক্ষোপাধিলক্ষণ হইতে বিলক্ষণ (বিভিন্ন, অসাধারণ) ঈশ্বরকে দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি অসংসারী, অশন পিপাসা শোক মোহ জরা মৃত্যুর অতীত (পরম) ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন করেন। আরও তিনি দেখেন,—'আমি এই সমস্ত জগতের আত্মা, সকলের পক্ষেই সমান, সর্ব্বভূতস্থ, অবিদ্যা জনিত উপাধি পরিচ্ছিন্ন মায়াত্মক " নহি।' তিনি স্বীয় বিভূতি ও মহিমা বিজ্ঞাত হইয়া দেখেন,—'এই জগৎ আমারই অভিব্যাপ্তি, আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের'

(the world is my expression, of me, the Supreme Lord)। এইরূপ যখন দেখেন তখন সকল প্রকার শোক সাগর হইতে মুক্ত হইয়া কৃত কৃত্য হইয়া থাকেন।"

এখানে ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের 'কেনচিৎ পরম কারুণিকেন' এই বাক্য দ্বারা শুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্কল্পাধিকারী যোগীশ্বর ভগবান নারায়ণ ঋষি সংসূচিত (সম্যক্ জ্ঞাপিত) হইয়াছেন। ইনি কালানুগুণ যোগব্রহ্মবিদ্যা উপদেশার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইনি ব্যতীত পরম কারুণিক পদবাচ্য আর কে হইতে পারেন? ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে অহিংসা, সত্য প্রভৃতি এবং অনসূয়া, দয়া প্রভৃতি অষ্ট প্রকার আত্মগুণের উল্লেখ হেতু শুদ্ধ দর্শন সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে। সমাহিতাত্মা হইয়া এই বাক্যে সমস্ত অধিকারী বৃন্দের শুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষিতত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য ভাষ্যকারদিগের বাক্য দ্বারাও শুদ্ধ-ধর্ম্ম-দর্শনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহার পর, তৃতীয় মন্ত্রে শুদ্ধগণের উপাস্য আত্মার স্বরূপ, তদ্বিজ্ঞান ফল, সামীপ্যবাদ ও পরম সাম্য উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদন্তর, চতুর্থ মন্ত্রে অধিকারীগণের আত্মজ্ঞানের পূর্ণতা বশতঃ শ্রেষ্ঠত্ব প্রশংসিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী তিনটি মন্ত্রে আত্মবিদ্‌গণের কর্ত্তব্য যথাবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্রে আত্মার স্বরূপ (nature) এবং শেষ মন্ত্রে আত্মবিজ্ঞানীদের সর্ব্বাবাপ্তিলক্ষণ ফল

(description of the fruit of all achievement which is in store for the knowers of the Self) ও তাঁহাদের উত্তমত্ব হেতু পূজ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে মুমুক্ষুগণের স্বরূপ, আত্মজ্ঞান সাধনের প্রশস্ত উপায়, মোক্ষের স্বরূপ, উদাহরণ সহ দিব্য ভাব প্রাপ্তিরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ, নারায়ণ পরায়ণ শুদ্ধগণের ব্রহ্ম বিদ্যার বিশেষ অধিকার নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে একাদশটি মন্ত্র আছে। ভগবান সনৎ-কুমার এই মন্ত্রগুলির সংক্ষেপে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন :—

"এখানে বলা হইয়াছে যে যতাত্মা শুদ্ধগণ যাঁহারা তীর্ণ শুক্র অর্থাৎ শুক্রকে অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই মুক্ত বলিয়া সম্যক্ উদাহৃত হইয়াছেন। এই শুক্র সর্ব্বমূল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং শ্রুতিতে ইহা ত্রিবিধ বলা হইয়াছে, যথা—(১) প্রাকৃত, (২) আত্মীয়, এবং (৩) ব্রাহ্ম। যাহা সর্ব্ব-সংসার-বীজ তাহাকে প্রাকৃত শুক্র, যাহা অক্ষর (Imperishable) ও শুদ্ধ (pure) তাহাকে আত্মীয় শুক্র ও যাহা সর্ব্বাতীত (All-transcendent), সর্ব্বমূল (the fundamental source), সর্ব্বভাব (the all-natural), সমাহিত (সাক্ষাদাত্মভাবে বর্ত্তমান, the primordial), শুদ্ধ (the absolute), সৎ (the eternally true) এবং

পরম (the Supreme) তাহাকে ব্রাহ্ম শুক্র বলে। দৃষ্টি দ্বারা শুক্রকে অতিক্রম (transcend) করিলে উহা দিব্যভাব (divineness) প্রদায়ক ও অধোদৃষ্টি দ্বারা অতিক্রম (crossing) করিলে আসুরভাব (malefic propensities) প্রদায়ক হয় এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা অতিক্রম করিলে ব্রহ্ম ব্যবসায়দ হয় অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপ ব্রহ্মশক্তি প্রদায়ক হয়। শুদ্ধ দর্শন রহস্য বিজ্ঞাতাগণ সেই পরম তত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকেন এবং যাহারা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত হ'ন তাঁহারা পরম পদের জ্ঞানলাভ করেন এবং উক্ত জ্ঞান সাহায্যে পরম প্রভুকে দর্শন করেন। তপস্যা ও সমাধিযোগ দ্বারা বিশুদ্ধ, সর্ব্বভাবন, উভয় বিদ্যার মধ্যে পরবিদ্যা বিচক্ষণ, সন্যাস ও ত্যাগদ্বারা সংশুদ্ধ সত্য বীজের বর্দ্ধক, নিয়তাত্মা, ওজস্বী, বলবান, নিশ্চিতক্রিয় এমন যে অধিকারী স্বয়ং ব্রহ্ম-শুক্র-সংস্থান-সামীপ্য প্রাপ্ত হয়েন ও এই অবস্থায় নাম রূপের অতীত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব-সাংসারিক জীবনের গৌরবাদি (graces) পরিত্যাগ করেন এবং পর প্রকৃতি সম্ভূত বিগ্রহ (দেহ) ধারণ পূর্ব্বক শুদ্ধধীসম্পন্ন ও মহান হইয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করেন যাহা তাঁহাকে শুদ্ধ কৈবল্যপদ প্রদান করে। ইহার পর মুক্তিপ্রদ জীব ব্যবসায় (striving dedicated to the Self in embodiment) স্বীকার করেন ও তৎপরে ক্রমশঃ আত্মীয় ব্যবসায়, পরমাত্মীয়

ব্যবসায় এবং পরিশেষে পৌরুষ ব্যবসায় স্বীকার করেন ও শুদ্ধ কর্ম্মপর ও শান্ত হইয়া ব্রহ্ম সামীপ্য লাভ করেন। যিনি শুক্র ভাবনা জাত (meditation on the seed cause) বানুরূপ বিভূতিমান (powers that accord with one's own nature) হ'ন তিনিই শ্রীমান, যোগী ও পরম গুরু হইয়া থাকেন। মুডি শব্দ শুদ্ধ্যর্থ বাচক (purification or clearing up); শোধন (clearing up and analysing) করে বলিয়া এই শ্রুতির মুণ্ডক নাম দেওয়া হইয়াছে। আঙ্গিরস বলেন অথর্ব্ব বেদীয় এই উপনিষদটি রাজবিদ্যা স্থানীয়, হংস পদাভিসিক্ত পুরুষপ্রবরগণের ভোগ্য এবং মহা অর্থদ; ইহা অনুবন্ধ চতুষ্টয়যুক্ত, শুদ্ধগণের সম্যক্ শিক্ষার দর্শনশাস্ত্র। শুদ্ধযোগব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক ব্রহ্ম সংস্থিতি দায়িনী মুণ্ডক শ্রুতি শুদ্ধগণের বিজ্ঞেয়, অতএব ইহা সাদরে পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

উল্লিখিত ভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে পুরাকালে সূরগণ যাঁহারা শুদ্ধাচার্য্যগণের উপদেশাবলি সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও মুণ্ডক শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে এই উপনিষদখানি শুদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব শুদ্ধদর্শন শাস্ত্র সম্মত অর্থাৎ ইহা অস্মৎকৃত কোন নূতন উদ্ভাবিত বা অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মমত নহে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগাচার্য্যগণের উক্তি হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভগবান নারায়ণ ঋষিই একমাত্র শুদ্ধদর্শন-শাসনকর্ত্তা, শুদ্ধ-সঙ্কল্পাধিকারী ও যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যাচার্য্য-পরম্পরাগত পরা অধিষ্ঠাতা। ইনিই বদরীবননাথ এবং পূর্ব্বসূরিগণ, মহর্ষি নারদ, ভগবান শঙ্কর প্রভৃতি ইঁহাকেই সম্যক্ উপাসনা করিতেন। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে ভিন্ন ভিন্ন দিব্যভাববিগ্রহ-স্বীকৃত তত্ত্বদর্শন প্রবর্ত্তকগণ, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বাশয় জ্ঞাপক মহাত্মাগণ যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা ছিলেন তাঁহারাও যে শুদ্ধ-যোগ-ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের রহস্যার্থবেত্তা এবং উহার উপদেষ্টা ছিলেন ইহার সম্যক্ প্রমাণ পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্য হইতে পাওয়া যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পাদ কারিকার প্রথম মঙ্গলশ্লোকের শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যান অবসরে আচার্য্য আনন্দগিরি বলেন,—"শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যস্য নারায়ণ প্রসাদতঃ প্রতিপন্নান্ মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরামপি শ্লোকানাচার্য্য প্রণীতান্ ব্যাচিখ্যাসু ভগবান্ ভাষ্যকারঃ"—অর্থাৎ, ভগবান ভাষ্যকার (শঙ্কর) আচার্য্য গৌড়পাদের শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান মানসে জ্ঞাপন করিতেছেন যে ঐ ব্যাখ্যা নারায়ণের প্রসাদে তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত (ব্যক্তীকৃত, নবপ্রকাশিত) হইয়াছিল। এস্থলে অবধেয় এই ঃ—যে ভগবান পরমপুরুষ, সংসার প্রবর্ত্তক, সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী এবং যিনি নারায়ণ সংজ্ঞিত, তাঁহার প্রসাদে ঐ ব্যাখ্যা নিঃসৃত হইয়াছিল, ইহা বলা যাইতে পারে

নারায়ণের প্রথমাচার্য্যত্ব সমর্থন।

না। কারণ ইহা হইলে উপাস্য উপাসক ভাব শশ-বিষাণ দৃষ্টান্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। অধিকন্তু, শ্রীগৌড়-পাদাচার্য্য স্বচিকীর্ষিত শ্লোকসম্ভবের হৈতু সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া এরূপ ধারণা হৃদয়ে কখন পোষণ করিতে পারেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই উপাস্য উপাসক ভাবের সহিত শশ-বিষাণ-সোদরত্ব সম্বন্ধের সম্ভাবনা প্রমাণিত হইতেছে, যেহেতু আচার্য্য গৌড়পাদ মনুষ্যলোকস্থ (was one among men) এবং নারায়ণ তৎপরস্থ বা তদতীত অবস্থাগত (the transcen-dent)। অতএব ইহা নিশ্চয়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে সেই পর নারায়ণ প্রতিনিধি যাঁহার নাম নর-নারায়ণ (ঋষি) যিনি "পরম কারুণিক," যিনি শ্রীযোগদেবীশ্বর, যিনি শ্রুতি ইতিহাস পুরাণাদিতে সংস্তুত, যাঁহার চরণ-নলিন নারদাদি সিদ্ধ মহর্ষি সঙ্ঘে স্তূয়মান হয়; যাঁহাকে ব্যাসাদি মহর্ষিবর্গ, সর্ব্বজগদভ্যুদয় হেতু শাস্ত্র প্রবর্ত্তকগণ, পর প্রেপ্সুগণ, হিমালয়ে তপশ্চরণ পূর্ব্বক শুদ্ধধ্যান-প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন; এবং ইহার ফল স্বরূপ যাঁহারা শুদ্ধ, পূর্ণ, দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন, পরিগণিত শুদ্ধ আত্মগুণ ভূষিত, বিজ্ঞাতার্থ পঞ্চক, শাস্ত্র ও বিদ্যাচার্য্য হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব সূরিগণ ও বিদ্যারণ্য প্রভৃতি অন্যান্য মুনি ও মহাত্মাবর্গ এবং গৌড়পাদাচার্য্য পরম্পরাগত মহর্ষিগণ সকলেই সেই একমাত্র ঋষি নারায়ণকে, প্রথম গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এইরূপে ঋষি নারায়ণের যোগ-ব্রহ্মবিদ্যাচার্য্যত্ব সর্ব্বসময় সিদ্ধ (admitted by all systems)

বলিয়া বিজ্ঞাত আছে। বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীগৌড় পাদাচার্য্য প্রভৃতি ও তৎপরবর্ত্তী মহর্ষিগণ, নারায়ণ প্রতিনিধি (Representative of Narayana the Transcendent) নর-নারায়ণ দেবের শুদ্ধ-কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-সাধন দ্বারা-সম্যক্ উপাসনা পূর্ব্বক নিজ নিজ বিজ্ঞানের (spiritual insight) বিকাশ দ্বারা আত্মযোগ (communion of the Self) লাভ করতঃ ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত ও সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সকল পূর্ব্বাচার্য্যগণ পরপ্রাপ্তি সাধনের জন্য অন্যান্য সাধন প্রণালীর মধ্যে এক শুদ্ধ-কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-সাধন প্রণালীকে বা শুদ্ধ মার্গের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় যে গৌড়পাদ কারিকার দুইটি মঙ্গল শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীশঙ্কর ভগবৎপাদাচার্য্য সর্ব্ব সমাহার যোগ স্বরূপ ব্রহ্মের তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পাদ বা শুদ্ধ যোগ পাদের স্তুতি করিয়াছেন এবং এই স্থলে আচার্য্য আনন্দ গিরি তাঁহার টীকায় বলিতেছেন :—

"শুদ্ধানন্দ পদাম্ভোজ দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বতাস্পদম্।
নমস্কুর্বে পুরস্কর্তুং তত্ত্বজ্ঞান মহোদয়ম্ ॥"

তত্ত্বজ্ঞান মহোদয়ের জন্য (to behold the dawn of true knowledge) আমি শুদ্ধানন্দ (immaculate bliss) পদাম্ভোজে (the two lotus feet), অর্থাৎ যে পদ একত্বের আস্পদ (the abode of oneness or unity),

ঐ পাদপদ্মে সম্মান সহকারে নমস্কার করি ((I bow unto)। ইহার ভাবার্থ এই যে, আনন্দ গিরির অর্থ বিশারদ ছাত্রেরা বলেন প্রথম শ্লোকে সঙ্কল্পনায়ক (Lord of the worlds) শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্লোকে গৌড় পাদের শুদ্ধানন্দ নামা আচার্য্যকে স্তুতিবাদ দ্বারা প্রশংসা করা হইয়াছে। ইনি শুদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হেতু ইঁহার নাম শুদ্ধানন্দ ছিল। পুনশ্চ, বেদান্ত দেশিকও এই মর্ম্মে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"যেনাবাস্থমিদং সর্বং চেতনাচেতনাত্মকম্।
বিশুদ্ধ সদ্‌গুণৌঘং তং বাসুদেব মুপাস্মহে।"

এই শ্লোকটি ঈশাবাস্যোপনিষদের ভাষ্যারম্ভে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে চেতনাচেতনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত বিশুদ্ধ সদ্‌গুণৌঘ বাসুদেবকে আমি উপাসনা করিতেছি। এখানে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বাসুদেব অভিষ্টুত হইয়াছেন। শ্রীভগবদ্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও (নর-নারায়ণ ধর্ম্মাধ্যায়ে) এইরূপ অর্থবোধক শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

"শুদ্ধাভিজন সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা।
মদ্‌ভক্ত্যা চ দ্বিজশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্॥
তস্মাজ্ জ্ঞানেন শুদ্ধেন প্রসন্নাত্মাত্মবিচ্ছুচিঃ।
আসাদয়তি তদ্ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচতি॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে শুদ্ধ অভিজন (বংশ, কুল, খ্যাতি) সম্পন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে প্রসন্নাত্মা, আত্মবিৎ, শুচিমান ব্যক্তি, শুদ্ধজ্ঞান সাহায্যে সেই ব্রহ্মের নিকট পঁহুছান যাঁহার নিকট যাইলে শোক হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের বচন হইতে ভুরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে শুদ্ধ-ধর্ম্ম মণ্ডলের প্রচলিত শুদ্ধ-কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারা সকলেই শুদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে পূর্ব্ব সূরিগণ শুদ্ধ-দর্শন রহস্যোপদেশের পরিবর্ত্তে কি জন্য অদ্বৈতাদি শাস্ত্র বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন ও প্রমাণাভাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা শুদ্ধ দর্শন সংসিদ্ধ যোগাভ্যাসই বা কেন করিতেন না। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ ধারণা বা আশঙ্কা আমাদের অজ্ঞতামূলক। কারণ কালদেশস্বরূপানুরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া বা প্রচার করা তদানিন্তন ধর্ম্মাচার্য্য গণের কার্য্য ছিল। অধিকন্তু ঐ সকল আচার্য্যগণের জীবনি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহারা সকলেই যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রকৃত আধার ও অধিকারী ছিলেন। ইহার অন্যথা হইলে কেমন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টদেব অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকার, পরকায় প্রবেশ, অণিমাদি সিদ্ধি ও

জাতিস্মরত্বাদি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন ? অতএব আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদের প্রথমতঃ জানা উচিত যে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাসাদি শাস্ত্রের রহস্যার্থবেত্তা মহর্ষিগণ, যথা শঙ্কর প্রভৃতি পূর্ব্ব সূরিগণ, ব্রহ্মের স্বরূপবিজ্ঞান সাধনাত্মক কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগ বিষয়ক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রচারের সহিত পবিত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান রহস্য প্রণালী যাহা তাঁহারা গোপনে হৃদয়াভ্যন্তরে পোষণ করিতেন ও যাহার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অলৌকিক, পূর্ণ, দিব্য, যোগশক্তি প্রয়োজন মাত্র লোক হিতার্থ প্রকটিত করিতেন, সেই ব্রহ্মবুভুৎসা বেদ্য স্বহৃদয় গোপ্য অলৌকিক আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সকলের ব্যাখ্যা সাধারণের নিকট প্রচার করেন নাই। পরন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষিগণ সংশিষ্য-লক্ষণ-লক্ষিত পুষ্কলাত্মগুণযুক্ত অধিকারীদিগের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবায় সন্তোষলাভ পূর্ব্বক ইঁহাদের যোগ্যতানুসারে ঐ সকল গুপ্ত রহস্য অকপটভাবে প্রকাশ করিতেন। অতএব শুদ্ধার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে ঋষি নারায়ণের অনুগ্রহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাবর্গ নিজ নিজ স্বরূপানুরূপ শুদ্ধ কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সেই শুদ্ধ পরব্রহ্মের সম্যক্ উপাসনা করিতেন।

॥ ओं नमः श्रीपरमर्षिभ्यो योगिभ्यः ॥

সনাতন ধর্ম্ম দীপিকা।

(১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ১ম পটল)

নারায়ণ উবাচ—

* *　　　　* *　　　　* *

জ্ঞানেচ্ছা কর্মণাঞ্চৈব সমাহারস্য বা পুনঃ।
সর্বাভ্যুদয়রূপশ্চ ধর্ম ইত্যুচ্যতে ময়া ॥১৪৩

ইংরাজী অনুবাদ (উদ্ধৃত)

143). I declare that dharma is but the universally auspicious aspect of cognition, desire, action and their summation.

কাঙ্ক্ষতাং কর্মণাং সিদ্ধিং যজতাং দেবতাঃ সদা।
জ্ঞানিনাং যোগিনাঞ্চৈব জনানাং নিয়তাত্মনাম্ ॥১৪৪

জ্ঞানাদীনি চ চত্বারি সাধনানি ভবন্ত্যতঃ।
এষামভ্যুদয়াত্মা হি ধর্মঃ সেব্যো মনীষিভিঃ ॥১৪৫

জ্ঞানাদীনাঞ্চতুর্ণাং হি রক্ষ্যত্বাচ্চ মহর্ষয়ঃ।
রক্ষকত্বাচ্চ ধর্মস্য স্যাদভেদস্তয়োর্মতঃ ॥১৪৬

144-5). Hence, cognition and the rest are the four-fold Means to those who desire the perfect fruition of actions, to those who offer worship even to the gods, to the jnanis, yogis and other men of restrained selves. The wise should ever practise the dharma that forms the beneficient aspect of all these.

146). The Means and the End are verily identical because cognition and the rest are the objects *protected* and dharma occupies the position of *protector*.

তস্মাত্তেষাং চতুর্ণাং হি জ্ঞানাদীনাং মুনীশ্বরাঃ।
স্যাৎকর্মব্যবহারশ্চ ততো ধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥১৪৭

সর্বতঃ সৎকৃতঃসদ্ভিভূতি প্রকর কারণম্।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ যো ধর্মস্তং ব্যবস্যতি ॥১৪৮

লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ।
ধর্মস্য নিষ্ঠা হ্যাচারস্তমেবাশ্রিত্য চাবসেৎ ॥১৪৯

147). So, cognition and the other three are denominated as but dharma : and hence, dharma is said to be fourfold.

148). One should seek to realize that dharma since it is the source of good to all beings, since it is held in high reverence by the good and since it has the sanction of our own hearts.

149). Dharma is prescribed for men with no other view than that of helping on the evolution of the world. Dharma is based on right conduct : so men should live in consonance with it.

ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ পরিদৃশ্যতে।
পুরুষাণাং স্বভাবশ্চ যথাচারস্তথা ভবেৎ ॥১৫০

ন ধর্মঃ পরিপাঠেন শক্যো ভবতি বেদিতুম্।
অন্যো ধর্মঃ সমস্থস্য বিষমস্থস্য চাপরঃ ॥১৫১

দৃশ্যতে ধর্মরূপেণ হ্যধর্মঃ প্রাকৃতশ্চরন্।
ধর্মশ্চাধর্মরূপেণ কশ্চিদপ্রাকৃতশ্চরন্ ॥১৫২

150). No one rule of life has been known to apply with profit to all. It should vary with and adapt itself to the varying nature of man.

151). It is hopeless to master the mysteries of dharma by a dry study of the Vedas For, the dharma of him who walks in the path of Righteousness is utterly different from that of him who walks in the path of Unrighteousness.

152). Adharma appears as dharma when it is followed by the worldly ; while dnarma appeare as adharma when it is followed by the spiritual.

পুনরস্য প্রমাণং হি নির্দিষ্টং শাস্ত্র কোবিদৈঃ।
বেদবাদাশ্চানুযুগং হ্রসন্তীতি হি বুধ্যতে ॥১৫৩

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
যুগশ্চ কালভেদঃ স্যাদিতি বেদবিদাং মতম্॥১৫৪

ধর্মস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তশ্চাত্মীয়ো লৌকিকস্তথা।
সনাতনস্তু চাত্মীয়ো ধর্মঃ স্যাদিতি নির্ণয়ঃ ॥১৫৫

অশাশ্বতো লৌকিকঃ স্যাদ্ভিন্নশ্চায়ং যথাযুগম্।
শাশ্বতস্ত্বেকরূপঃ স্যাৎ সোঽয়ং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১৫৬

153). Again, the canons of dharma have been thus laid down by proficients in the Shastras: the knowledge of the Vedic doctrines gradually wanes with each succeeding yuga.

154). Krita, Treta, Dwapara and Kali are the names of the four yugas; and a yuga is a cycle of time according to the teachers of the Vedas.

155-6). Dharma is said to be twofold—spiritual and worldly. The former has been declared to be primeval while the latter is impermanent and changes with every yuga. The ancient and eternal dharma is one and uniform.

অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে ধর্মাঃ যথাশক্তি বিনির্মিতাঃ ॥১৫৭

বর্ণাশ্রমাণাং ধর্মাশ্চ সর্বকালেষু যোগিনঃ।
নৈকরূপা ভবন্তীতি বদন্তীহ মহর্ষয়ঃ ॥১৫৮

বৃথাভিমানতঃ প্রোক্তা ধর্মাঃ প্রাচীন বৈদিকৈঃ।
কলিকাল জনানাং হি ন তেঽভ্যুদয় হেতবঃ ॥১৫৯

157). Different indeed are the dharmas that hold during the Krita, the Treta, the Dwapara and the Kali yugas; for, they have been modified according to the changing capacities of men.

158). The great sages declare that the dharmas of the various castes and orders do not retain the same form in all times.

159). The followers of the old Vaidika school bigotedly hold fast to one set of dharmas but they are productive of no good to the men of Kali yuga.

যেন লোকাঃ সমস্তাশ্চ সুখিনঃ স্যুর্নিরাময়াঃ।
স ধর্মঃ পরমো জ্ঞেয়ঃ চিন্তয়ন্তু মুনীশ্বরাঃ ॥১৬০

সুখসাধনমার্গৌ দ্বৌ বক্তব্যৌ লোকরক্ষকৈঃ।
আত্মীয়ং হি সুখন্ত্বেকমপরং লৌকিকং মতম্ ॥১৬১

* *　　　　* *　　　　* *

হংসযোগী উবাচ—

দেবদেব জগন্নাথ নমস্তে ধর্মসেতবে।
সংশয়ং ছিন্দি ভগবন্ যো মে মনসি বর্ততে ॥১৬৪

160). The highest and the most excellent dharma is that by which all the worlds enjoy happiness and freedom from misery : reflect well upon this, ye sages.

161). Those who would watch over the welfare of the world should proclaim among men but two paths to the attainment of happiness—spiritual and worldly.

164). Salutations to you, Lord of the Universe! Lord of devas, guardian wall of dharma! I pray you to clear the doubt that clouds my mind.

বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মাশ্চ সেব্যাঃ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
অসেবমানাস্তং ধর্ম্মং নিন্দ্যন্তে শ্রুতিভিঃ প্রভো ॥১৬৭

* *　　　* *　　　* *

চাতুর্বর্ণ্য পরিত্রাণং কার্য্যং স্যাদ্ভবতাঽধুনা।
এবং স্থিতে ভবান্ কস্মান্নাশস্তেষাং চিকীর্ষতি ॥১৬৮

* *　　　* *　　　* *

165). The maharshis have taught us that the dharmas of the castes and orders are to be followed; failing which, we come under the condemnation of the holy Scriptures.

168). Hence, it behoves you, Lord, to take steps now for the protection of the four castes. In these circumstances, how can *you* desire to bring about the utter destruction of those social institutions?

ধর্মশ্চোৎস্বেল্লতি হন্ত বচনাত্তবতঃ প্রভো।
তত্ত্বজিজ্ঞাসয়া হ্যেবং পৃষ্ঠস্ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥১৭১

* * * * * *

তস্মাদ্বর্ণাশ্রমাণাং হি ধর্মান্ স্থাপয় শাশ্বতান্।
অন্যথা ভবতে ধর্মো যথা যো রোচতে বিভো ॥১৭৩

তথা ধর্মস্থাপনং হি সাংপ্রতং কর্তুমর্হসি।
আনন্দিনো যথা সন্তঃ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥১৭৪

171). Verily the noble edifice of dharma will topple down if your views are given effect to. Pardon me Lord, I put this question to you only out of a desire to know the truth.

173). Hence, re-establish the ancient dharma of castes and orders, or any other dharma that seems to you right and good.

174). In a word, I pray you to establish among men such a dharma at present as will conduce to the perfect happiness and peace among men in this Kali yuga..

* *　　　　* *　　　　* *

নারায়ণ উবাচ—

জীর্ণাগার পরিষ্কারাৎ গৃহান্তরকৃতির্বরা।
তথা প্রাচীন ধর্মাণাং রক্ষণাদপি সাংপ্রতম্॥১৭৮

পরং ধর্মমণ্ডলঞ্চ স্থাপয়াম্যহমদ্য*বঃ।
যেন লোকাঃ সমস্তাশ্চ প্রাপ্নুয়ুঃ সুখমুত্তম্॥১৭৯

* *　　　　* *　　　　* *

মণ্ডলং শুদ্ধ ধমাখ্যং স্থাপয়ামি মহর্ময়ঃ।
সনাতন মিদং দিব্যং প্রতিকল্পং ব্যবস্থিতম্॥১৮১

178-9). "Better build a new house," said He, "than repair a ruined one. Even so, I would rather inaugurate a noble dharma-mandala than preserve old effete dharmas: for, I am sure that the worlds will attain perfect happiness thereby."

181). I will re-establish the Organization named Shuddha-Dharma Mandala. It is as old as Time, excellent and makes its appearance with each kalpa.

---

* বৈশাখ মাসের কোন একটি পূর্ণিমা তিথিতে। মূল গ্রন্থের ১৮০ শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে।

রহস্যং সর্বলোকেষু গুপ্তং লোকাধিকারিভিঃ।
আবশ্যকং হি সর্বেষাং সর্বকালেষু যোগিনঃ ॥১৮২

শুদ্ধ ধর্মো ব্রহ্ম ধর্মশ্চার্ষ ধর্মঃসনাতনঃ।
তথাবতার ধর্মশ্চেত্যুচ্যতে মণ্ডলস্ত্বিদম্ ॥১৮৩

* * * * * *

হিমালয়ো হ্যধিষ্ঠানমুক্তাঃ পূর্বেঽধিকারিণঃ।*
বিদ্যা ষড়ক্ষরী প্রোক্তা দেবতাঽঽত্মা সনাতনঃ ॥২১২

182). It is secretly and carefully guarded in all the worlds by the Regents thereof: Yogis! it is supremely important and necessary to all in all times.

183). This Mandala is known by the names of Shuddha-dharma, Brahma-dharma, Arsha-dharma, Sanâtana-dharma and Avâtara-dharma.

212). The Himalayas forms the Head Quarters of the Mandala: the above personages are the hierarchs: the science to be studied is the six-lettered mantra: the eternal Atman is its deity.

---

* গুহ্যবিদ্যালহরী ১ম খণ্ড, অবতরণিকাতে ইঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

লোকাভ্যুদয়দং কর্ম দাসকার্য্যমনুত্তমম্ ।
নরনারায়ণো দেবো বিশালে বদরীবনে ॥২১৩

শুদ্ধধর্মঃ স্থাপনায় হ্যায়াতোঽহং মহর্ষয়ঃ ।
উপাসতে দক্ষিণস্থা হ্যুত্তরস্থাশ্চ সর্বদা ॥২১৪

আর্ষো ব্রাহ্মশ্চ দৈবশ্চ লৌকিকশ্চ তথাপরঃ ।
সঙ্কল্পো মেঽত্র চত্বারঃ শুদ্ধধর্মস্য বর্ধকাঃ ॥২১৫

চত্বারো মনবস্ত্বত্র সন্তি লোকস্য রক্ষকাঃ ।
চতুরঃ পুরুষার্থাংশ্চ প্রার্থয়ন্ত্যত্র মানবাঃ ॥২১৬

213-4). And its work is noble service to humanity, conducive to their welfare and good. I have come down to this spacious Badaree-vana as Nara-Narayana, to establish the Shuddha-dharma. It is followed by the followers of the Southern and the Northern Paths.

215). Four-fold is my plan—Brahma, Daiva, Arsha and Loukika ——that fosters the growth of the Shuddha-dharma.

216). Four are the Manus, the guardians of the earth. Four are the Purusarthas men realise down here.

সপ্তলোকাৎপরো লোকঃ শুদ্ধলোকঃ স উচ্যতে।
তত্রাপি সপ্তলোকাঃ স্যুঃ পূর্ববচ্চ তথামতাঃ ॥২১৭

* * * * * *

নারায়ণো ভবাম্যদ্য শুদ্ধসঙ্কল্পনায়কঃ।
বক্ষ্যামি মম সিদ্ধান্তং সর্বসংসারিজীবনম্ ॥২৫২

কালপ্রভাবতঃ সিদ্ধাঃ নৈব ভেদো নৃণাঙ্কলৌ।
ঐকমত্যং সমাপন্নাঃ সংস্কারত্রয়ভূষিতাঃ ॥২৫৩

217). Beyond the seven worlds lies another named Shuddha-loka ; it is sub-divided as before into seven.

252). At present I am Narayana, the Lord of Shuddha-Sankalpa and proclaim to the world my doctrine that gives life and light to all creation.

253). There are no social grades among men in the Kali-yuga, thanks to the might of Time. They will be brought together more closely by a common purpose, a common ideal and will be adorned with the three sacraments.

উপাসমানাস্তদ্দেবমেকমেব সনাতনম্ ।
ভবেয়ুশ্চ যথা লোকাস্তথা শাস্ত্রং প্রকাশ্যতে ॥২৫৪

* *　　* *　　* *

শুষ্কবৃক্ষনিষেকাচ্চ তদ্বৃক্ষচ্ছেদ এব হি ।
যথাবরাঽস্তি ধর্মোঽয়ং তথা সর্বং বিভাবয়েৎ ॥২৬১

বর্ণাশ্রমাণাং ধর্মাণাং সাধনানি কলৌ যুগে ।
নৈব কর্মক্ষমাণীতি বুধ্যন্তে সত্যবাদিভিঃ ॥২৬২

254). They will offer worship to the one ancient Deity. Such will be the results produced in the world through the promulgation of my doctrine.

261). More sensible it is to cut down a withered tree than water it : this rule should be applied to all cases and, at present, to the restoration of dharma.

262). The knowers of Truth recognise that Action does not form the effective means in this Kali-yuga to the following of the dharmas of castes and orders.

কুশানষ্টা ভবিষ্যন্তি দেবতা নৈব গোচরাঃ।
অপ্রত্যক্ষেষু দেবেষু নষ্টা ধর্মে রতির্ভবেৎ ॥২৬৩

ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্তথান্যে বৈদিকা জনাঃ।
লোকাপবাদভীত্যৈব কর্ম কুর্বন্তি বৈদিকম্ ॥২৬৪

তথা শ্রুত্যধ্যয়নে হি শ্রদ্ধা নষ্টা কলৌ ভবেৎ।
দারিদ্র্যাল্পায়ুষো মর্ত্যা সেবয়া জীবয়ন্তি হি ॥২৬৫

263). For, the materials essential to it will be sadly wanting. Kusa the sacred grass will cease to grow: the gods will not be perceptible to men's senses; and with their disappearance, no one will feel any inclination to practise dharma.

264). Brahmanas, Kshatrias, Vaisyas and other orthodox sections will perform Vedic rites only from a fear of public opinion.

265) Likewise, no one in the Kali-yuga will care to study the Vedas. Poor and short lived, men will eke out a living by taking service under others.

বর্ণাশ্রমাণাং ধর্মাশ্চ বহুধা বর্ণিতাঃ শ্রুতৌ।
অনেকক্রমযুক্তাশ্চ নৈব সাধ্যাঃ কলৌযুগে ॥২৬৬

কালস্বভাবমাজ্ঞায় নৈব নিন্দ্যা জনাঃ কলৌ।
অপ্রত্যক্ষঞ্চ দেবানাং শ্রদ্ধালোপেহি কারণম্ ॥২৬৭

প্রত্যক্ষশরণা লোকাস্ত্যাজ্যোপাদেয়বস্তুষু।
ধর্মঃ সনাতনো রক্ষ্যশ্চৈক এব কলৌ যুগে ॥২৬৮

266). The dharmas of castes and orders, variously graded and described at great length in the Vedas, will not be practicable in the Kali-yuga.

267). Nor are we justified in condemning them, if we take into consideration the inherent nature of Time. With the disappearance of the devas among men, disappears also earnestness and faith from the hearts of men.

268). For, the world holds fast to direct perception in matters of commission and omission. The time-old dharma alone is to be preserved in this iron age.

আস্তিকাঃ স্যুর্যথা লোকাঃ কলিকালে মহর্ষয়ঃ।
তথানুশাস্যতাং ধর্মো লোকেভ্যো হ্যধিকারিভিঃ ।।২৬৯

দেবানুগ্রহতশ্চৈব শক্তির্লোকেষু বর্ধতে।
অন্তর্যামী ভবেদ্দেবঃ সর্বেষাং দহরে স্থিতঃ ।।২৭০

ভূতভব্যভবন্নাথঃ সএবাত্মা সনাতনঃ।
স এব হি পরং ব্রহ্ম সংসারেঽস্মিন্নিতি স্থিতিঃ ।।২৭১

269). The hierarchs should so expound dharma to the men of this Kali-yuga that their hearts might be godly.

270). It is through the grace of the Lord that the worlds wax in force and energy. The Lord is the Inner Ruler of all and abides in the ether of their hearts.

271). He is the Âtma, the ancient, the Lord of the past, the present and the future: He is verily the Supreme Brahman as manifested in this world-process of ours.

উপাসমানঃ স্বাত্মানস্তদন্তস্থং তথা পরম্।
যঃ পশ্যতি বিশুদ্ধাত্মা স যাতি পরমং পদম্ ॥২৭২

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্তেশ্চ সাধনং মতম্।
প্রত্যগাত্মপরিজ্ঞানমিতি বেদা বদন্তি হি ॥২৭৩

অন্তর্যামী চ ভগবানুপাস্যঃ স্যাৎকলৌ যুগে।
বিনাচাত্মপরিজ্ঞানং সর্বং কর্ম চ নিষ্ফলম্ ॥২৭৪

272). He who, meditating upon his Self with a pure soul, senses the Supreme as shining therein, attains the highest goal.

273). The Vedas lay down that the knowledge of the Pratyagâtman is the surest means to realise the Purusârthas—righteousness, wealth, desire, liberation and realisation.

274). The Lord is to be meditated upon in this Kali-Yuga as the Inner Ruler. All actions are fruitless unless vivified by a knowledge of the Self.

শুদ্ধধর্মমণ্ডলঞ্চ ভবদ্ভিঃ স্থাপয়াম্যহম্ ।
আত্মবিজ্ঞানহেতুশ্চ রাজযোগো মুনীশ্বরাঃ ॥২৭৫

অস্মিন্সুরক্ষিতশ্চাস্তি মণ্ডলে পরমে কলৌ ।
আত্মোপাসনয়া মর্ত্যো তাং প্রাপ্নোত্যধিকারিতাম্ ॥২৭৬

আত্মাহ্যাকাশদেহঃ স্যাচ্চিদ্রূপো বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
গুণভূতেন শব্দেন চাত্মা চলতি যোগিনঃ ॥২৭৭

275). Through you will I establish in the world the Shudha-Dharma-Mandala : for, Râja-Yoga is *the* path to the knowledge of the Self

276). Meditation on the Âtman is the surest protection to a man in this excellent Organisation during the Kali-Yuga and enables him to rise to the high position of hierarchs in it.

277). The Âtman manifests itself through a vesture of âkâsa : it is of the nature of consciousness and no other than Vishnu, the Eternal. In the yogins, the Self moves through sabda (sound) that forms one of its attributes.

শব্দেন চালিতো হ্যাত্মা প্রকৃতিস্থঃ পুমান্‌পরঃ।
রহস্যত্রয় বিজ্ঞানী স্বকীয়াং ভূতিমাবহন্‌ ॥২৭৮

তনুতে হি জগদ্ভূতিং স্বপ্রিয়াং ধর্মসংস্থিতাং।
অন্যথালানসংবদ্ধমাতঙ্গ ইব সংসরন্‌ ॥২৭৯

দেহে মায়াপ্রবদ্ধশ্চ ক্ষেত্রজং ভোগমশ্নুতে।
সর্বোত্তমং সার্বতন্ত্র্যং ধর্মঞ্চ ন ভজত্যতঃ ॥২৮০

278-9). Thus moved by sabda the Self becomes the Supreme Purusha centred in Prakriti: He is endowed with the knowledge of the Three Secrets and, in the full perfection of his powers, confers good and happiness upon the world and brings about the establishment of dharma (religion) so dear to him. Failing to attain to this stage, he moves through the worlds restlessly, like an elephant securely bound to his post.

280). Mâyâ ties him down firmly to his vehicles, wherein he delights in the enjoyment of material pleasures. He is consequently shut out from realising the highest dharma known as Sarva-Tantra.

স্বস্বরূপানুরূপেণশব্দেনাত্মপরঃ প্রভুঃ।
চালিতশ্চ পরং স্থানং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥২৮১

শব্দশ্চাক্ষরসংস্থঃস্যাদক্ষরং বীজমুচ্যতে।
শুদ্ধধর্মমণ্ডলেঽস্মিন্বীজস্তৎ পরিবর্ধতে ॥২৮২

যোগবীজমিতিখ্যাতং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
রহস্যং সর্বলোকেষু সিক্তং যোগামৃতেন চ ॥২৮৩

281). The Âtman of boundless potency, is moved by the sabda suited to its nature and, of a truth, attains to the highest stage of perfection.

282). Sabda is located in akshara; and akshara is known as beeja (seed, potency), and that beeja grows and fructifies in this Shuddha-Dharma-Mandala.

283). Yoga-beeja is it called and confers every kind of siddhi: it is profoundly secret in all the worlds, and is steeped in yogâmrita.

ইদং হি যোগসাবিত্রী চাথর্বশ্রুতিচোদিতা।
যোগবীজাবৃতা দেবী ধ্যেয়া চাস্তি সনাতনী ॥২৮৪

আত্মানং যজতে যস্তু যোগেনাস্মিন্‌কলেবরে।
স চোত্তমো ভবত্যত্র যুক্তঃ সর্ববিভূতিভিঃ ॥২৮৫

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্‌ ।২৮৫॥

* * * * * *

284). This yoga-sâvitri is taught by the Atharva Veda. The Devi, the ancient, should be meditated upon as enveloped in the yoga-sâvitri.

285). Ho who worships the Âtman in this physical body through the means of yoga raises himself to the highest place among men and is endowed with all powers.

285½) He is Brahma, he is Siva, he is Indra, he is the supreme Akshara: he is the Ruler of himself.

সর্বেস্ব্যেকজাতীয়াঃ মানবাশ্চ তথা কলৌ।
একদেবোপাসকাশ্চ যথৈকশ্রুতিবর্ত্মগাঃ ॥২৮৯

নির্দুষ্টান্নাঃ সদাচারাঃ সৎসংস্কারাঃ শুভাশ্রয়াঃ।
স্বাত্মানমেব পশ্যন্তঃ সর্বত্র সমদর্শনাঃ ॥২৯০

তথা প্রবর্ত্ত্যতাং ধর্মঃ শাশ্বতোঽয়ং সুখপ্রদঃ।
বর্ণাশ্রমবিধানাদ্ধি নাপ্নুবন্তি জনাঃ শুভম্ ॥২৯১

289). *All men will, during the Kali-Yuga, form one class, one caste: they will follow one faith and walk in the path of one Veda.*

290). Pure of diet, pure of life, purified by holy sacraments, beneficient of spirit, they will be equal-minded and will see their Self reflected in everything.

291). And to this end should you spread among men the knowledge and practice of this ancient and beneficient dharma. Rest assured that men will reap no happiness through the institutions of castes and orders.

বর্ণাশ্রমপরিত্যাগঃ কদাচিদ্বেদ সম্মতঃ।
সোঽয়ঙ্কালশ্চ সংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ ॥২৯২

ঐক্যমেতি তথা লেকাশ্চাভিন্নাঃস্যুঃ কলৌ যুগে।
ইদানীং শুদ্ধধর্ম্মশ্চ যোগরূপঃ সনাতনঃ ॥২৯৩

এক এব হি লোকানাং সর্বভূতিসুসাধনম্।
ঐকং ব্রজৎসু ধর্মেষু সর্বেষু মুনিপুঙ্গবাঃ ॥২৯৪

292-4). The Vedas themselves sanction the abandonment of the rules of castes and orders in some cases and at certain times. *The time has now come when all dharmas should, by their very nature, be unified and men should cease to set up for themselves invidious distinctions and barriers in this Kali-Yuga.* Now, Suddha-dharma, which is no other than the ancient yoga, is alone qualified and capable to secure all good and happiness to the world : and this will follow *only if all dharmas be unified.*

অহংব্রহ্মাংশসংভূতো লোকসংরক্ষণোৎসুকঃ।
শুদ্ধধর্মস্থাপনার্থমাস্থিতো বদরীবনম্ ॥২৯৫

যাবজ্জনসমূহস্য চাতুর্বর্ণ্যবিধিঃ প্রিয়ঃ।
বর্ণাশ্রমাস্তাবদেব প্রশস্তাস্তে কলৌ যুগে ॥২৯৬

উচ্চাবচপরিজ্ঞানং জ্ঞানেন পরিকল্পয়েৎ।
বিদ্যাবান্সর্বতঃশ্রেষ্ঠো বিদ্যাহীনস্তু চাধমঃ ॥২৯৭

295). I, born of the ray of Brahman, have come down to the Badaree-vana intent on the preservation of the world and the establishment of Suddha-dharma.

296). The rules of castes and orders are good and useful in this Kali-Yuga only so long as they are dear to the community.

297). *The various grades, higher and lower, of society should be based upon wisdom. Vidya elevates a man to the highest position among men; and the absence of it degrades him to the lowest level.*

অধিকারো হি সর্ব্বেষাং বিদ্যায়ামিতি নির্ণয়ঃ।
বিদ্যাবান্ লভতে জ্ঞানং সুখদ্বয়সুসাধনম্ ॥২৯৮

শুদ্ধধর্মমণ্ডলেঽস্মিন্ স্ত্রীয়ঃসর্বেঽপি পুরুষাঃ।
অর্হাঃস্থানঞ্চ সংপ্রাপ্তুং সর্বে পুরুষশাসনাঃ ॥২৯৯

সমমস্তি পরংব্রহ্ম সমশ্চাত্মা সনাতনঃ।
সমঃপুরুষকারশ্চ সমা হি প্রকৃতিস্তথা ॥৩০০

298). *Every one is entitled and qualified to aspire to vidya.* It secures for one the wisdom that forms the means to the attainment of happiness, spiritual and material.

299). In this Mandala, all men and women are qualified to occupy responsible offices : all of them are under the control of the hierarchs.

300). The supreme Brahman is the same for all. The eternal Âtman is the same for all : the Mediator in the same for all : and likewise Prakriti is the same for all.

সমো হি সমভাবেন সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ।
সমো হি সর্বভূতেষু ব্রহ্মবিৎ স পরো মতঃ ॥৩০১

যাবচ্চ দিব্যদৃষ্টিঃ স্যাজ্জনানাং হি কলৌ যুগে ।
বর্ণাশ্রমবিধানানাস্তাবদেব সুখস্থিতিঃ ॥৩০২

ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মেভ্যো দিব্যদৃষ্টিঃ কলৌ ভবেৎ ।
প্রশস্তো দিব্যদৃষ্টীনাঞ্চাতুর্বর্ণ্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০৩

301). The man endowed with that noble excellence of equal-mindedness, realises all his desires thereby. The knower of Brahman is the same towards all beings and he is rightly held to be higher than all.

302). The institutions of castes and orders flourish among men in this Kali-Yuga only until their divine eye is opened.

303). This faculty does not accrue during the Kali-Yuga from the practice of the rules of the castes and orders : but the rules of the four castes are generally held to be decidedly more important.

স্বাভাবিকী দিব্যদৃষ্টির্জনানাং ন কলৌ যুগে।
ততো যুয়ং শুদ্ধধর্মং মানয়ন্তু মুনীশ্বরাঃ ॥৩০৪

* * * * * *

304). Divine sight does not accrue to men naturally during the Kali-Yuga : hence it behoves upon you, sages, to encourage the Shuddha-dharma.

দ্বিতীয়ং পটলম্‌ ।

* * * * * *

নারায়ণ উবাচ—

ধর্মং সনাতনং বক্ষ্যে শ্রুণু দেব নরোত্তম।
প্রত্যক্ষাবগমং শুদ্ধং কলৌ সুখকরং নৃণাম্‌ ॥৫

5). Listen to me, divine Nara, while I instruct you in the ancient dharma cognisable by direct perception, pure, and conducive to happiness to men during the Kali-Yuga.

চতুর্বিংশতি তত্বানি পুরুনামানি সন্তি হি।
অস্তি তেষাং সমূহোঽপি পুরুনামা জনেশ্বর ॥৬

তদেব দিব্যনগরং নবতোরণ সংযুতম্।
আত্মানঃ শয়নাত্তত্র পুরুষশ্চেতি নাম হি ॥৭

বিখ্যাতং সর্বলোকেষু ততঃ সর্বে চ মানবাঃ।
পুরুষা ইতি কথ্যন্তে দেবাশ্চাপি তথা মতাঃ ॥৮

পুরুষেষ্ট ফলত্বেন দৃষ্টাঃ পুরুষভূতয়ঃ।
পুরুষার্থাশ্চ বুধ্যন্তে তৎস্বরূপমিদং শৃণু ॥৯

6). The twenty-four tatvas are named *Puru* and their collective aspect bears the same name.

7). That is no other than the divine city with nine gateways. The Self reposes in it and derives, in consequence, its name of *Purusha* in all the worlds.

8). All men are hence called purushas and likewise the devas.

9). The *Purusharthas* are but the powers of the purusha that secure for him the desired results. Hear me while I explain to you their nature and characteristics.

ধর্মার্থ কাম মোক্ষশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।
পঞ্চমঃ পুরুষার্থোঽপি শ্রূয়তে প্রাপ্তিলক্ষণম্ ॥১০

সর্বেষাং রক্ষকোঽহং স্যামিতি ভাবো যতো ভবেৎ।
অগ্র্যঞ্চ রক্ষকত্বং স্যাৎপুরুষেষ্টফলং ততঃ ॥১১

কথ্যতে রক্ষকত্বং হি ধর্মশ্চেতি মনীষিভিঃ।
বেত্তা স্যাৎ সর্বশব্দানামহং বাচ্যস্য বস্তুনঃ ॥১২

10). Dharma, Artha, Kâma and Moksha are recognised as purusharthas, but there is a fifth known as *Prâpti.*

11). To every one comes the feeling, "I will become the protector of all" : hence such protectorship becomes the foremost and first Aim of his existence.

12). So, Dharma, the first of the purusharthas, is said by the wise to be no other than that *protectorship.* Every man resolves within himself "I will become the knower of that which forms the connotation of all sounds".

ইতি ভাবো যতশ্চাস্তি সর্বস্য পুরুষস্য হি।
ততোঽর্থঃ পুরুষার্থঃ স্যাদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥১৩

যতশ্চ সর্বলোকস্য সুখী স্যামিতি ভাবনা।
স্যাত্ততঃ সুখরূপশ্চ কামঃ সোঽয়ং পুমর্থভাক্ ॥১৪

সর্বস্বব্যবসায়ানামন্তে সর্বস্য দেহিনঃ।
মুক্তোঽহমিতি ভাবশ্চ জায়তে সর্বদা যতঃ ॥১৫

ততো মোক্ষোপি ভবতি পুরুষার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রপ্তোঽহং হি পরং স্থানমিতি ভাবো যতো ভবেৎ ॥১৬

13). Hence, Artha forms the second of the purusharthas: so say the knowers of Truth.

14). Every man says to himself, "I will be happy"; that Kâma or Desire forms the third of the purusharthas which manifests itself as that happiness.

15-6). Every one says to himself at the end of all his labours, "I am free": hence Moksha or Liberation is said to be the fourth of the purusharthas.

সর্বেষাং দেহিনাং তস্মাৎপ্রাপ্তিশ্চাপি শুভাশ্রয়া।
পুরুষার্থ স্বরূপেতি কথ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥১৭

জ্ঞানমিচ্ছাক্রিয়া চৈব সমাহারস্তথৈব হি।
পুরুষার্থ সাধনানি চৈতে সন্তি মনীষিণাম্ ॥১৮

পুরুষার্থ সাধনানাং সর্বেষাং সর্ব মণ্ডলে।
ধর্মশ্চেতি ব্যবহারো ভবেৎ সর্বস্য রক্ষণাৎ ॥১৯

16-7). Every one says to himself, "I have at last reached the goal" ; hence, Prâpti or Realisation (attainment), beneficient in its nature, is declared by the knowers of Brahman to be a purushartha too.

18). Cognition, Desire, Action and their Summation are declared to be the means within the reach of men to secure the purushârthas.

19). All these go under the name of dharma in all organisations : for, they *protect* everything.

স্যাৎকালানুগুণো ধর্মো বিভুঃ কালঃ পুমান্‌পরঃ।
চতুর্ভিঃ স্যাৎস্বভাবৈশ্চ ভিন্নাঃ সর্বে চ মানবাঃ ॥২০

কালাধীনা ভবন্ত্যত্র কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কৃতস্ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্বিধঃ ॥২১

কালমূর্ত্তের্বিগ্রহশ্চ বুধ্যতে ধর্মকোবিদৈঃ।
দৃষ্টির্ভগবতস্তস্য যুগ ইত্যবধারয় ॥২২

20). Dharma adapts itself to the changing phases of Time : omnipotent is Time and it is no other than the Supreme Purusha. All men are divided into four grades according to their nature.

21). They are under the rule of Time; for, irresistible is its march. Fourfold is its variety—Krita, Treta, Dvâpara and Kali.

22). These are declared by the knowers of dharma to be but the manifested aspects of the Lord as Time. Know that a yuga is but a phase of consciousness of the Lord.

পূর্বং মহর্ষয়স্তাত সর্বধর্মান্যথা যুগম্ ।
দৃষ্ট্বা স্বদিব্যদৃষ্ট্যা তু চক্রুর্ধর্মানুশাসনম্ ॥২৩

সর্বত্র নৈকরূপশ্চ ধর্মো হি পরিদৃশ্যতে ।
তথা ভিন্নো ধর্মসারো ভগবৎকাল দর্শনাৎ ॥২৪

যশ্চ লোকানশেষাংশ্চ সর্বদা রক্ষতি স্বয়ম্ ।
স ধর্ম ইতি বিজ্ঞেয়স্তত্তৎ যুগ শুভাবহঃ ॥২৫

23). The maharsis of yore saw, through their divine sight, every grade and variety of dharma and promulgated it in the world as adapted to the succeeding yugas.

24). Dharma has not been observed to be uniform ; it is not equally applicable to all : the soul of it varies with the varying cycles, which are but the manifestations of the Lord.

25). That is rightly held as dharma, which has the power, inherent in itself, to protect and preserve all worlds at all times and confers good and happiness according to the various cycles.

ধর্মোহ্যধর্মরূপশ্চ ভাতি কাল স্বভাবতঃ।
তথা হ্যধর্মো ভবতি ধর্মরূপশ্চ কালতঃ ॥২৬

বর্ততে জীবভূতশ্চ হ্যধর্মো ধর্মকর্মসু।
তথাঽধর্মেষু ধর্মশ্চ সংবন্ধোঽয়ং হি শাশ্বতঃ ॥২৭

অসদ্ধর্মো হ্যধর্মঃ স্যাদাসুরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অন্যো দৈবশ্চ সদ্ধর্মো ধর্ম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২৮

26). Time has the power to make dharma appear as adharma : Time has the power to make adharma appear as dharma.

27). Adharma forms the vital element in actions based on dharma : dharma forms likewise the vital element in actions based upon adharma. This inter-relation is as old as Time.

28). The dharma that is followed by the wicked is adharma and is called infernal ; the dharma followed by the good is recognised as divine.

ধর্মাধর্মৌ ব্রহ্মণো হি স্বভাবৌ শাশ্বতৌ মতৌ।
তাভ্যাং পরঃ শুদ্ধধর্মঃ সমাহারপরস্তয়োঃ ॥২৯

শুদ্ধধর্ম পরাণাং হি মহর্ষীণাং যতাত্মনাম্।
ভবন্তি পরমা ধর্মাশ্চত্বারশ্চ সনাতনাঃ ॥৩০

অহিংসা সত্য বচনং লোকাভ্যুদয় সাধনম্।
তৃতীয়ং লোক কৈঙ্কর্যং যথাশক্তি জনেশ্বর ॥৩১

29). Dharma and adharma are held to be the eternal nature of Brahman ; Shuddha-dharma is higher than these and aims at their synthesis.

30). Four are the kinds of the supreme and eternal dharma followed by the Maharshis of restrained selves, who are devoted to the Shuddha-dharma.

31-2). Harmlessness, true speech, service to humanity according to ones measure that secures the welfare and good of the worlds, meditation upon the Supreme Self that manifests everywhere as One ; *this Dharma is Eternal.*

সর্বত্র চৈকরূপেণ স্থিতস্য পরমাত্মনঃ।
উপাসনা তুরীয়ঃ স্যাদ্ধর্মোঽয়ং হি সনাতনঃ ॥৩২

* *　　　　* *　　　　* *

শুদ্ধধর্মমণ্ডলেঽস্মিন্নিদং ধর্মানুশাসনম্।
শুদ্ধং স্বার্থবিহীনঞ্চ সর্বলোকশুভাবহম্ ॥৩৪

শুদ্ধাঃ কার্তযুগং ধর্মং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা।
ত্রেতা ধর্মঙ্কর্মদৃষ্ট্যা ধর্মং দৌবাপরস্তথা ॥৪১

34) This dharma or law that is enjoined in this Shuddha-dharma-mandala is pure, devoid of selfishness and conduces to the good of all worlds.

41-2). The Shuddhas see the dharma observed in the Krita-Yuga as the Cognition aspect of Brahman. The dharma followed in the Tretâ-Yuga is the Action aspect: the dharma observed in the Dvâpara-Yuga is

ভক্তিদৃষ্ট্যা চ পশ্যন্তি সমাহারপরস্তথা।
কলিধর্ম্মামনন্তি শুদ্ধধর্ম্ম স উচ্যতে ॥৪২

অত এব মহাত্মানো মুনয়ো ধর্ম্মবৎসলাঃ।
এবং কলিং প্রশংসন্তি হ্যাত্মধমপ্রবর্ত্তকাঃ ॥৪৩

কলিঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিতি ত্রিধা।
অতঃ কলিযুগে জাতাঃ সর্বে স্যুব্রহ্মদর্শনাঃ ॥৪৪

the Devotion aspect : while the dharma practised in the Kali-Yuga is called the Synthesis of the above: and it is what is known as the Shuddha-Dharma.

43). Hence it is that the sages to whom dharma is dear and who devote themselves to the promulgation of the Âtma-dharma, thus extol the Kali three times over—"Holy is Kali: holy is Kali: holy is Kali".

44). Hence those that are born in the Kali Yuga shall, every one of them, be blessed with a vision of Brahman.

উপক্রমোপসংহারৌ সর্বধর্মস্য শাশ্বতৌ।
ত্রিমূর্তিভিঃ কৃতৌ স্যাতাং বেদৌ তৌ ধর্মকোবিদৈঃ ॥৪৫

উপক্রমঃ কৃতযুগে ধর্মাণাং দেহমণ্ডলে।
কলৌ স্যাদুপসংহারশ্চাত্মন্যেব ন চান্যথা ॥৪৬

* *　　　　* *　　　　*

যো ধর্মঃ সর্বকালেষু সর্বদেশেষু চাব্যয়ঃ।
সর্বত্র চৈকরূপশ্চ সমভাবঃ পরোদয়ঃ ॥৫১

45). The beginning and end of all dharmas is eternal and established by Brahmâ, Vishnu and Mahesvara: they should be well studied by proficients in dharma.

46). The beginning of dharmas is laid in the Krita-Yuga in the body itself; while the end is laid in the Kali-Yuga in the Self and not otherwise.

51). But the eternal dharma is that which is undecaying at all times and in all places. It is of the same nature everywhere, is equally applicable to all and contributes to the welfare of others.

নিত্যোঽচ্যুতো নির্মলশ্চ সর্বলোক সুখাবহঃ।
সর্বসেব্যো ব্রহ্মমূলঃ স চ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৫২

অয়মেব শুদ্ধসেব্যঃ সর্বত্র প্রীতিবর্দ্ধনঃ।
জীবভূতশ্চ ধর্মাণামযমেবেতি নির্ণয়ঃ ॥৫৩

এবং সনাতনং ধর্মং শুদ্ধধর্মং নরায় বৈ।
ব্যাখ্যাতারং শুদ্ধধর্মনায়কং পরমং গুরুম্ ॥৫৪

* *　　　* *　　　* *

52). It is eternal, imperishable, stainless and beneficial to all worlds : it has its source in Brahman and can be practised by all grades of men.

53). This alone is to be followed by the Shuddhas. It works towards the increase of love and sympathy everywhere : it is definitely ascertained to be the life-principle of dharmas.

54). Thus did the Lord of the Shuddha-dharma, the supreme Teacher, explained the ancient doctrine to Nara.

সর্বভূতেষু যশ্চৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু স ভবেচ্ছুদ্ধধর্মবান্ ॥৬৯

সাম্যাচ্চ সর্বদেহানাং বিভাগাৎগুণকর্মতঃ।
সর্বে মর্ত্যা হি লোকেঽস্মিন্ সমানা ইতি নির্ণয়ঃ ॥৭০

সমোঽস্তি সর্বভূতেষু পরমাত্মা পরেশ্বরঃ।
তস্যেশ্বরস্য ভবতি ন দ্বেষ্যো নৈব চ প্রিয়ঃ ॥৭১

69). A follower of the Shuddha-dharma perceives in all beings one Eternal Existence, non-separate, manifesting in separateness.

70). All mortals are held to be equal in this world, since all bodies are equal ; they are built of but different combinations of the matter of the same plane ; and divisions and grades are made by qualities and actions.

71). The Supreme Self, the Supreme Lord, is the same in all beings and to that Ruler there is none dear, none hateful.

চণ্ডালঃ শ্বপচো বাপি যে চ স্যুরধমাধমাঃ।
দাসভূতাঃ স্বতঃ সর্বে তে নরাঃ পরমাত্মনঃ ॥৭২

ব্রাহ্মণাদ্যশ্চ সঙ্কেতো নৈবাত্মনি বুধৈঃ কৃতঃ।
শ্রুতো হি জাতিভেদস্তু স্থানভেদো ন চান্যথা ॥৭৩

** ** **

সাধারণং সর্বশাস্ত্রং সর্বেষাং স্যাৎকলৌ যুগে।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি সর্বজাতিষু শোভনাঃ ॥৭৯

72). Chandâla, dog-eater and every other lowest of the low are, by their nature, the servants of the Supreme Self.

73). The wise make no such distinctions in the Self as Brâhmana, Kshatriya or any other. The distinctions of castes are understood by the Vedas to be but differences of status and never otherwise.

79-80). All branches of knowledge will be open to all during the Kali Yuga. Hence, every caste will produce great souls, auspicious, wise and Brâhmic

ব্রহ্মাংশাশ্চ মহাত্মানো জ্ঞানিনো গুরবো ভুবি।
লোকপূজ্যাশ্চ যোগিন্দ্র ততঃ সাধুঃ কলির্ভবেৎ ॥৮০

যুক্তিযুক্তং বচো গ্রাহ্যং সর্বস্মান্মুনিপুঙ্গব।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং কোদোষস্তত্র পশ্যসি ॥৮১

* *　　　* *　　　* *

বসিষ্ঠ উবাচ—

ভগবন্দেবদেবেশ শুদ্ধধর্ম প্রবর্তক।
আচারঃ প্রথমঃ কোঽসৌ জাতিধর্মস্তু কীদৃশঃ ॥৮৮

in their nature; they will be teachers and will be held in high reverence by the world. Mighty yogi! Kali is in consequence rightly held to be holy.

৮১) Knowledge should be sought and gathered from everywhere, provided it is consonant to reason and dharma and is capable of being sensed by direct perception. What fault do you find in this?

৮৪) Lord of the devas and their Ruler! Promulgator of the Shuddha Dharma! What is the first rule of conduct? What are the duties of the castes like?

শুদ্ধ ধর্ম মণ্ডলস্য ধর্মশাস্ত্রঞ্চ কীদৃশম্ ।
অস্মাভিশ্চ কথং লোকাঃ শিক্ষনীয়াঃ কলৌ যুগে ॥৮৯

যচ্চান্যজ্জ্ঞেয়মস্মাভিঃ ধর্ম শাস্ত্রং কলৌ যুগে ।
সর্বমাচক্ষ্ব দেবেশ নমস্তে কমলাপতে ॥৯০

* *   * *   * *

নারায়ণ উবাচ—

শুদ্ধধর্মমণ্ডলস্থা যে চ দেবাশ্চ মানবাঃ ।
তেষামাচার এব স্যাৎ প্রথমশ্চ কলৌ যুগে ॥৯২

89-90). What is the code of dharma that is enjoined upon the members of the Shuddha Dharma Mandala? How shall we instruct the world during the Kali Yuga? Impart to us what other codes of dharma should be known by us during that cycle. Salutations to you, Lord of Lakshmi!

92). Every one in the Mandala, gods or men, should, during the Kali Yuga, hold Right Conduct as most important.

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদি চাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
আত্মবিজ্ঞানমেব স্যাৎকলৌ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৯৩

অন্তর্যামিণমাচার্যং দেবং সর্বার্থসাধকম্।
উপাসমানা হ্যাত্মানং কলৌ যান্তি পরাঙ্গতিম্ ॥৯৪

জ্ঞানেনৈব কলৌ জাতির্জনানাং হি ভবিষ্যতি।
জ্ঞানমূলং হি সর্বং স্যাদ্বিনা জ্ঞানন্ন কিঞ্চ ন ॥৯৫

93). The Lord manifests himself in the hearts of all beings as the Self. The knowledge of the Self shall be the ancient dharma during the Kali Yuga.

94). Meditation upon the Self as the inner Ruler, divine Teacher and the Giver of all good, realises, during the Kali Yuga, the supreme Goal.

95). Knowledge and *knowledge alone* will form the standard of caste in the Kali Yuga ; knowledge lies at the root of every thing ; and without knowledge there is nothing.

সর্বে বর্ণাঃ পঞ্চমাশ্চ যবনাঃ কর্ণকুঞ্জরাঃ ।
অন্যে নিষিদ্ধজাতীয়া যে চ সন্তি কলৌ যুগে ॥ ৯৬

সর্বে তে শুদ্ধধর্মেণ প্রয়াস্তি পরমং পদম্ ।
ন বর্ণাশ্রমধর্মাশ্চ সর্বকালসুখাবহ ॥৯৭

শরীরমূলাস্তে সর্বে নাত্মমূলা ভবন্তি হি ।
কৃতাদিষু চ কালেষু চেশ্বরং পরমং প্রভুম্ ॥৯৮

96-97). Members of the four castes, out-casts, yavanas, fowlers and other degraded classes that might spring throughout the Kali Yuga, will reach the supreme Goal through the Shuddha Dharma. The duties of castes , and orders cannot conduce to happiness *at all times.*

98-99½). For they are based upon the body and not upon the Self. During the Krita and the other Yugas, holy men carefully inquired through Vidyas into the nature of the Supreme Lord and Ruler and offered worship to Him: but during the Kali Yuga, men will not be blest with devotion and

বিচার্য বিদ্যয়া সম্যগর্চয়ন্তি তপস্বিনঃ।
ন তথা হি কলৌ সর্বে ভক্তিমন্তঃ সনাতনম্ ॥৯৯

নানারূপমর্চয়ন্তি স্বানুরূপফলপ্রদম্।
অপ্রত্যক্ষান্মহর্ষীণাং দেবতানাং তথা কলৌ ॥১০০

তথা বহ্নেরশুদ্ধেশ্চ ক্ষত্রিয়াণামদর্শনাৎ।
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তি ন কলৌ যুগে ॥১০১

* *   * *   * *

will not offer worship to the ancient myriad-formed Lord who secures to every one the results of his acts with unerring justice.

99½-101). Men will have no inclination to observe the rules of conduct that pertain to the castes and orders; maharshis and gods will no longer be visible: the holy fires will have become impure and the race of genuine Kshatriyas will no longer be found among men.

যদেচ্ছা কার্যকরণে তদা কালঃ কলৌ নৃণাম্।
কলৌ ভবতি লোকানাং মানসী শুদ্ধিরুত্তমা ॥১০৩

শুদ্ধধর্মমণ্ডলার্যতত্ত্বোগব্রহ্মবিদ্যয়া।
তেজোময়ং হি পশ্যেয়ুঃ স্বাত্মানং শুদ্ধমানসাঃ ॥১০৪

মনঃশুদ্ধেঃ সাধনং স্যাৎ সর্বত্র সমদর্শনম্।
যদা সন্তি সমে সর্বে তদা স্যাৎসমদর্শনম্ ॥১০৫

103). The right time during the Kali Yuga for the performance of rites and duties is *when the desire comes upon men. Mental purity* will be held very high among men during that cycle.

104). With pure minds will they perceive the radiant Self within them through the Yoga-Brahma-Vidya followed by the members of the Shuddha Dharma Mandala.

105). That purity of heart is attained by beholding every thing with an equal eye : and that, again, is possible only when all are equal and of the same type.

যো ধর্মঃ সর্বকালেষু সর্বদেশেষু চাব্যয়ঃ।
সর্বলোকস্সুসেব্যঃ স্যাৎ স চ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১০৬

** ** **

শুদ্ধধমমণ্ডলেঽস্মিংশ্চত্বারো হ্যাশ্রমা মতাঃ।
দাসস্তীর্থশ্চ ব্রহ্ম চ হ্যানন্দশ্চেতি বিশ্রুতাঃ ॥১২৩

এষাং মার্গৌ মতৌ দ্বৌ হি দক্ষিণোত্তর ভেদতঃ।
কেবলং দক্ষিণস্থাস্তু লোককৈঙ্কর্যতৎপরাঃ ॥১২৪

106). The ancient dharma is that which is imperishable at all times and in all places and is easily followed by all men.

123). Four are the Orders in this Organisation— Dâsas, Teerthas, Brahmas and Ânandas.

124). Two are the Paths followed by them— the Northern and the Southern. Those that tread the Southern Path shall devote themselves entirely to the Service of Humanity.

শুদ্ধবিদ্যারহস্যার্থাবেদনৈকফলা মতাঃ।
সবীজমন্ত্রধ্যানৈশ্চ জপহোমৈস্তপস্বিনঃ ॥১২৫

নানাশক্তিভিরাবিষ্টাশ্চোত্তরাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥১২৫-১

** ** **

125-½). The Knowledge of the secret meaning of the Suddha Vidya shall be their sole reward : while the members of the Northern School will be endowed with various powers through the meditation upon the mantras with their beejas and japas & homas.

প্রথমঃ খণ্ডশ্চ সমাপ্তঃ।

——•——

অথ দ্বিতীয়খণ্ডে দাসাধ্যায়ে প্রথমং পটলম্।

হংসযোগী উবাচ—

* *　　* *　　* *

পরিষ্কৃতঃ শুদ্ধধর্ম্মঃ পুরা ভগবতা যথা।
সংগ্রহেণ চ তদ্ধর্ম্মং বদামি মুনিসত্তমাঃ ॥৫৭

যথা লোকাশ্চ সর্ব্বেঽপি দেবমেকং সনাতনম্।
বিভূতিনাঞ্চ সর্বাসাং দাতারং পরমং গুরুম্ ॥৫৮

সর্বাতীতং সর্বরূপং দিব্যমঙ্গলবিগ্রহম্।
উপাসতে তথা ধর্মঃ নারায়ণপরিষ্কৃতঃ ॥৫৯

57). I will briefly instruct you in the Shuddha Dharma as it was purified of yore by the Lord Himself.

58-59). His object was that all the worlds should worship the One Eternal Lord, the supreme Guru, Who is the giver of all powers and Who while manifesting Himself in his divine auspicious form, yet transcends all and takes all forms.

সোঽয়ং সনাতনো ধর্মঃ শুদ্ধঃ সিদ্ধশ্চ ভাসতে।
তং ধর্মং সেবমানানাং জাতিরেকৈব কল্পিতা ॥৬০

পুরুষাণাং স্বভাবেন চত্বারো হ্যাশ্রমা মতাঃ।
দাসশ্চ প্রথমঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়স্তীর্থনামকঃ ॥৬১

ব্রহ্মনামা তৃতীয়ঃ স্যাদানন্দশ্চ তথাপরঃ।
যশ্চ যেন প্রশস্তেন ধর্ম্যেণ কর্মণা তথা ॥৬২

60). That Eternal Shuddha Dharma flourishes perfect even now. The followers of it are said to constitute one caste and one only.

61). Four are the orders based on the innate natures of men—the Dâsa is the first : the Teertha is the second :

62-64½) The Brahma is the third : and the Ânanda is the fourth. The Lord has laid it down that he alone is entitled to be a Dâsa, who wins the respect and esteem of the world by his righteous and praiseworthy

তত্ত্বিদ্যাধ্যয়নেনৈব তদধ্যাপনকর্মণা।
লোকমান্যঃ স্বচেষ্টাভিঃ সঞ্জাতাত্মমতিঃ পুমান্ ॥৬৩

প্রথমে শুদ্ধপীঠেঽস্মিন্নাস্থিতো যোগসেবয়া।
ঐকমত্যেন যুক্তশ্চ লোকৈকৈঙ্কর্যতৎপরঃ ॥৬৪

স এব দাসনামায়ং প্রোক্তো ভগবতা পুরা।
ধর্মাত্মা স চ ভাবেন শুদ্ধেন চ সমন্বিতঃ ॥৬৫

রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা সর্বলোকস্য সর্বধর্মস্য রক্ষিতা ॥৬৬

acts, by the study and teaching of the science of Self and realises, as the result of his actions, a knowledge of his Self. Standing on the first step of the Shuddha Dharma, he is engaged ever in the service of humanity while the practice of yoga and a sense of brotherhood characterise him among men.

65-66). Virtuous and of pure Self he protects his dharma, his dependants, nay, all the worlds and all dharmas.

আত্মানাত্মবিবেকাখ্যবিজ্ঞানমণিসাধনঃ।
বার্ধক্যং ত্রিবিধং প্রাপ্তো দাস ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৬৭

শুদ্ধ ধর্মমণ্ডলস্য কর্মাণি চ যথাবলম্।
দৈবিকানি লৌকিকানি কুর্বাণো দাসনামকঃ ॥৬৮

সমীক্ষ্য লোকদুঃখঞ্চ স্বয়মার্ত্তঃ প্রসন্নধীঃ।
নিবৃত্তয়ে হি দুঃখানাং সুখানামভিবৃদ্ধয়ে ॥৬৯

আত্মানং সেবমানশ্চ স দাসঃ পরমো মতঃ ॥৬৯½

* * * * * *

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডে দাসাধ্যায়ে প্রথমং পটলম্।

67). He is adorned with the gem of discrimination between Self and non-Self and is old in years, wisdom and purity of life: such a one is called Dâsa by the wise.

68). A Dâsa discharges, to the best of his ability, the duties of the Shuddha Dharma Mandala, as relate to the gods and to the world.

69-½). His heart is wrung with pity at the sight of the world's misery. Yet, with unclouded intellect, does he meditate upon his Self for the deliverance of humanity from it and for the ensurance to it of perennial happiness: such a one stands on the highest step of his class.

অথ দাসাধ্যায়ে দ্বিতীয়ং পটলম্।

** ** **

হংসযোগী উবাচ—

** ** **

ধর্ম্ম সূত্রম্।

[১১৫শ শ্লোকান্তরম্—]

(১) এবমেব ভগবান্ কাশ্যপায়াধিকারিণে মহাসিদ্ধায় ধর্ম্মসূত্রমিদং প্রোবাচ নারায়ণঃ।

Dharma Sootra.

[*After Verse 115*]

(1). Thus has the Lord Nârâyana expounded this Dharma Sootra to the great Siddha, Kâsyapa, who was eminently qualified for it.

(২) ব্রহ্মণি চ পরস্মিন্তাবাভাবৌ নিগুর্ণসগুণৌ
স্ত্রীপুরুষৌ শুদ্ধাশুদ্ধৌ একানেকরূপৌ
মায়ামায়িনৌ প্রকৃতিপুরুষরূপৌ
কার্য্যকারণভূতৌ আনন্দসুখদুঃখৌ
শুদ্ধপুণ্যপাপফলৌ সনাতননিবৃত্তি—
প্রবৃত্তিধর্মৌ আত্মানাত্মনামানৌ
স্বভাবৌ সনাতনৌ ভবতঃ।

(৩) ভাবস্বভাবঃ পুরুষো হ্যাত্মা পরমাত্মা ভবতি সর্ব্বোপাস্যঃ।

(2). In the Supreme Brahman there exist two eternal natures—Being and non-Being; attributeless and attributeful; male and female; purity and impurity; uniformed and multiformed; illusion and its producer; Prakriti and Purusha; cause and effect; bliss, happiness and misery; the results of pure, virtuous and sinful acts; the sanâtana, the nivritti and pravritti dharmas; the Self and the non-Self.

(3). The Monad, the Purusha of the nature of Being, becomes the Supreme Self to be meditated upon by all.

(৪) তৎ সহচরশ্চাপরো হ্যভাবস্বরূপঃ ত্রিগুণাত্মিকপ্রকৃতিরিতি দেবীতি মায়েতি ব্রহ্মশক্তিরিতি নানারূপেতি কথ্যতে।

(৫) ভাবরূপং ব্রহ্মৈব হ্যাত্মরূপং গীয়তে।

(৬) তচ্চৈবাভাবরূপং প্রকৃতিরিতি।

(৭) তৌ স্যাতাং ব্রহ্মণো হি শরীরভূতৌ স্বভাবৌ সনাতনৌ।

(৮) স্বভাবৌ তৌ নিত্যযুক্তাবুভাবপি।

(4). The other, its companion, is of the nature of non-Being and is also known as the Prakriti, the Soul of the three Gunas, the goddess, the Mâyâ, the power of Brahman and the multiformed.

(5). Brahman in its aspect of Being is styled verily the Monad.

(6). It is also called Prakriti in its aspect of non-Being :

(7). The two are the bodies of Brahman, its eternal natures.

(8). These two natures are eternally related to one another.

(৯) যোগহেতবশ্চ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমাহারা হি ব্রহ্মধর্মা ভবন্তি।

(১০) ব্রহ্মণঃ পঞ্চধা হি বিভক্তং স্ববিষয়কজ্ঞানং পরকারণাবতারার্চান্তার্যাম্যহমিতি স্বরূপং ভবতি।

(১১) ব্রহ্ম শক্তিস্তদিচ্ছৈব।

(১২) তৎকর্ম চ সৃষ্ট্যাদিকম্।

(9). The Means of Yoga,—Cognition, Desire, Action and Summation—form the characteristics of Brahman.

(10). The Knowledge of Brahman about Itself is divided into five kinds,—"I am Para, Kârana, Avatâra, Archa and Antaryâmi"—the supreme, the cause, the incarnation, the image and the inner ruler.

(11). That Desire itself is an Energy of Brahman.

(12). Its funotions are Evolution, Preservation and Involution.

(১৩) বিনা চ ত্রিতয়াত্মকভাবমেকরূপম্,
ব্রহ্মণঃ স্বরূপং সমাহারঃ।

(১৪) ব্রহ্মণঃ শরীরিণশ্চ ধর্মাঃ শরীরেষ্বেবাভিবর্ধন্তে।

(১৫) এবং ব্রহ্মধর্মাভিবর্ধনমেব ব্রহ্মণো ব্যবসায়ঃ শাশ্বতঃ।

(১৬) স চানাদ্যনন্তস্তদ্দেহভূতানান্তথাত্বাৎ।

(13). The nature of Brahman is connoted by Summation: It is one and homogeneous and transcends the aspect of being the Soul of the Triad of Pranava.

(14). The characteristics of Brahman, the embodied, multiply in its vehicles.

(15). This multiplication of the qualities of Brahman is its Eternal work.

(16). It is without beginning and end, since the same holds good in the case of what constitutes its bodies.

(১৭) তথা যুক্তানাঞ্চ দেহভূতানাং স্বব্যবসায়
এব মহাপুরুষার্থঃ।

(১৮) তব্ব্যবসায়সাধনঞ্চ ব্রহ্মসনাতনধর্মবিজ্ঞানম্।

(১৯) ব্যবসায়াধিকরণঞ্চ প্রকৃতিশ্চ সংসারো নানারূপঃ।

(২০) যাবচ্চ দৃঢ়তমং ব্রহ্মসনাতনধর্মবিজ্ঞানম্,
তাবদেব ব্যবসায়স্য তদধিকরণস্য
তৎকর্তুরাত্মনশ্চ প্রভুত্বং শ্রূয়তে।

(17). The highest Purusartha is but such work in the case of those who are associated with it and form its bodies.

(18) The knowledge of the eternal nature of Brahman is the Means for that work.

(19). Multiformed is the world process which is known as Prakriti and forms the substratum of such work.

(20). This work, its substratum and Self, the actor, enjoy supreme powers only as long as the knowledge of the eternal nature of Brahman is most firm.

(২১) আরভ্য হি নারায়ণাজ্জগজ্জন্মাদিকর্তুঃ
পরমেশ্বরাৎপরমাত্মনঃ পরমপুরুষাৎ
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চান্যে দেবা মহাত্মানো
মহর্ষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ মানবাশ্চ অন্যেঽপি প্রাণিনঃ সর্বেঽপি
স্বব্যবসায়ং যথা সনাতনধর্মবিজ্ঞানমাচরন্তি।

(২২) অতঃ সর্বসংসারজুষাং পুরুষাণাম্, বিজ্ঞানমেব
স্বানুরূপব্যবসায়সাধনতমং ভবতি।

(21). Beginning from Nârâyana the Lord of Evolution, Preservation and Involution of the universe, the Supreme Ruler, the Supreme Self and the Supreme Purusha, all carry out their work in proportion to their knowledge of the eternal dharma—Brahmâ, Vishnu, Rudra and the other gods, the great souls, the great sages, the Siddhas, men and other beings.

(22). So, with all men included in this world process, Knowledge alone forms the most effective means in carrying out the work appropriate to them.

(২৩) ব্যবসায়ঃ সর্বেষাং স্থষ্টিস্থিতিসমাহাররূপশ্চ ভবতি।

(২৪) বিজ্ঞানং হি ব্রহ্মস্বভাববিষয়কমেব ভবতি, ব্রহ্ম চ বহুধা বর্ণিতং শ্রুতিষু সর্বাসু সগুণন্নির্গুণমিতি।

(২৫) অয়মেব হি ব্রহ্মবিজ্ঞানক্রমঃ প্রথমং ব্রহ্মতদ্বিভূতিবিজ্ঞানম্, ব্রহ্মৈব কারণং ব্যূহমিতি তস্য তদ্বিভূতেশ্চ

(23). The work of every one takes the form of Evolution, Preservation and Involution.

(24). The Knowledge referred to has for its object but the nature of Brahman: and Brahman has been variously defined in all the Scriptures as possessed of attributes and devoid of them.

(25). The process of the knowledge of Brahman is verily as follows :—*First*, the Knowledge of Brahman and Its powers· *Second*, the Knowledge of It and Its powers—that Brahman alone is the cause,

বিজ্ঞানম্ দ্বিতীয়ম্, ব্রহ্মাবতাররহস্য
স্বরূপবিভূতিবিজ্ঞানং তৃতীয়ম্,
ব্রহ্মার্চারূপতদ্বিভূতিবিজ্ঞানং তুরীয়ম্,
ব্রহ্মাত্মস্বরূপতদ্বিভূতিবিজ্ঞানং পঞ্চমম্,
ইতি হি শ্রুতিবেদিতম্।

(২৬) অতো ব্রহ্মস্বরূপস্য হ্যাত্মনঃ তদ্বিভূতেশ্চ বিজ্ঞানং
ব্যবসায়সাধনং পরমমিতি হি গীয়তে।

the manifestation: *Third*, the Knowledge of the nature of the secret of the incarnation of Brahman and Its powers: *fourth*, the knowledge of the nature of the images of Brahman and Its powers: *fifth*, the knowledge of the nature of Brahman as the Self and of Its powers: thus have the Scriptures taught it.

(26). Hence, it has been declared that the highest means for the carrying out of one's work is the knowledge of the Self that is of the form of Brahman and of Its powers.

(২৭) যাবদেব বিজানাতি স্বাত্মনি সর্বরূপং সনাতনং
ব্রহ্মস্বরূপম্, তাবদেবায়ং পুরুষশ্চোজস্বী
বর্চস্বী হরস্বী জ্ঞানী বলী কামরূপী
চাধিকারী ভবতি।

(২৮) এবং বিজ্ঞানী স্বানুরূপসবিভূতিকব্যবসায়সমাপ্তৌ
ব্যবসায়ান্তরঙ্কর্তুং পরমং পদং প্রাপ্নোতি
পরমং পদং প্রাপ্নোতি।

(২৯) স্বাত্মবিজ্ঞানানুরূপে ভবতশ্চেচ্ছাকর্মণী ব্যবসায়সাধনে।

(27). This person is endowed with spiritual lustre, brilliance, splendour, wisdom and strength : he assumes any form at will and becomes a qualified aspirant.

(28). Thus, the wise one at the close of the work apppropriate to him, associated with powers, attains the highest state ; verily, attains the highest state, to take up anotner work.

(29). Desire and activity in proportion to the knowledge of his Self, form the means for the carrying out of his work.

(৩০) জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমাহারাণাং দ্বৌ হ্যাত্মনিষ্ঠৌ দ্বৌ প্রকৃতিনিষ্ঠৌ ভবতঃ।

(৩১) অতঃস্বাত্মান্তর্যামী ব্রহ্মস্বরূপমুপাসমানো যোগী ব্রহ্মশক্তিসংপন্নঃ সমগ্রঞ্চ ব্যবসায়ং সাধু পরিসমাপ্য পরমং ধাম ব্রজতি পরমন্ধাম ব্রজতি।

(৩২) অত এব জগজ্জন্মাদিকমপি ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মশক্ত্যা ব্রহ্মকর্মণা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরেভ্যো হ্যন্যেঽপি মহাত্মানো মহর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ মানুষাশ্চ কুর্বন্তি।

(30). Of cognition, desire, activity and their summation, two pertain to the Self and two to matter.

(31). Hence, the Yogi meditating upon the nature of Brahman that is the Inner Ruler of his Self, is endowed with Brâhmic power and having well completed all his labours, attains to the supreme state, yea, attains to the supreme state.

(32). Hence, others too than Brahmâ, Vishnu and Maheshvara—the great souls, great Rishis, Siddhas and men—exercise the function of evolution, preservation and

(৩৩) অতশ্চ ভোঃ কাশ্যপ ভবানাত্মানাত্মীয়মপি সর্বং ধর্মমাচরতু, সর্বস্বরূপব্রহ্মস্বরূপোপাসনাসঞ্জাত-নিশ্চয়জ্ঞানেন প্রত্যক্ষসিদ্ধং সন্নিহিতং ব্রহ্মস্বরূপমাত্মানং ব্রহ্মশক্তিযুতমুপাস্তাম্।

involution of the universe through the knowledge of Brahman, Brâhmic power and Brâhmic activity.

(33). Hence, Kâsyapa! discharge all your duties, even that pertaining to the Self and not-Self: by means of the settled conviction born of the meditation upon the nature of Brahman that is all-formed, meditate upon the Self that is ascertained through direct perception, that is nearest to you and that is of the nature of Brahman, as endowed with Brâhmic power.

উপরি লিখিত শ্লোকগুলির ভাবার্থ—

(সনাতন ধর্ম্মদীপিকা, ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায়—ধর্ম্মাধ্যায়)

ভগবান নারায়ণের উক্তি—

জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও এই তিনের সমাহার—ইহাদের অভ্যুদয়ই ধর্ম্ম, ইহা আমি প্রচার করিতেছি। অতএব যাঁহারা কর্ম্মের সিদ্ধি হেতু দেবতা, জ্ঞানী, যোগী ও নিয়তাত্মাগণের পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা জ্ঞানাদি সাধনচতুষ্টয়ের অভ্যুদয়াত্মক ধর্ম্মের সেবা করিবেন। জ্ঞানাদি চতুষ্টয় এবং ধর্ম্ম, রক্ষ্য ও রক্ষক সম্বন্ধ হেতু, বস্তুত অভেদাত্মক ও এই জন্য জ্ঞানাদি চতুষ্টয়কে ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয় এবং ধর্ম্ম চতুর্ব্বিধ বলা হয়। যে ধর্ম্ম সকল জীবের কল্যাণকর, সাধুগণের নিকট সমাদৃত এবং স্ব স্ব হৃদয়ের অনুজ্ঞাত সেই ধর্ম্মের যত্ন সহকারে অনুষ্ঠান করা উচিত। লোকযাত্রার্থ অর্থাৎ উদ্ধসৃষ্টির সহায়তা কল্পে ধর্ম্মের ব্যবস্থাপন (নিয়ম) করা হইয়াছে; ইহা আচার আশ্রিত। অর্থাৎ আচারযুক্ত হইয়া ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। পরন্তু একই পদ্ধতি (আচার) সকলের পক্ষে হিতকরী হইতে পারে না বলিয়া মানবের প্রকৃতির প্রভেদ অনুযায়ী পদ্ধতিরও প্রভেদ হইয়া থাকে। কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ধর্ম্মের রহস্য ভেদ করা যায় না, কারণ সমস্থ অর্থাৎ ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম একরূপ এবং বিষমস্থ অর্থাৎ অধার্ম্মিকের ধর্ম্ম অন্যরূপ। সাধারণের (worldly

men) দ্বারা আচরিত অধর্ম্ম, ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয় এবং অসাধারণের (spiritual men) দ্বারা আচরিত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়।

মূলধর্ম্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের দ্বারা ধর্ম্মের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে যুগ হইতে যুগান্তরে বেদবাদ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কৃত (সত্য), ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ বেদবিৎগণের মতে কালের বিভাগ মাত্র। ধর্ম্ম দ্বিবিধ,—আত্মীয় ও লৌকিক। আত্মীয় ধর্ম্মই সনাতন অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। লৌকিক ধর্ম্ম অশাশ্বত (অনিত্য) অর্থাৎ যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল। আত্মীয় ধর্ম্ম শাশ্বত (নিত্য, অপক্ষয়হীন), একরূপ, অতএব সনাতন। কৃত যুগের ধর্ম্ম এক প্রকার, ত্রেতার অন্য প্রকার দ্বাপরের আর এক প্রকার এবং কলিযুগের অন্য প্রকার। এই সংস্কারাত্মক প্রভেদ মানবের যোগ্যতানুসারে যুগে যুগে ব্যবস্থিত হইয়া আসিতেছে।

মহর্ষিগণ বলেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সর্ব্বকালে একরূপ হইতে পারে না। প্রাচীন বৈদিকগণ একরূপ ধর্ম্মই পালন করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়া থাকেন। পরন্তু উহা কলিযুগে মানবের কল্যাণকর হয় না। যে ধর্ম্মদ্বারা সমস্ত লোক [জগৎ, বিশ্ব] সুখী ও নিরাময় হয় উহাই পরম ধর্ম্ম। হে মুনীশ্বরগণ! তোমরা ইহা চিন্তা করিয়া দেখ। যাঁহারা জগতের শ্রেয়োলাভের দিকে লক্ষ্য রাখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মনুষ্যগণের

নিকট আত্মীয় ও লৌকিক এই দুইটি মার্গের প্রচার করিবেন। * *

হে দেবদেব, জগন্নাথ, ধর্ম্মের সেতু! আপনাকে নমস্কার।

হংসযোগীর উক্তি — হে ভগবান! আমার মনে যে সংশয় রহিয়াছে উহা ছেদন করুন।

মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই সেবা; অতএব উক্ত ধর্ম্ম অপালনে শ্রুতিনিন্দা জনিত দোষ ঘটিবে। * * এজন্য চাতুর্বর্ণ্যের পরিত্রাণার্থ যথোচিত বিধান আপনার এখনই কর্ত্তব্য। পরন্তু আপনি কেমন করিয়া তাহাদের সামাজিক আশ্রম-ধর্ম্মের নাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন? * * আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে যে ধর্ম্ম উদ্বেল্লিত অর্থাৎ উৎকম্পিত বা নাশপ্রায়; হে প্রভু! তত্ত্বানুসন্ধান হেতু এই সকল প্রশ্ন করিতেছি, এজন্য আমাকে ক্ষমা করুন। * * [অতএব] প্রাচীন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন অথবা অন্য যে কোন ধর্ম্ম আপনার অভিমত হয় উহা প্রবর্ত্তিত করুন। হে প্রভু! সম্প্রতি এমন ধর্ম্ম স্থাপন করুন যাহা কলিযুগে মানবের আনন্দপ্রদ হয়। * *

জীর্ণাগার সংস্কার অপেক্ষা নূতনাগার নির্ম্মাণ করা যেমন সর্ব্বতোভাবে বিধেয় তদ্রূপ জরাজীর্ণ প্রাচীন ধর্ম্মস্থলে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মমণ্ডল আমি অদ্য* স্থাপন করিব। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে জগতের পরম সুখ প্রাপ্তি হইবে। * * শুদ্ধধর্ম্মাখ্য

নারায়ণের উক্তি

---

* কোন একটি বৈশাখীয় পূর্ণিমা তিথিতে ইহা উক্ত হইয়াছিল।

মণ্ডল আমি স্থাপন করিব। ইহা সনাতন, দিব্য এবং প্রতিকল্পে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। হে যোগীগণ, লোকাধিকারীগণের দ্বারা ইহার রহস্য সর্ব্বলোকে গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বকালে সকলের অতীব প্রয়োজনীয়। এই ধর্ম্ম শুদ্ধ-ধর্ম্ম, ব্রহ্ম-ধর্ম্ম, আর্য্য-ধর্ম্ম, সনাতন-ধর্ম্ম এবং অবতার-ধর্ম্ম নামে খ্যাত।* * হিমালয়ে শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের প্রধান অধিবেশন স্থান ; ইহার অধিকারীগণের নাম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ; ইহার বিদ্যা ষড়ক্ষরী মন্ত্র এবং সনাতন আত্মা ইহার দেবতা। ইহার কার্য্য, উন্নতি ও মঙ্গল বর্দ্ধক লোককৈঙ্কর্য্য। আমি এই বিশাল বদরীবনে শুদ্ধ-ধর্ম্ম স্থাপনার্থ নর-নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই ধর্ম্ম দক্ষিণ ও উত্তর মার্গাবলম্বীগণ সর্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধ-ধর্ম্মের বর্দ্ধক চারিটি সঙ্কল্প আমার আছে ; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য ও লৌকিক। ইহাতে লোকরক্ষক চারিজন মনু আছেন। মানবগণ চারি প্রকার পুরুষার্থের‡ প্রার্থনা করে। সপ্তলোকের পর আর একটি লোক আছে যাহার নাম শুদ্ধলোক। § ইহাও সপ্তলোকের ন্যায় সপ্তধা বিভক্ত।* * তথায় শুদ্ধবেদপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ এবং সঙ্কল্পসাধক চারিজন মনু বাস করেন।

---

† ইঁহাদের নামাবলী মৎপ্রকাশিত শুদ্ধ বিদ্যালহরী প্রথম খণ্ড (অবতরণিকা) দ্রষ্টব্য।

‡ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। (প্রাপ্তি পঞ্চম পুরুষার্থ)

§ ইহার পর আরও লোক আছে ; যথা—মহাশুদ্ধ, নির্ম্মল, আকাশ, বিন্দু, নাদ ও মহালোক।

এক্ষণে আমি নারায়ণ, শুদ্ধসঙ্কল্পনায়ক, সর্ব্বসংসারি-জীবনস্বরূপ আমার সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছি। কলিযুগে মানবে সামাজিক ক্রমবিভাগ নাই; কালপ্রভাবে তাহারা উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে ঐক্যমতে আনীত হইবে ও পঞ্চ সংস্কারত্রয় ভূষিত হইয়া একমাত্র সনাতন পুরুষের উপাসনা করিবে, ইহা আমি প্রচার করিতেছি। * * শুষ্ক বৃক্ষে জলসেচন অপেক্ষা উহার উচ্ছেদই যুক্তিযুক্ত। এই নিয়ম যেমন সকল বিষয়েই প্রযোজ্য তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়োপযোগী ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য জরাজীর্ণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উচ্ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্যবাদীগণ বলেন যে কলিযুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সাধনা কার্য্যকরী হইতে পারে না। কারণ, কুশতৃণ এখন আর জন্মাইবে না এবং দেবতাসকলও গোচরীভূত হইবেন না; তাঁহাদের অদৃশ্যতাবশত ধর্ম্মে রতি নষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্যান্য বৈদিক মতাবলম্বীগণ কেবল লোকাপবাদ-ভীত হইয়া বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বেদাধ্যয়নে শ্রদ্ধা নষ্ট হইবে এবং দরিদ্রতা ও অল্পায়ু প্রযুক্ত দাসত্ব স্বীকার করিয়া কলিযুগে কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। শ্রুতিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বহুধা বর্ণিত থাকায় ও অনেক ক্রম-যুক্ততা বশতঃ কলিযুগে উহা সাধন সাপেক্ষ হইবে না। কালের স্বভাবের দিকে লক্ষপাত করিলে আমরা মানবে শ্রদ্ধা বিহীনতা প্রভৃতির জন্য দোষারোপ করিতে পারি না। কারণ দেবতাগণের অদৃশ্যতাই শ্রদ্ধা লোপের প্রধান কারণ। ত্যাজ্য এবং উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ে লোকে প্রত্যক্ষের

রক্ষক হইয়া থাকে। কলিযুগে সনাতন অর্থাৎ চিরস্থায়ী ধর্ম্মই কেবল রক্ষণীয়। হে মহর্ষিগণ! কলিযুগে ধর্ম্মাধিকারী-গণ লোক সকলকে এমন ধর্ম্মোপদেশ দিবেন যাহাতে তাহারা আস্তিক ভাবাপন্ন হয়। দেবানুগ্রহেই লোকের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সেই দেবই অন্তর্যামী, আমাদের সকলের হৃদয়াকাশে অবস্থিত। তিনিই অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগতের প্রভু, সনাতন আত্মা; তিনিই ইহ সংসারে দহরস্থিত পরমাত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্ম। যে বিশুদ্ধাত্মা ইঁহাকে নিজ অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত পরব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনা করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হ'ন। বেদে উক্ত আছে যে প্রত্যগাত্মার পরিজ্ঞানই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রাপ্তি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। কলিযুগে ভগবান অন্তর্যামীরূপে উপাস্য। আত্মপরিজ্ঞান ব্যতীত সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া থাকে। হে মুনীশ্বরগণ! আমি আপনাদের সহযোগিতায় শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল স্থাপন করিব; কারণ রাজযোগই আত্মবিজ্ঞানের হেতু। এই মণ্ডলে কলিযুগে আত্মার ধ্যান মানবের পক্ষে পরম আশ্রয় হেতু আত্মবিজ্ঞান প্রণালী অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা অবলম্বন করিলে মানব অধিকারীর (স্বামীত্ব) পদে উন্নীত হইয়া থাকে। আত্মা আকাশরূপী, দেহে প্রকাশিত হ'ন; ইনি চিদ্রূপী অব্যয় বিষ্ণু। যোগীগণের আত্মা গুণভূত শব্দের দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। এইরূপে শব্দের দ্বারা চালিত আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম পুরুষত্ব প্রাপ্ত হ'ন এবং স্বকীয়

বিভূতি-বহনকারা রহস্যত্রয়-বিজ্ঞানী হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করেন ও নিজের প্রিয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ ঐ পদ প্রাপ্তি না ঘটিলে আলান-সংবদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় সংসরণগত অর্থাৎ সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মায়া তাঁহাকে দেহরূপ উপাধিতে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। ইহাতে উপহিত হইয়া পার্থিব ভোগসুখে রত হইয়া পড়েন ও এই অবস্থায় সর্ব্বতন্ত্ররূপ সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মের উপভোগ সুখ হইতে বঞ্চিত থাকেন। আত্মা নিজ স্বভাবানুরূপ শব্দের দ্বারা চালিত হইয়া পরমস্থান প্রাপ্ত হ'ন ইহাতে সংশয় নাই। শব্দ অক্ষরে সংস্থিত এবং অক্ষরকে বীজ কহে। শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে ঐ বীজ পরিবর্দ্ধিত হয়। যোগবীজ বলিয়া ইহা খ্যাত এবং ইহা সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়ক। এই যোগবীজ সর্ব্ব-লোকে গোপনে সংরক্ষিত এবং যোগামৃতদ্বারা অভিষিক্ত। ইহাই অথর্ব্বশ্রুতি-প্রেরিত যোগসাবিত্রী। এই সনাতনী দেবা যোগবীজে আবৃতা এইরূপ ধ্যান করিতে হয়। যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মাকে যোগ প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক উপাসনা করেন, তিনি মানবগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন ও সর্ব্ব বিভূতিযুক্ত হ'ন। তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই পরম অক্ষর ও স্বরাট্ (স্বয়ং দীপ্ত) পুরুষ। * * কলিযুগে সকল মানব এক জাতিগত, এক দেব উপাসক এবং এক শ্রুতিবর্গ হইবে। দুষ্টান্নবর্জ্জিত, সদাচারী, সৎসংস্কারযুক্ত, শুভাশ্রয়ী এবং সমদর্শী হইয়া

তাহাদের আত্মা সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) প্রতিফলিত দেখিতে পাইবে। (অতএব) হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা এই শাশ্বত সুখপ্রদ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করুন, কারণ ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিধান মানবগণের পক্ষে ইহযুগে শুভদায়ক হইবে না। বেদেও কোন কোন স্থলে ও কোন কোন সময়ে বর্ণাশ্রম-বিধান পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে কলিযুগ প্রভাবে ঐ সময় আগত যখন সকল ধর্ম্মই স্বভাবত একরূপ প্রাপ্ত এবং সমগ্র মানবজাতি অভেদযুক্ত অর্থাৎ একবর্ণ ও এক জাতিগত হওয়া উচিত। ইদানীং একমাত্র শুদ্ধ-ধর্ম্ম. যাহা যোগরূপ ও সনাতন, লোক সকলকে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য প্রদানে সক্ষম। অতএব, হে মুনিপুঙ্গব, সকল ধর্ম্ম একরূপে উপাগত হইলে শুদ্ধ-ধর্ম্ম-সাধন-প্রভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি ঘটিবে। আমি ব্রহ্মাংশ সম্ভূত, লোকসংরক্ষণ মানসে শুদ্ধ-ধর্ম্ম স্থাপনার্থ বদরীবনে অবতীর্ণ হইয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত জনসমুহ চাতুর্বর্ণ্যবিধি-প্রিয় থাকে ততদিন উক্ত বিধি চর্য্যা কলিযুগে কল্যাণকর হয়। মনুষ্য সমাজে উচ্চ নীচাদি বিভেদের শ্রেণী জ্ঞানমুলক হওয়া উচিত; কারণ বিদ্যাবান মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং বিদ্যাহীন অধম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। বিদ্যালাভে সকলেরই অধিকার আছে; বিদ্যাবান পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সুখ-সাধনোপায়ভূত জ্ঞান লাভ করেন। এই শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই অর্হস্থান লাভের অধিকারী এবং সকলেই

অধিকার পুরুষগণের শাসনাধীন। ইহাতে পরম ব্রহ্ম, সনাতন আত্মা, পুরুষকার ও প্রকৃতি সকলের পক্ষেই সমান। যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় সমবুদ্ধিযুক্ত তাহার সকল কামনাই পূরিত হয় এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তিই ব্রহ্মবিৎ ও সকলের শীর্ষ স্থানীয় হইয়া থাকেন। কলিযুগে লোক সকলের দিব্যদৃষ্টি যাবৎ উন্মেষিত থাকে তাবৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিধান সুখাবহ হয়। (পরন্তু) কলিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ হয় না, যদিও ইহার উন্মেষার্থ চাতুর্বর্ণ্যবিধিই প্রশস্ত। কলিযুগে স্বভাবত দিব্যদৃষ্টি জন্মায় না; অতএব, হে মুনীশ্বরগণ, আপনারা যথোচিত সমাদর ও পূজাদ্বারা শুদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার সাধন করুন। * *

দ্বিতীয় পটল।

নারায়ণের উক্তি—

* * হে নরোত্তম দেব, আমি সনাতন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর ; ইহা প্রত্যক্ষাবগম্য, পবিত্র, নির্ম্মল এবং কলিযুগের মানবের সুখকর।

চতুর্বিংশতি তত্ত্বের* নাম পুরু এবং ইহাদের সমুদায়ের নামও পুরু। উহা নয়টি দ্বারযুক্ত দিব্যনগর ; এই পুরীতে আত্মা শয়ন করেন বলিয়া ইহা পুরুষ নামে সর্ব্বলোকে বিখ্যাত। সকল মনুষ্য এবং দেবতাগণও এই জন্য পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যাহা পুরুষের অভীষ্ট ফল প্রদান করে তাহার নাম পুরুষার্থ। এক্ষণে উহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। পরন্তু আর একটি পুরুষার্থ আছে যাহা প্রাপ্তি নামে প্রসিদ্ধ ; ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ। যখনই মনে এই ভাব উদয় হয় যে "আমি সকলের রক্ষক হইব" তখনই

---

* সাংখ্যমতে—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) পঞ্চ মহাভূত [ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম], পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় [শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসনা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়], পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় [বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ]=২৪ তত্ত্ব। [এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট দেখুন]

ঐ রক্ষকত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। এইজন্য মনীষিগণ প্রথম পুরুষার্থ ধর্ম্মেই এই রক্ষকত্ব সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। প্রত্যেকেই মনে করে যে "আমি সকল শব্দের বাচ্য বস্তুর জ্ঞাতা হইব"। এইজন্য তত্ত্ববিৎগণ বলেন যে অর্থই দ্বিতীয় পুরুষার্থ। প্রত্যেকেই ভাবনা করে যে "আমি সুখী হইব"। এই কামনাই তাহার তৃতীয় পুরুষার্থ যাহা সুখরূপে প্রতীয়মান হয়। সকল কর্ম্ম সমাপনান্তে প্রত্যেকেই মনে করে যে "আমি মুক্ত"; অতএব মোক্ষই চতুর্থ পুরুষার্থ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। সকলেই অনুভব করে যে "আমি পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি"; এইহেতু ব্রহ্মবাদীগণ বলেন যে দেহীগণের শুভাশ্রয়া প্রাপ্তিও পুরুষার্থ স্বরূপ।

জ্ঞান, ইচ্ছা ক্রিয়া এবং ইহাদের সমাহার, এই চারিটি মনুষ্যগণের জন্য পুরুষার্থ সাধনের উপায় স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সকল মণ্ডলেই এইগুলি ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবহৃত হয়; কারণ ইহারাই সকলকে রক্ষা করে।

ধর্ম্ম কালের সমগুণযুক্ত; কালই বিভু (সর্ব্বব্যাপী), কালই পরম পুরুষ। মানবগণ তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহারা কালের অধীন, কারণ কাল দুরতিক্রমণীয়। কাল চতুর্ব্বিধ, যথা—কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। ধর্ম্মকোবিদ্‌গণ বলেন যে অনন্ত পুরুষের স্বরূপ এই কালেই অভিব্যক্ত এবং এক একটি যুগ ভগবানের চিদাবয়ব, ইহা স্থির জানিও। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মহর্ষিগণ তাঁহাদের নিজ

নিজ দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে ধর্ম্মের প্রকার ও শ্রেণীগত বিভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের উপযোগী ধর্ম্মের অনুশাসন প্রদান করিতেন। ধর্ম্ম সকল সময় সকল স্থানে একরূপ হইতে দেখা যায় না; সকলের প্রতি এক ধর্ম্ম খাটে না; ইহার শ্রেষ্ঠাংশ (ধর্ম্মসার) ভগবৎকালনিয়মানুগত অর্থাৎ যুগভেদে প্রভেদযুক্ত হইয়া থাকে। যাহা সর্ব্বদা সমুদায় জগৎকে স্বয়ং রক্ষা করে তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিও, কারণ ঐ ধর্ম্মই যুগে যুগে শুভাবহ হইয়া থাকে। কাল-স্বভাবে ধর্ম্ম, অধর্ম্মরূপে এবং অধর্ম্ম, ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হয়। ধর্ম্মকর্ম্মে জীবভূত হইয়া অধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে এবং অধর্ম্মেও সেইরূপ ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। উভয়ের এই সম্বন্ধ শাশ্বত। অসৎব্যক্তিগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম বা আসুর ধর্ম্ম ও সৎব্যক্তিগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম্ম, ধর্ম্ম বা দেবধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণের দ্বারা অভিহিত হয়। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ই ব্রহ্মের নিত্য স্বভাব সংজ্ঞিত; ইহাদের পর সমাহার-জ্ঞেয় শুদ্ধ-ধর্ম্ম।

হে নরদেব! সমস্ত জগতের অভ্যুদয়-সাধক (১) অহিংসা, (২) সত্যবচন, (৩) যথাশক্তি লোক-কৈঙ্কর্য্য এবং (৪) সর্ব্বত্র একরূপে স্থিত পরমাত্মার উপাসনা, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। * * এই শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে যে ধর্ম্ম অনুশাসিত হইয়াছে উহা শুদ্ধ, স্বার্থ বিহীন এবং সমগ্র জগতের শুভাবহ। * * শুদ্ধগণ, সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম জ্ঞানপরা (জ্ঞানশক্তি মূলক),

ত্রেতায় কর্ম্মপরা (ক্রিয়াশক্তি মূলক), দ্বাপরে ভক্তিপরা (ইচ্ছাশক্তি মূলক) এবং কলিতে সমাহারপরা (আত্মপরা) দর্শন করেন এবং এই কলিধর্ম্মকেই শুদ্ধ-ধর্ম্ম বলে। আত্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ধর্ম্মবৎসল মুনি ও মহাত্মাবর্গ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন ("কলিঃ সাধুঃ, কলিঃ সাধুঃ, কলিঃ সাধুঃ" অর্থাৎ কলি ধন্য এইরূপ ত্রিধা প্রশংসা করেন), কারণ কলিযুগে জাত সকলেই ব্রহ্মদর্শী হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত।

সকল ধর্ম্মের উপক্রম (আদি) ও উপসংহার (অন্ত) শাশ্বত (নিত্য) এবং ত্রিমূর্ত্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) দ্বারা কৃত (রচিত, বিহিত) ; অতএব ধর্ম্মকোবিদ্গণ ইহাদের বিষয় সম্যক্ জানিতে চেষ্টা করিবেন। কৃতযুগে সকল ধর্ম্মের উপক্রম দেহমণ্ডলে ও কলিযুগে উপসংহার আত্মায় প্রযুক্ত ; ইহার অন্যথা নাই। * *

যে ধর্ম্ম সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অব্যয় ; সর্ব্বত্র একরূপ, সমভাবযুক্ত ও অন্যের হিতকর ; এবং নিত্য, অচ্যুত, নির্ম্মল, সর্ব্ব জগতের সুখাবহ, সর্ব্বসেব্য ও ব্রহ্মমূলক ; উহাই সনাতন ধর্ম্ম। শুদ্ধদিগের সেব্য ইহাই একমাত্র ধর্ম্ম। ইহা সর্ব্বত্র প্রীতিবর্দ্ধক এবং সকলধর্ম্মের জীবভূত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। [এইরূপ সনাতন ধর্ম্ম, শুদ্ধ-ধর্ম্ম-নায়ক পরম গুরু, নরদেবের নিকট ব্যাখা করিয়াছিলেন] * *

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে এক অব্যয় সত্তার এবং বিভক্তে (বিশ্বে) অবিভক্তের (অব্বয়ের) প্রকাশ উপলব্ধি করে সেই

শুদ্ধ ধর্ম্মবান। সকল দেহই সমান, কেবল গুণ ও কর্ম্মের সংমিশ্রণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ আপাততঃ উহাদের মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই মর্ত্তলোকে সকল দেহীই সমান ইহা নির্ণীত হইয়াছে। পরমাত্মা পরম ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমান, তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। চণ্ডাল, কুক্কুর মাংসাশী ব্যাধ এবং অধমাধম শ্রেণীভুক্ত সকলেই স্বভাবতঃ পরমাত্মার দাসভূত। বুধগণ আত্মাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি বর্ণবিভেদ করেন নাই। শ্রুতিতেও যে জাতিভেদের উল্লেখ আছে উহা মানবের লৌকিক স্থানভেদের পর্য্যায় নির্দ্দেশ বই আর কিছু নয়। * * কলি যুগে সকল শাস্ত্রই (অর্থাৎ বেদ, তন্ত্র, পুরাণাদি) সকলের জন্য সাধারণ (অর্থাৎ একবিধ) হইবে, এই হেতু কলিযুগে সর্ব্বজাতির শোভা বৃদ্ধি হইবে। এই যুগে প্রত্যেক জাতিতে ব্রহ্মাংশগত মহাত্মা, জ্ঞানী, গুরু স্থানীয়, লোকপূজ্য ব্যক্তি সকল জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব, হে যোগীন্দ্র, কলিই ধন্য। যুক্তিযুক্ত বাক্য এবং প্রত্যক্ষাবগম্য ধর্ম্ম সকলের নিকট গ্রহণীয় (জ্ঞেয়)। হে মুনিপুঙ্গব, তুমি ইহাতে কি দোষ দর্শন করিতেছ? * *

বসিষ্ঠ দেবের উক্তি

হে ভগবান, শুদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, প্রথম আচার কি, জাতি-ধর্ম্মই বা কিরূপ, শুদ্ধ ধর্ম্ম মণ্ডলের ধর্ম্মশাস্ত্র কীদৃশ, আমাদের দ্বারা কলিযুগে লোকসকল কি প্রকারে শিক্ষণীয় হইবে এবং এই যুগে অন্যান্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের জানা উচিত, হে দেবেশ, কমলাপতি, এই সমস্ত ব্যক্ত করুন। আপনাকে নমস্কার।

নারায়ণের উক্তি

* * শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলস্থ দেবতা এবং মানব প্রত্যেকের জন্য কলিযুগে আচারই প্রথম অনুষ্ঠান (ব্যবস্থিত) হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়াভ্যন্তরে আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত; আত্মবিজ্ঞানই কলিতে সনাতন ধর্ম্ম (বলিয়া স্বীকৃত ও অনুষ্ঠিত) হইবে! আত্মাকে অন্তর্যামী, আচার্য্য, দেবতা ও সর্ব্বার্থসাধক জানিয়া উপাসনা করিলে কলিযুগে মানব পরাগতি প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করে)। কলিতে একমাত্র জ্ঞানেই জাতি-পর্য্যায় (নির্ভর করিবে ও নির্দ্ধারিত) হইবে; জ্ঞানই সকলের মূলীভূত; জ্ঞান ছাড়া কিছুই নাই। সর্ব্ববর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র), (এমন কি) পঞ্চমগণ, যবনেরা, শাকুনিকেরা (কর্ণকুঞ্জরাঃ) এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জাতীয় যে কেহ কলিযুগে শুদ্ধ-ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সর্ব্বকালে সুখাবহ হয় না। ঐ ধর্ম্ম শরীর মূলক, আত্মমূলক হয় না। সত্যাদি-যুগে তপস্বীগণ বিদ্যার সম্যক্ বিচার পূর্ব্বক পরম প্রভু ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতেন। পরন্তু কলিযুগে মনুষ্য ভক্তিমান হইবে না এবং নানারূপধারী স্বানুরূপ ফলপ্রদাতা সনাতন প্রভুর অর্চ্চনা করিবে না। কলিযুগে মহর্ষিগণ ও দেবতাগণ অপ্রত্যক্ষীভূত হওয়ায়, অগ্নির পবিত্রতা নষ্ট হওয়ায় এবং প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতির নাশ হেতু মানবে বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তি লোপ পাইবে। * * মানবের মনে কার্য্য করিবার ইচ্ছা যখনই জাগরিত হয় তখনই উহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কলিতে মানস শুদ্ধিই উত্তমাশুদ্ধি,

বলিয়া পরিগণিত হইবে। শুদ্ধমনা ব্যক্তিগণ শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলোপদিষ্ট যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যার অনুষ্ঠান বলে তাহাদের আত্মাকে তেজোময় দর্শন করিবে। সর্ব্বত্র সমদর্শন দ্বারা মনঃশুদ্ধি সাধিত হয় এবং যখন সকলেই সমান এই জ্ঞান জন্মে তখন সমদর্শন সিদ্ধ হয়। যে ধর্ম্ম সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে অব্যয় (অর্থাৎ অক্ষয়, অবিকৃত) এবং সর্ব্বলোক দ্বারা সহজেই সেবিত হয় উহা সনাতন ধর্ম্ম। * *

এই শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে দাস, তীর্থ, ব্রহ্ম এবং আনন্দ নামে বিখ্যাত চারিটি আশ্রম প্রচলিত আছে। ইহাতে দুইটি মার্গ আছে,—দক্ষিণ মার্গ ও উত্তর মার্গ; কেবল দক্ষিণ মার্গাবলম্বী-গণকে লোককৈঙ্কর্য্য তৎপর হইতে হয়। ইহারা শুদ্ধ-বিদ্যা-রহস্যার্থবেদনরূপ জ্ঞান লাভ করিবে এবং উত্তরমার্গাবলম্বীগণ সবীজ মন্ত্র ধ্যান ও জপ এবং হোম দ্বারা নানাশক্তিসম্পন্ন হইবে। * *

দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পটল।

(দাসাধ্যায়)

হংসযোগীর উক্তি—

হে মুনিসত্তমগণ, পুরাকালে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ দ্বারা যেরূপে সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা আমি আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি। ঐ সংস্কৃত ধর্ম্ম এই যে সকল লোকেই (ভূরাদি সপ্তলোক) সেই এক দেবতা, সনাতন,

সর্ব্ববিভূতিদাতা, পরম গুরু, সর্ব্বাতীত, সর্ব্বরূপ, দিব্য-মঙ্গল-বিগ্রহের উপাসনা করিবে। এই ধর্ম্মই সনাতন, অদ্যাপি শুদ্ধ ও সিদ্ধরূপে দীপ্তিমান রহিয়াছে, এবং ইহার সেবকদিগের একমাত্র জাতি কল্পিত হইয়াছে। পুরুষের স্বভাব অনুসারে চারিটি আশ্রম প্রচলিত আছে; প্রথমটি দাস আশ্রম, দ্বিতীয়টি তীর্থ আশ্রম, তৃতীয়টি ব্রহ্ম আশ্রম এবং চতুর্থটি আনন্দ আশ্রম। যে যেরকম ধর্ম্মযুক্ত তাহার সেইরূপ কর্ম্ম প্রশস্ত। অতীত কালে ভগবান বলিয়াছেন যে, সেই দাস হইবার অধিকারী যে আত্মবিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা স্বচেষ্টায় আত্মমতিযুক্ত হইয়া লোকমান্য হইয়াছে এবং সেই ধর্ম্মাত্মা এবং শুদ্ধভাব সমন্বিত। প্রথম শুদ্ধপীঠে আরূঢ় হইয়া সে যোগসেবা দ্বারা একমত অর্থাৎ সমদর্শী ও লোক-কৈঙ্কর্য্যপর হইয়া থাকে। সে তাহার নিজের ধর্ম্ম, স্বজন, সমস্ত জগৎ ও সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা করে। সে আত্মানাত্ম-বিবেকাখ্য বিজ্ঞানরত্ন-ভূষিত ত্রিবিধ বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। বুধগণ এইরূপ সাধককেই দাস বলেন। দাস নামক প্রত্যেকেই শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের দৈবিক ও লৌকিক যাবতীয় কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পাদন করে। জগতের দুঃখ দর্শনে সে পীড়িত হয় এবং (দয়া পরবশ হইয়া) ঐ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নির্ম্মল বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সুখের উৎকর্ষ স্থাপনার্থ আত্মার উপাসনায় রত থাকে। এইরূপ দাসই সকলের শ্রেষ্ঠ। * *

দ্বিতীয় পটল।

—(দাসাধ্যায়)—

[১১৫ শ্লোকের পর]

ধর্ম্ম-সূত্র।

* * (১) ভগবান নারায়ণ, মহাসিদ্ধ এবং অধিকারী কাশ্যপকে যে ধর্ম্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা এইঃ—

হংসযোগীর উক্তি—

(২) পরব্রহ্মে দুইটি সনাতন অর্থাৎ নিত্য স্বভাব বিদ্যমান আছে, যথা—ভাব ও অভাব; নিগু‍র্ণ ও সগুণ; স্ত্রী ও পুরুষ; শুদ্ধ ও অশুদ্ধ; একরূপ ও অনেকরূপ; মায়া ও মায়ীত্ব; প্রকৃতি ও পুরুষরূপ; কার্য্য ও কারণভূতত্ব; আনন্দ ও সুখদুঃখ, শুদ্ধ ও পুণ্যপাপফল; সনাতন ও নিবৃত্তি প্রবৃত্তি ধর্ম্ম; আত্মা ও অনাত্মাত্ব।

(৩) ভাব-স্বভাবযুক্ত পুরুষই আত্মা বা পরমাত্মা এবং সকলের উপাস্য।

(৪) অন্যটি তাঁহার সহচর, অভাব-স্বরূপ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যিনি দেবী, মায়া, ব্রহ্মশক্তি বলিয়া কথিতা হইয়া থাকেন; ইনি নানারূপ বিশিষ্টা।

(৫) ব্রহ্মের ভাবরূপই আত্মারূপে বর্ণিত হইয়া থাকে।

(৬) [এবং] ইঁহার অভাবরূপ প্রকৃতিরূপে খ্যাত।

(৭) এই দুইটি ব্রহ্মের শরীরভূত সনাতন স্বভাব।

(৮) এই স্বভাবদ্বয় পরস্পর নিত্যযুক্ত।

(৯) যোগের হেতুস্বরূপ জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও সমাহার এইগুলি ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।

(১০) ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান পঞ্চধা বিভক্ত যথা— "আমি (১) পর, (২) কারণ, (৩) অবতার, (৪) অর্চ্চ, (৫) অন্তর্যামী"—অর্থাৎ আমি পরম পুরুষ, (তাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের) কারণ, অবতার (উৎপত্তি), অর্চ (দীপ্তিমান দেবতা, প্রতিমা) ও অন্তর্যামী (অন্তরাত্মা, হৃদয়স্থিত শাসনকর্ত্তা, আন্তরিক ভাব বেত্তা)।

(১১) ব্রহ্মের ইচ্ছাই তাঁহার শক্তি।

(১২) এই ইচ্ছার কার্য্য, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করণ।

(১৩) এই ত্রিতয়াত্মক ভাব একরূপে সমাহৃত হয়; এই সমাহারগত অবস্থাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

(১৪) অভাবরূপ ব্রহ্মের বিশেষ এই যে ইনি শরীররূপ উপাধিতে অভিবর্দ্ধিত হ'ন।

(১৫) এইরূপ অভিবর্দ্ধন ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ নিত্য ব্যবসায় অর্থাৎ নিয়ম।

(১৬) দেহীগণের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব হেতু ইহাও (শক্তি ও উহার কার্য্য অথবা অভিবর্দ্ধন) অনাদি ও অনন্ত।

(১৭) দেহীগণের এই প্রাকৃতিক কার্য্যে যুক্ত হওয়া অর্থাৎ যোগদান করাই স্বব্যবসায়রূপ পরম পুরুষার্থ।

(১৮) ব্রহ্মের সনাতন ধর্ম্ম বা স্বভাব বিজ্ঞান এই ব্যবসায় সাধনের উপায়।

(১৯) সংসার নানারূপ যাহাকে প্রকৃতি বলা হয় এবং যাহা ব্যবসায় অধিকরণভূত।

(২০) যাবৎ ব্রহ্মের সনাতন-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান দৃঢ়তম থাকে তাবৎ এই ব্যবসায়, তদধিকরণ ও তৎকর্ত্তা অর্থাৎ আত্মা, প্রভুত্ব অর্থাৎ পরম শক্তি উপভোগ করে (শ্রুয়তে)।

(২১) জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা, পরম ঈশ্বর, পরাৎ-পর আত্মা, পরম পুরুষ নারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অন্যান্য দেবতাগণ, মহাত্মাগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ; মানবগণ এবং অন্যান্য জীবগণ সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় স্বরূপ সনাতন-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান আচরণ করিয়া থাকেন।

(২২) অতএব এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞানই সংসারের সকল পুরুষের স্বানুরূপ ব্যবসায় সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

(২৩) সকলের ব্যবসায় সৃষ্টি-স্থিতি-সমাহার রূপ হইয়া থাকে।

(২৪) বিজ্ঞান কেবল ব্রহ্ম-স্বভাব-বিষয়ক হইয়া থাকে এবং শ্রুতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া বহুধা বর্ণিত হইয়াছে।

(২৫) ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের (প্রকৃত) ক্রম এই:—প্রথম, ব্রহ্ম ও তদ্বিভূতি বিজ্ঞান; দ্বিতীয়, প্রকৃতি ও তদ্বিভূতি-বিজ্ঞান—

ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের একমাত্র কারণব্যূহ স্বরূপ, এই জ্ঞান; তৃতীয়, ব্রহ্মের অবতার স্বরূপ ও তদ্বিভূতি-বিজ্ঞান; চতুর্থ, ব্রহ্মের অর্চা অর্থাৎ মূর্ত্তিরূপ ও তদ্বিভূতি-বিজ্ঞান; পঞ্চম, ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ ও তদ্বিভূতি-বিজ্ঞান; এই-রূপ শ্রুতিতে বেদিত হইয়াছে।

(২৬) অতএব আত্মা ও তদ্বিভূতি-বিজ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপ-বিজ্ঞান এবং ইহাই ব্যবসায় সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া গীত হইয়াছে।

(২৭) যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বরূপ, সনাতন, ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া জানেন সেই পুরুষ ওজস্বী, বর্চস্বী, হরস্বী, জ্ঞানী, বলী, কামরূপী ও উত্তম অধিকারী হইয়া থাকেন।

(২৮) এইরূপে, জ্ঞানী পুরুষ স্বানুরূপ সবিভূতিক ব্যবসায় সমাপনান্তে পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন, পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন ও তৎপরে ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করেন।

(২৯) নিজ নিজ আত্মবিজ্ঞানের অনুরূপ ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি দ্বারা ব্যবসায় সাধিত হয়।

(৩০) জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও সমাহার ইহাদের দুইটি আত্মনিষ্ঠ ও দুইটি প্রকৃতিনিষ্ঠ হয়।

(৩১) অতএব অন্তর্যামী ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা দ্বারা যোগী ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন হইয়া সমগ্র ব্যবসায় উত্তমরূপে সমাপনান্তর পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(৩২) অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্যান্য মহাত্মাগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ এবং মনুষ্যগণ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্ম-শক্তি ও ব্রহ্মকর্ম্ম দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন।

(৩৩) অতএব, হে কাশ্যপ, তুমি আত্মীয় এবং অনাত্মীয় সকল ধর্ম্মই আচরণ কর এবং সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপোপাসনা সঞ্জাত নিশ্চয়জ্ঞান সাহায্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সন্নিহিত ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মশক্তিযুক্ত আত্মার উপাসনা কর।

হংসযোগী উবাচ—

ইত্যেবং ভগবদ্ধর্মসূত্রং পূর্ব্বং শ্রুতং ময়া।
ত্রয়স্ত্রিংশন্মহাবাক্যং প্রণবার্থ পরং মতম্ ॥১১৬
ব্রহ্মণঃ পঞ্চমূর্ত্তেহি স্বরূপঞ্চ মহর্ষয়ঃ।
তচ্চৈবমেবোপাস্যং স্যাদিতি বেদেন ভাষিতম্ ॥১১৭
প্রথমঞ্চ পরং রূপং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতম্।
কেবলং নেতি নেতীতি বিদ্যয়া সমুপাস্যতে ॥১১৮
দ্বিতীয়ং কারণং রূপং ব্যূহসংজ্ঞং তথা মতম্।
তৃতীয়ঞ্চাবতীর্ণন্তু রূপন্তব্রহ্মণো বিদুঃ ॥১১৯
তথাহ্যুপাসমানশ্চ তত্তৎকালে বিশেষতঃ।
অবতীর্ণব্রহ্মণো হি প্রতিমাঃ ত্রিগুণাত্মিকাম্ ॥১২০
পত্রপুষ্পাদিভিশ্চৈব তত্তদ্ভক্তা হ্যুপাস্যতে।
ব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানপূর্ণাশ্চৈব মহাজনাঃ ॥১২১

স্বান্তর্যামিণমাত্মানং সর্ব্বরূপমুপাসতে।
যেনাত্মা হি পরিজ্ঞাতঃ স যোগী পরমোমতঃ ॥১২২
স এব চাত্মরূপং হি ব্রহ্ম বেত্তি সনাতনম্।
য এব চেত্থং লোকেভ্যঃ শাশ্বতং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥১২৩
শুদ্ধং স্বার্থবিহীনঞ্চ বদেদিতি হি নির্ণয়ঃ।
এবং বদতি শুদ্ধাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥১২৪
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি সর্বাণি চ যথাবলম্।
নাহং বর্ণাশ্রমী পাপী পুণ্যবান্ন চ ধার্মিকঃ ॥১২৫
দৃশ্যতে সর্বমেকং হি ভেদে দাসো ভবাম্যহম্।
ইত্যতশ্চাত্মরূপং হি শুদ্ধোপাস্যমিতি স্তুতম্ ॥১২৬
সংসারমূলকং সর্বং তপশ্চান্দ্রায়ণাদিকম্।
সর্ববিদ্যাপরিজ্ঞানং সংসার সুখসাধনম্ ॥১২৭
আত্মা যদা হি বিজ্ঞাতস্তদৈব ফলবদ্ভবেৎ।
অতশ্চাত্মপরিজ্ঞানং সংসারসুখসাধনম্ ॥১২৮
ততঃ সংসার কার্য্যস্য প্রত্যূহো নাশমেষ্যতি।
আত্মান্যত্বপরিজ্ঞানং তত্তদ্দেহ স্বভাবতঃ ॥ ১২৯
প্রত্যূহঃ স চ মৃত্যুঃ স্যাদতোঽভেদঃ সনাতনঃ।
আত্মনো বা ব্রহ্মণশ্চ সামীপ্যং পরমং ফলম্ ॥১৩০
অপরাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যুক্তিমত্র মুনীশ্বরাঃ।
শুদ্ধাত্মশাস্ত্রাভ্যাসস্য মুখ্যত্বং তৎপ্রয়োজনম্ ॥১৩১
নিত্যঞ্চাশ্নন্তি জনাঃ কিমর্থমিতি পৃচ্ছত।
নশ্যন্তিচাশনাভাবে কিমন্যৎস্বিদমেব হি ॥১৩২

শরীরং ভোগায়তনং গতঃ কুত্র পুমাংশ্চরন্ ।
তমবিজ্ঞায় পুরুষমক্ষরং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥১৩৩
কিঙ্কার্যং কর্ম কুর্বন্তি সর্ববীজং সনাতনম্ ।
অকারবাচ্যং তত্ত্বস্তু রক্ষণীয়ং হি সর্বদা ॥১৩৪
তদাত্মা স্যাজ্জীবভৃতো নায়কঃ সর্বসংসৃতেঃ ।
ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিতস্তস্য বিজ্ঞানব্যবসায়তঃ ॥১৩৫
বর্ধনং সর্বভূতীনাং মূলমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।
মূলে সেকঃ প্রকর্তব্যঃ সেকঃ সা স্যাদভেদধীঃ ॥১৩৬
তৎসেক বর্ধিতো হ্যাত্মা বর্ধতে শোভনৈর্গুণৈঃ ।
অতশ্চাত্মমহাবিদ্যাধ্যয়নং মুখ্যমুচ্যতে ॥১৩৭
তদধ্যয়নসঞ্জাতজ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।
প্রথমস্তু জগৎপশ্যেত্ততস্তেন জগৎপতিম্ ॥১৩৮
গ্রাহয়োর্লক্ষণং বচ্মি নবপঞ্চকয়োরপি ॥১৩৮½

** ** **

ভাবার্থঃ—

হংসযোগীর উক্তি—

ভগবানের মুখনিঃসৃত এই ধর্ম্মসূত্র আমি পুরাকালে শ্রবণ করিয়াছিলাম। এই ৩৩টি মহাবাক্য প্রণবার্থজ্ঞাপক শ্রেষ্ঠমত (প্রচলিত আছে)। বেদে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের এই পাঁচটি মূর্ত্তি এবং তৎস্বরূপ এই প্রকারেই উপাসনা করিতে হইবে। প্রথম ব্রহ্মের পরম রূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা কেবল "নেতি নেতি" বিদ্যার সাহায্যে সম্যক্‌রূপে উপাসনা করিতে

হইবে। দ্বিতীয়, কারণরূপ যাহা ব্যূহসংজ্ঞিত অর্থাৎ ব্রহ্মের বিস্তার বা সমূহ জ্ঞাপক। তৃতীয়, অবতাররূপ, ইহাও ব্রহ্মের রূপ বলিয়া জান। চতুর্থ, অর্চ্চা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কালে বিহিত অবতীর্ণ ব্রহ্মের ত্রিগুণাত্মিকা প্রতিমার পত্রপুষ্পাদি সহযোগে উপাসনা। পঞ্চম, আত্মপূজা অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ-বিজ্ঞানপূর্ণ মহাজনগণ কর্ত্তৃক স্বান্তর্যামী সর্ব্বরূপ আত্মার ধ্যান বা উপাসনা; যে ব্যক্তি এই আত্মার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই পরম যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে কেবল তিনিই সনাতন ব্রহ্মকে আত্মারূপে নিশ্চয় জানেন যিনি লোকসকলের নিকট এবম্বিধ শাশ্বত, শুদ্ধ, স্বার্থবিহীন উত্তম ধর্ম্মের প্রচার করেন। সর্ব্বত্র সমদর্শী শুদ্ধাত্মা যিনি এখানকার যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাশক্তি সম্পাদন করিয়াছেন তিনি ঘোষণা করেন যে "আমি বর্ণাশ্রমী, পাপী, পুণ্যবান বা ধার্ম্মিক নহি; আমার নিকট সকলই এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পরন্তু (ব্যষ্টিগত) ভেদে আমি দাস শ্রেণীভূক্ত"। এইজন্য (শুদ্র ধর্ম্ম-মণ্ডলে) আত্মস্বরূপই শুদ্ধগণের উপাস্য বলিয়া স্তুত (প্রশংসার সহিত ব্যবস্থিত) হইয়াছে। সংসারমূলক তপ, চান্দ্রায়ণাদি, সর্ব্ববিদ্যাপরিজ্ঞান এবং শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্ম, আত্মজ্ঞান হইলেই ফলদায়ক হয়। এই হেতু আত্মপরিজ্ঞান সংসার-সুখসাধনের হেতু ও সংসার কার্য্যের বিঘ্ননাশক। দেহের স্বভাবগত ভেদ অনুসারে আত্মাতে অন্যত্ব পরিজ্ঞান, প্রত্যূহ অর্থাৎ বিঘ্ন নামে খ্যাত এবং ইহা আবার মৃত্যু বলিয়া

অভিহিত হয়। এইজন্য অভেদ জ্ঞানই সনাতন এবং এই জ্ঞানের চরম ফল আত্মা বা ব্রহ্মের সামীপ্য লাভ। হে মুনীশ্বরগণ, শুদ্ধাত্মশাস্ত্রাভ্যাসের মুখ্যত্ব এবং উহার প্রয়োজন বিষয়ে আমি আর একটি যুক্তি প্রদান করিতেছি। মানবকে জিজ্ঞাসা করিবে যে তাহারা নিত্য আহার করে কেন, অশনাভাবে মরিয়া যায় ইহাতে কিসের নাশ হয়, ভোগায়তন শরীরের নাশে পুরুষ কোথায় যায়, প্রকৃতির পরস্থ অক্ষর-পুরুষকে না জানিয়া তাহারা কি কার্য্য করিয়া থাকে। সকলের বীজস্বরূপ সনাতন পুরুষ অকার বাচ্য। সেই বস্তুই সর্ব্বদা রক্ষণীয়। তিনিই জীবভূত আত্মা, সর্ব্বসংসারের নায়ক। যত্নসহকারে ইহাঁর জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হ'ন। বুধগণ বলেন যে, সকল ভূতই মূল হইতে বৰ্দ্ধিত হয় এজন্য মূলেই সেক (সেচন দ্বারা পুষ্টিবর্দ্ধন) প্রকর্ত্তব্য এবং এইরূপ সেকই অভেদজ্ঞান। এইরূপে সেক-বৰ্দ্ধিত আত্মা শোভনগুণযুক্ত হ'ন। অতএব আত্মমহাবিদ্যাধ্যয়ন মুখ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অধ্যয়ন সঞ্জাত জ্ঞানদীপের অত্যুজ্জ্বল আলোক সাহায্যে প্রথমে জগৎ এবং পরে তৎসাহায্যে জগৎপতিকে দর্শন কর।

এক্ষণে আমি নয়টি ও পাঁচটি প্রতিজ্ঞা* বা অঙ্গীকারের লক্ষণ বলিব। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

সম্পূর্ণ

* মৎপ্রকাশিত শুদ্ধবিদ্যালহরী, প্রথম খণ্ড (অবতরণিকা) ১৬ পৃষ্ঠায় বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট ।

(চয়নিকা)

পরিশিষ্ট ।

(চয়নিকা)

[১]

আশ্রম বিভাগ

রাজযোগ মার্গ অনুসরণের জন্য শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে চারিটি আশ্রম বিভাগ আছে, যথা—(১) দাস, (২) তীর্থ, (৩) ব্রহ্ম ও (৪) আনন্দ বিভাগ। প্রথম তিনটিতে ৭ বৎসর করিয়া ২১ বৎসর এবং চতুর্থ বিভাগে ৩ বৎসর, একুণে ২৪ বৎসর থাকিতে হয় !

---

[২]

দীক্ষা

উপরি উক্ত চারি প্রকার আশ্রমীর জন্য দীক্ষা সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—

(১) বামদেব দীক্ষা
(২) ভদ্রকেতু ''
(৩) ধর্ম্মকেতু ''
(৪) শ্বেতকেতু ''
(৫) বসিষ্ঠ ''

প্রাথমিক দীক্ষা

ইহাদের কোন একটি দীক্ষা প্রথম প্রবেশ কালে গ্রহণ করিতে হয়। এই গুলিকে প্রাথমিক দীক্ষা (Preliminary Initiation) বলে।

একাক্ষর দীক্ষা

ইহার পর একটি একাক্ষর দীক্ষা প্রদান করা হয়।

এই পঞ্চ দীক্ষার অন্তর্গত কোন একটি দীক্ষার নিয়মাবলি পালন করিতে করিতে একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। তদন্তর রাজযোগ মার্গে অভিজ্ঞতা ও প্রবেশের অধিকার জন্মে।

---

[৩]

মহা দীক্ষা

ইহার পর অধিকারী বা সাধককে ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ উপযুক্ততা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাত প্রকার দীক্ষা প্রদান করা হয়, যথা—

(১) পার্থিব দীক্ষা
(২) বায়ু ”
(৩) শুক্র ”
(৪) অগ্নি ”
(৫) চন্দ্র ”
(৬) আদিত্য ”
(৭) যোগদেবী ”

এই গুলিকে সপ্ত মহাদীক্ষা (Seven Great Initiations) বলে।

এই মহাদীক্ষা গুলি পরমর্ষি নারায়ণ, যিনি (১) ভগবান নারায়ণ—(২) কুমার—(৩) দক্ষিণামূর্ত্তি নামে অভিহিত এবং যিনি যথাক্রমে (১) মহাবিষ্ণু—(২) মহাব্রহ্মা—(৩) মহাশিবের অবয়ব স্বরূপ, একমাত্র তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকে। অন্য কাহারও এই মহাদীক্ষা প্রদানে আদৌ অধিকার নাই।

---

[৪]

ঋষিদিগের আশ্রম নির্ণয়

ভারতবর্ষের উত্তরভাগে হিমালয়স্থ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে মানবজাতির সনাতন তত্ত্ববিজ্ঞান মূলক বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস ও অন্যান্য পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাবলি সম্যক্ রক্ষার জন্য "বদরী বন" নামক একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে। তথায় শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের ঋষি-সঙ্ঘভুক্ত মহাত্মাবর্গের আবাস স্থান।

এই প্রদেশটি যদিও সাধারণতঃ বদরীবন নামে খ্যাত, ইহা প্রকৃত পক্ষে তিন খণ্ডে বিভক্ত। একটি খণ্ড উত্তর বদরী, অপরটি বিশাল বদরী এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ বদরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ বদরী যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ঘাড়ওয়াল জেলা ভুক্ত, যাহাকে আমরা বদরিকাশ্রম বলি ও যথায় বদরী নারায়ণ

দেবের মন্দির আছে। এই মন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় ২৩০০০ ফিট উচ্চ চন্দ্রশৃঙ্গ পর্ব্বতে অলকনন্দা তট সমীপে প্রতিষ্ঠিত এবং বহুকাল হইতে ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া গণিত হইয়া আসিতেছে। এই স্থানে সকলের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব। এখান হইতে পশ্চিমদিকে বহুদূরে সিদ্ধ, মহাত্মা ও ঋষিবর্গের আবাস স্থান। ইহার নাম বিশাল বদরী। এই স্থানের নির্দ্দেশ করা বা এখানে যাওয়া অনধিকারীর পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে, কেবল যাঁহাদিগকে মহাত্মাগণ অনুমতি প্রদান করেন তাঁহারা স্বয়ং বা মণ্ডলভুক্ত পথ প্রদর্শক সাহায্যে তথায় যাইতে সক্ষম হয়েন। উত্তর বদরী দক্ষিণ বদরীর উত্তরদিকে অস্থিত। এখানে পরমর্ষি নারায়ণ, শ্রীযোগদেবী প্রভৃতি বাস করেন। এই স্থানটিকে আদি বদরী এবং যোগ বদরীও বলা হয়। এখানে কেবল মাত্র সিদ্ধগণ ও মহাত্মা পদাভিষিক্ত-গণের প্রবেশের অধিকার আছে।

পরমর্ষি নারায়ণ, নরদেব, শ্রীযোগদেবী, দক্ষিণামূর্ত্তি ও কুমারগণের আশ্রম ব্রহ্মল ও শম্বলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্তর বদরীতে স্থিত। পামল গ্রাম বিশাল বদরী খণ্ডে স্থিত। এখানে ৩২ জন মহা সিদ্ধ বাস করেন। কলাপ ও শম্বল গ্রাম দক্ষিণ বদরীর অন্তর্গত। এই দুই গ্রামের সীমান্ত প্রদেশের মধ্যভাগে চন্দ্রশৃঙ্গ গিরীর উপরে অলকনন্দার তীরে বদরী নারায়ণের মন্দির ও তাঁহার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। বলা

বাহুল্য, এখানে প্রতি বৎসর বহু যাত্রী গমন করে এবং সাধু সমাগমও হইয়া থাকে।

---

[৫]

ঋষিমণ্ডলের অতি-রিক্ত পরিচয়

শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা—পরমর্ষি নারায়ণ; ইঁহার সঙ্কল্প-নিয়ন্ত্রী—যোগদেবী, এবং কার্য্যদর্শী ও প্রতিনিধি—নরদেব; মনু চতুষ্টয়, অন্যান্য অধিকার পুরুষগণ, সপ্ত পীঠাধিপতি ও তদীয় কার্য্যদর্শী এবং সিদ্ধ পুরুষগণের নামাবলি এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে (অবতরণিকার) ৬ হইতে ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এক্ষণে ইঁহাদের অতিরিক্ত পরিচয় অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

পরমর্ষি নারায়ণের সহিত সৃষ্ট্যাদি ব্যবসায় সাধনার্থ চারিজন মনু ও সাতজন অধিকার পুরুষ অর্থাৎ সপ্তর্ষি আছেন। ইঁহারা সকলেই নারায়ণের সহিত এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই মনু চতুষ্টয় [(১) সনক, (২) সনন্দন (৩) সনাতন ও (৪) সনৎসুজাত] সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের যথার্থ অর্থবেত্তা ও ইঁহারা পরমর্ষি নারায়ণের নিকট বিশ্বের সাময়িক অবস্থা জ্ঞাপন এবং সময়োপযোগী ধর্ম্মের বিষয় আবশ্যকমত প্রস্তাব করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে নারায়ণের কার্য্যদর্শী বলা হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে স্মৃতিকারক মনু, যাঁহার স্মৃতিশাস্ত্র অবলম্বনে হিন্দু আইন (Hindu Law),

প্রভৃতি প্রণীত হইয়াছিল, তিনি এই চারিজন মনুর অন্তর্গত একজনের বংশ হইতে আগত ও ইঁহাদের তুলনায় সমধিক নিম্নপদস্থ সমাজ সংস্কারক মাত্র ছিলেন।

সপ্তর্ষি

উল্লিখিত সাতজন অধিকার পুরুষ অর্থাৎ সপ্ত লোকাধিপ-গণ (Lords of the seven worlds or Seven Rays) সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের নাম :—

১। নারদ ... ২। বামদেব ... ৩। কশ্যপ
৪। চণ্ডভানু ... ৫। কালদেব ... ৬। সুব্রহ্মণ্য
... ৭। দেবাপি ...

——o——

(১) নারদ (সত্যলোকের অধিকার পুরুষ)
ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানাচার্য্য।

(২) বামদেব (তপোলোকের অধিকার পুরুষ)
ইনি যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যার যুগ ও কালানুযায়ী সামঞ্জস্য কারক (adjuster)।

(৩) কশ্যপ (জনলোকের অধিকার পুরুষ)
ইনি যোগোপদেষ্টাগণের নায়ক স্বরূপ।

(৪) চণ্ডভানু (মহর্লোকের অধিকার পুরুষ)
ইনি শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে প্রচলিত যোগ-সাধন প্রণালীর পরীক্ষক ও তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহক।

(৫) কালদেব (স্বর্লোকের অধিকার পুরুষ)

ইনি যোগ-ব্রহ্ম-বিদ্যার রক্ষণাবেক্ষণ কারক ও ঐ মার্গে উন্নতি লাভের পথে যাবতীয় বাধা নিবারক।

(৬) সুব্রহ্মণ্য (ভুবর্লোকের অধিকার পুরুষ)

ইনি এই বিদ্যার দিগন্ত প্রচারের জন্য নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন ও ইহার সাধন পথ পরি-স্কারক।

(৭) দেবাপি (ভূর্লোকের অধিকার পুরুষ)

ইনি শম্ভল গ্রামের রাজা, পরমর্ষি নারায়ণের প্রতিনিধি, ভূর্লোকের আধ্যাত্মিক শাসন কর্ত্তা, মানব জাতির মধ্যে দিব্যজ্ঞান প্রসারক।

এই সাতজন অধিকার পুরুষের প্রত্যেকের আঠারজন করিয়া অনুচর বা কার্য্য নির্ব্বাহক আছেন। ইঁহাদের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া সাতজন লইয়া ১৮টি সঙ্ঘ গঠিত হয়। এক একটি সঙ্ঘ ক্রমান্বয়ে অধিকার পুরুষদিগের আজ্ঞামত কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। এইরূপ একটি সঙ্ঘকে কাল পরিমাণ ১০০০ সঙ্কল্প নিযুক্ত রাখা হয় অর্থাৎ ২৪,০০০ বৎসর কার্য্য করিতে হয়। এই নিয়মানুসারে প্রথম হইতে ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ সঙ্ঘের কার্য্য শেষ হইলে পর প্রথম সঙ্ঘ হইতে পারম্পর্য্যক্রমে অষ্টাদশ সঙ্ঘ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার

নিয়োগ হইয়া থাকে। এই ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে এবং পরমর্ষি নারায়ণের এই ভুমণ্ডলে (Globe) স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ইহা রক্ষিত হইবে। ইঁহার কাল পরিমাণ ২৪,০০০ সঙ্কল্প অর্থাৎ ৫,৭৬,০০০ বৎসর। এই কাল পূর্ণ হইলে পরমর্ষি নারায়ণ তাঁহার সহকারী সপ্ত ঋষি ও অনুচর বর্গ লইয়া যে লোকে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজনাধিক্য ঘটিবে তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত লোকে নূতন অধিকার সভা তাঁহারই আদেশক্রমে গঠিত হইবে।

অনুপ্রবেশ বা আবেশ কার্য্য (over-shadowing)

পরমর্ষি নারায়ণ তাঁহার সিদ্ধবর্গের দেহে আবশ্যক মত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই ভুমণ্ডলের হিতার্থ নানাপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করাইয়া থাকেন। এইরূপ অনুপ্রবেশ বা আবেশ কার্য্য (over-shadowing) নরদেব, দক্ষিণামূর্ত্তি, কুমারগণ ও শ্রীযোগদেবীর দ্বারাও সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং ইহার জন্য মহাপুরুষগণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে, যথা,—

বজ্রদেব ও মুক্তদেব

(ক) পরমর্ষি নারায়ণের আবেশের জন্য ছয় জন সিদ্ধপুরুষ নির্দ্দিষ্ট আছেন। ইঁহাদের বজ্রদেব ও মুক্তদেব বলে।

ইঁহাদের নাম—

(১) মধূষ্যন্দ

(২) শ্রীংখণ

(৩) তেপান
(৪) রঙ্গদেব
(৫) য়েরগু
(৬) নরদেব

এধমানস্

ইঁহাদের এধমানস্ বলে। ইঁহারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ভাবাত্মক অর্থাৎ যখন যে ভাবে আবশ্যক হয় তখন সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

রত্নদেব

(খ) নরদেবের আবেশের জন্য চারিজন সিদ্ধ নির্দ্দিষ্ট আছেন। ইঁহাদের রত্নদেব বলে।

ইঁহাদের নাম—
(১) দেবাপি
(২) যবন
(৩) পনস
(৪) নন্দিভদ্র

ইঁহারা পুরুষভাবে প্রকাশিত হয়েন।

প্রবলদেব

(গ) শ্রীযোগদেবীর আবেশের জন ছয় জন সিদ্ধ নির্দ্দিষ্ট আছেন। ইঁহাদের প্রবলদেব বলে।

ইঁহাদের নাম—
(১) নর্ম্মদ
(২) মোক্ষদেব

(৩) নন্দিরাট্

(৪) যোগনায়ক

(৫) মধুনাথ

(৬) দশনাথ

ইঁহাদের স্ত্রীভাবের আধিক্য আছে।

বৈদুর্য্যদেব

(ঘ) দক্ষিণামূর্ত্তির আবেশের জন্য পাঁচজন সিদ্ধ নির্দ্দিষ্ট আছেন। ইঁহাদের বৈদুর্য্যদেব বলে।

ইঁহাদের নাম—

(১) যজ্ঞনন্দন

(২) নন্দী

(৩) নাগার্জ্জুন

(৪) থানী

(৫) তপঃপ্রভু

ইঁহারা কেবল পুংভাবাপন্ন ও সকলেই পরমহংস পদাভিষিক্ত।

পুষ্পদেব

(ঙ) কুমারগণের আবেশের জন্য চারিজন সিদ্ধ নির্দ্দিষ্ট আছেন। ইঁহাদের পুষ্পদেব বলে।

ইঁহাদের নাম—

(১) [নবনায়ক শ্রেষ্ঠ] কপিল
(২) যজ্ঞদ
(৩) ণাক্ষর
(৪) যক্ষর

ইঁহারা পুংভাবাপন্ন।

পদ্মদেব বা সামান্য গুরু

(চ) বত্রিশ জন সিদ্ধের মধ্যে আর যে সাত জন তাঁহারা সামান্য গুরু ও পদ্মদেব বলিয়া খ্যাত।

ইঁহাদের নাম—

(১) বদর
(২) গীষ্পতি
(৩) বনজেক্ষণ
(৪) ব্যাস
(৫) নারদ
(৬) রাম
(৭) চণ্ডভানু

[৬]

ঋষিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) শম্বল গ্রামের—

চন্দ্রশেখর—দ্বিজ (Giver of Sacraments relating to second birth)

দেবাপি —শম্বল গ্রামের নৃপতি। ইনি চীনদেশের জনৈক রাজার সহোদর।

শম্বুক —শাস্ত্রকোষ রক্ষক (Librarian); দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

পতঞ্জলি —বৈদ্যরাজ (King of physicians); পতঞ্জল তটাকজ (born of the lake Patanjala)

বৃহদ্ভানু —কালজ্ঞ (Astrologer and Astronomer)

হংসযোগী—বিদ্যাধিকারী (Professor of Arts)

বামদেব —ধর্ম্মবিদ্যোপদেষ্টা (Instructor of Yoga-Brahma-Vidya or Yogic Art of Brahman)

বিজ্ঞ —কল্পবিৎ (Master of Scriptures)

(২) শম্ভল গ্রামের—

দ্রবিড় —বিপেন্দ্র (King of Brâhmanas); সর্ব্বধর্ম্ম রহস্যবিৎ। ইনি ভরত রাজাকে সর্ব্বমূল, সনাতন, নর-নারায়ণ দেবের বৈভব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

দমি —শম্ভলের রাজা; ইনি তিব্বতের অন্তর্গত দীপপাদেশ রাজার পুত্র।

মার্কণ্ডেয়—দ্বিজশ্রেষ্ঠ; শাস্ত্রকোষ রক্ষক।

নাগার্জ্জুন—বৈদ্যরাজ; রসকর্ম্মকুশল (expert in the Science of Alchemy); মায়া বিদ্যাপ্রবীণ (proficient in all the Arts of Illusion and Magic); শ্রীবিদ্যোপাসক দ্বিজ (high priest of Sree-Vidya).

সোমতীর্থ—কালজ্ঞ (Astrologer); কর্ম্মকার কুলোদ্ভব (born of the clan of workers in metals); ৬৪ কলা স্বয়ং ইঁহার অপত্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

মৈত্রেয় —বিদ্যাধিকারী; সর্ব্বশাস্ত্র রহস্যবেত্তা; ইনি নারায়ণ প্রমুখাৎ সমস্ত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

ভদ্রকেতু—যোগব্রহ্মোপদেষ্টা; মহাসিদ্ধ; শব্দব্রহ্ম-পরায়ণ (ever absorbed in the meditation of Brahman in His aspect of Sound); ইনি অখিল ক্ষিতি মণ্ডলে শুদ্ধ-যোগ-ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়া থাকেন; অষ্টোত্তরশত প্রজ্ঞা (বিদ্যা) ইঁহার দ্বারা বিনির্ম্মিত।

দাক্ষি —কল্পবিৎ; বিপ্র; কল্পবিদ্যায় বিচক্ষণ (profoundly versed in the Science of Rituals).

(৩) কলাপ গ্রামের—

কুম্ভযোনি—দ্বিজ; ইনি কুম্ভগোত্র সমুদ্ভব।

মারুত —কলাপ গ্রামের রাজা; নৃপশার্দ্দূল; ইনি "বিশাল" দেশের নৃপতির পুত্র।

অশ্বথামা—শাস্ত্রকোশ রক্ষক; দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

কালায়স—বৈদ্যনাথ; রসয়ান পটু (expert Chemist).

নীল —কালজ্ঞ, দ্বিজ, মহা মরকতপ্রভ (emerald-hued); ইনি ভগবান জনার্দ্দনের বিশেষ প্রিয়।

শ্যোনক —বিদ্যাধিকারী, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ-বক্তা, বৈশ্য।
ধর্ম্মকেতু —যোগব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টা, মহাসিদ্ধ, যোগ-
বিদ্যা-রহস্যবিৎ।
ভীষ্মক —কল্পবিৎ বিপ্র, বসিষ্ঠকুলসম্ভব।

(৪) পামল গ্রামের—

ভুজঙ্গ —বিপ্র, বিশ্বামিত্র কুলসম্ভব।
ভদ্রসেন —পামলের রাজা, শীতাংশু গোত্রজ (of
the Chandra Gotra)।
রুদ্রদত্ত —শাস্ত্রকোশরক্ষক, ব্রাহ্মণ।
ভরদ্বাজ —ভিষক্ শ্রেষ্ঠ, বৈদ্যকর্ম্ম কুশল (expert
in the art of Surgery)।
কোঙ্কন — জ্যোতিষিক্, ব্রহ্মপরায়ণ মুনি।
পিঙ্গল —বিদ্যাধিকারী, দ্বিজ, সর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রের
ব্যাখ্যাতা।
জৈমিনি —কল্পকৃৎ, ক্ষত্রিয়, যোগীশ্রেষ্ঠ, কল্পশাস্ত্র-
কার।
শ্বেতকেতু—যোগব্রহ্মোপদেষ্টা, মহাসিদ্ধ, যোগ-
বিদ্যার প্রবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বভাব বিজ্ঞাতা,
বেদান্তের অর্থ বিশারদ।

(৫) ব্রহ্মল গ্রামের—

ব্যাস —দ্বিজশ্রেষ্ঠ, অম্বরীষ কুলোদ্ভব।

জনক —ব্রহ্মাল গ্রামের রাজা, মহারাজ পদস্থ।

হয়গ্রীব —শাস্ত্রকোশরক্ষক, দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

ধন্বন্তরি —বৈদ্যনাথ, কলাসুত (son of Kalā)

দেবলক —কালক্রমরহস্যার্থবেত্তা (profoundly versed in the mysteries of Ages and Cycles); দ্বিজ।

বেশপতি—বিদ্যাধিকারী; ধর্ম্মশাস্ত্ররহস্যার্থ-বক্তা; দ্বিজ।

বসিষ্ঠ —যোগব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টা; মুনিশ্রেষ্ঠ; শুদ্ধযোগপ্রবর্ত্তক।

কমলাক্ষ—কল্লদ, পুণ্ডরীকসুত, ইনি যোগীবর্গের মধ্যে স্বরোদয় মহাবিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী।

—— ০ ——

বদর —সিদ্ধশ্রেষ্ঠ, প্রতাপবান, সর্ব্বত্র মৃগরূপে বিচরণ করেন ও সকলের দেহে ও সকল লোকে (worlds) শুদ্ধি স্থাপন করেন। ইনি কামরূপী (takes any form at will) ও মহর্ষিরাট্।

রাংখণ —মহাসিদ্ধ, শুদ্ধ শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ ও কঞ্চুকধারী (is drèssed in flowing

white robes and turban); হেম ডমরু হস্তে লোকমণ্ডলে প্রকাশিত হয়েন এবং অতি নীচ দিগকেও শুদ্ধ-ধৰ্ম্ম বিষয়ক উপদেশ দিয়া থাকেন; ইহাই ইঁহার সনাতন ধৰ্ম্ম।

গীষ্পতি— মহাসিদ্ধ; জাম্বুনদবিভূষণ; ইনি সাধারণতঃ অদৃশ্য থাকিয়া যথাকালে ও যথাদেশে বিবিধ শাস্ত্রের রহস্যার্থ ও উপযোগিতা মানব হৃদয়ে প্রত্যাদেশ দ্বারা শিক্ষা দিয়া থাকেন ও আবশ্যক হইলে মনুষ্যলোকে স্বয়ং অবতরণ পুর্ব্বক ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন।

বনজেক্ষণ—ইনি পৃথিবীর যাবতীয় ঋষিগণকে ধর্ম্মের অনুশাসন প্রদান করিয়া থাকেন।

মধুচ্ছন্দ —শুচিমান, মরকতমণিসদৃশ বর্ণযুক্ত। ইনি শুদ্ধ-ধৰ্ম্ম-মণ্ডলে প্রচলিত যাবতীয় যোগবীজাক্ষরের অমৃতত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঐগুলি সজীব রাখেন।

তেপান —মহাসিদ্ধ; ব্রহ্মসংস্কারসংস্কৃত। ইনি সপিণ্ডাক্ষর বীজ সকলের শক্তি বর্দ্ধক।

কপিল —মুনি ; নবনায়কপতি (supreme ruler over the nine Siddhas) ; ইনি ত্রিজগতে প্রাণায়ামক্রমের অনু-শাসন প্রদান করেন।

রঙ্গদেব --প্রসন্নধীসম্পন্ন ; ইনি ভগবান বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত, যোগ নিদ্রায় অভিভুত থাকিয়া মন্ত্রের শক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

দেবাপি —ক্ষত্রিয়েন্দ্র ; মহাযোগবলান্বিত ; শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন।

বায়স —মহাসিদ্ধ, কালতন্ত্র বিচক্ষণ (Adept in the mysteries of Cycles) ; অধি-কারী গণকে কালশাস্ত্রের রহস্য ব্যাখ্যা করেন ও ভূতহিতে রত থাকেন।

যজ্ঞনন্দন—যোগযুক্তাত্মা সিদ্ধ, শুদ্ধদিগের বীর্য্য রক্ষক ; ইনি কোল্ল শৈলাধিপ মুনি, তত্রস্থ পীঠাধিপতি (Kolla range of hills of the Western Ghats in Salem district)

নর্ম্মদ }
মোক্ষদেব } যক্ষবল্লভ (dear to the Yakshas); যোগবলান্বিত, কামবিগ্রহী (can assume any form at will) ; যক্ষিনী সিদ্ধিদাতা (bestower of the power of control over the Yakshas or Nature Spirits and Elementals); ইঁহারা মহেন্দ্র পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করেন। (Mahendra mountains are situated about the southernmost extremity of the Western Ghats in Tinnevelly district)

নারদ —ইনি মহাভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ভাবিতাত্মা মুনিগণের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবচন-শক্তি বর্দ্ধক।

রাম —পরশুধারী মহামুনি (Râma of the Axe); সকলের কর্ণমূলে প্রণব রহস্য নিত্য উপদেশ দিয়া থাকেন।

যজ্ঞদ }
ণাক্ষর }
যক্ষর } এই সিদ্ধত্রয় শুদ্ধ-ধর্ম্মের মূল (principles) অতন্দ্রিত হইয়া রক্ষা করেন।

চণ্ডভানু —স্বরোদয়-বিবর্দ্ধক মহাসিদ্ধ (The great Siddha in charge of the Science of Clairvoyance and Telepathy); অক্ষর বিদ্যার সূত্র-কারক (Expert worker towards fashioning of the Science of Alphabets or Letters)

নন্দী
নাগার্জ্জুন
থানী } ইঁহারা শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডলে রসকর্ম্ম মহা-বিদ্যা (the Science of Alchemy and Chemistry) সঞ্চারিত করেন।

যবন
পনস
নন্দিভদ্র } ইঁহারা দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে নিয়ত ভ্রমণ পূর্ব্বক শুদ্ধ-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান প্রচার এবং যথাদেশে চক্ররাজ বিজ্ঞানের সময়োপযোগী প্রবর্ত্তন করেন।

নন্দিরাট্—ইনি পরম পদে অবস্থিত থাকিয়া ভাবিতাত্মা শুদ্ধদিগের সর্ব্ব কর্ম্মে তত্ত্বযোগ ব্যাখ্যা করেন।

যোগনায়ক-যোগবিদ্যার রক্ষক; যোগনায়ক; সর্ব্ব লোকে নিত্য ব্রাহ্মকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক।

তপঃপ্রভু—মহাসিদ্ধ; ইনি শুদ্ধ তেজোময়, দূর্দ্দর্শ, অতি গম্ভীর, অস্পৃশ্য বস্তু ব্রহ্মের অনুভূতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন।

য়েরগু —সিদ্ধরাজ ; ইনি ব্যোম সঞ্চরণ বিজ্ঞান (the Science of Traversing through Space) শিক্ষা দিয়া থাকেন।

মধুনাথ —মহাসিদ্ধ ; লোক সকলের মঙ্গল প্রদাতা ; ইনি সূক্ষ্মরূপে (in subtle body) সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া লোক সকলের রক্ষা করেন।

নরদেব —নারায়ণ-সখা ; সর্ব্বকালে যোগিরাট্ ; সর্ব্বকর্ম্মের নায়ক (Director of all affairs) ও যোগযুক্তাত্মা হইয়া বর্ত্তমান থাকেন।

(এতদ্ব্যতীত বহু সহস্র মুনি, ঋষি, যোগী, মহাত্মা, সিদ্ধ প্রভৃতি এই শুদ্ধধর্ম্মমণ্ডলে আছেন ও ইঁহারা সর্ব্বদা লোক-হিতে রত থাকেন)

---

[৭]

অবতরণিকায় উক্ত ৩২ জন মহাসিদ্ধ পুরুষের নামের শ্লোক—

"নরদেবো মধুচ্ছন্দঃ তেপানো ভবনায়কঃ।
রঙ্গদেবশ্চ দেবাপির্বায়নো যজ্ঞনন্দনঃ ॥

নর্মদো মোক্ষদেবশ্চ নারদো রাম যজ্ঞদো।
গাক্ষরো যক্ষরশ্চৈব চণ্ডভানুস্তথাপরঃ ॥
বদরো দশনাথশ্চ রীংথণো বনজেক্ষণঃ।
নন্দী নাগার্জুনো থানী যবনো যোগনায়কঃ ॥
গীষ্পতিশ্চাথ নান্দীরাট্ পনসোহথ তপঃপ্রভুঃ।
য়েরণ্ডো নন্দিভদ্রশ্চ মধুনাথস্তথাপরঃ ॥"
(এতে সর্ব্বে মহাসিদ্ধাশ্চাসতে ভুবনে সদা)

—o—

[৮]

এই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশটি লোক আছে, যথা—

ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন

(১) হইতে (৭) ভদ্রলোক—
(১) ভূলোক
(২) ভুবর্লোক
(৩) স্বর্লোক
(৪) মহর্লোক
(৫) জনলোক
(৬) তপোলোক
(৭) সত্যলোক

(৮) শুদ্ধলোক
(৯) মহাশুদ্ধলোক [অর্চিরাদি মার্গ ; তেজোময়]
(১০) নির্ম্মল লোক [সত্বলক্ষণযুক্ত, মহাপ্রাণময়]
(১১) আকাশ বা শব্দলোক [শব্দ গুণাত্মক ও নিরাময়]

(১২) বিন্দুলোক [এই মহালোকের মধ্যস্থলে উদয় নামক একটি গিরি বর্ত্তমান আছে। ঐ গিরি শিখরে সহস্র অর বিশিষ্ট জ্বলন্ত ও নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান সুদর্শন নামক মহাচক্র রহিয়াছে। ঐ স্থানে অতুলপ্রভ পঞ্চজন নামা মহর্ষি ঐ চক্ররাজকে যোগ ও তপস্যা দ্বারা সম্যক্ অর্চ্চনা করিতেছেন। ঐ চক্ররাজের মূল (base) হইতে একটি দীর্ঘ সূত্র লম্বমান আছে। ইহাতে সপ্তক্রমান্বিত ও চতুর্ধা বিভক্ত পঞ্চলোক গ্রথিত রহিয়াছে। এই বিন্দুলোকে দ্বাদশাক্ষরবাচ্য দ্বাদশাত্মক (twelve fold in nature), মহাপ্রভ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির নিয়ন্তা, কালনায়ক, সংসারী-গণের সর্ব্বদা বন্দনার্হ, পরমাত্মা, স্বরাট্, ভগবান অমরেশ্বর (Lord of the Immortals) তাঁহার অসীম দীপ্তি বিকাশ করিতেছেন। এই দেবতার প্রভাবে ঐ মহাচক্র অবিশ্রান্ত গতিতে ভ্রমিত হইতেছে ও তথা হইতে আলম্বিত স্বসূত্রে মহাশক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। এই মহাশক্তি আবার দেবতাগণ তাঁহাদের

রচিত সূত্রান্তরে (threadlets) সঞ্চালিত করিয়া বিন্দুলোকাধীশ্বরের সংসার ব্যবসায় সম্পাদিত করিতেছেন। ইহা তাঁহাদের মহান্ ব্যবসায় (function)]

(১৩) নাদলোক —[এই লোক কলা ও বিদ্যায় সমলঙ্কৃত। ইহাতে তিনটি উত্তম দিব্যস্থান (divine centres) আছে, যাহার নাম বৈকুণ্ঠ, কৈলাস ও প্রাজাপত্য লোক। ইহাদের অধীশ্বর যথাক্রমে নারায়ণ (বিষ্ণু), মহাদেব ও ব্রহ্মা (বিরাট বা প্রজাপতি)। ইঁহারা নিজ নিজ লোকে স্ব স্বরূপানুরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দানুভব করেন]

(১৪) আনন্দ লোক [এইটি প্রণবাক্ষর সূচিত দিব্য আনন্দময় মহালোক এবং ব্রহ্মের পরম স্থান]

[৯]

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব সংজ্ঞক লোকাধিপগণ

সৃষ্টিকার্য্যে নিরত লোকাধিপগণকে ব্রহ্মা, স্থিতি কার্য্যে নারায়ণ (বা বিষ্ণু) ও সংহার (বা লয়) কার্য্যে নিরত রুদ্রগণকে মহাদেব সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এইরূপ ব্রহ্মাদি সহস্র সহস্র আছেন।

---

[১০]

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ মার্গদ্বয়

মার্গ দুইটি—(১) প্রবৃত্তি (উপক্রম)
(২) নিবৃত্তি (উপসংহার)

স্বার্থ বর্জ্জিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ব্যবসায়কে 'শুদ্ধ মার্গ' এবং স্বার্থ বিজড়িত ব্যবসায়কে 'অশুদ্ধ মার্গ' বলে। একটি মোক্ষের হেতু, অপরটি বন্ধের হেতু।

এই মার্গদ্বয়ের নামাবলি ঃ—

(১) প্রবৃত্তি মার্গ —দক্ষিণায়ণ, উপক্রমগতি, প্রাকৃত মার্গ, কৃষ্ণগতি।

(২) নিবৃত্তি মার্গ—উত্তরায়ণ, উপসংহারগতি, আত্ম মার্গ, শুক্লগতি।

ইহাদের উভয়কে অশুদ্ধগতি, বিষমগতি, গতিদ্বয় বলে। শুদ্ধগতির অপর নাম সমগতি, পরায়ণ, ইত্যাদি।

---

[১১]

শক্তি ও তদুপহিত চৈতন্য

শক্তি ত্রিবিধ ঃ—

(১) দৈবী

(২) এষা বা কল্যাণী

[১৮৬]

(৩) গুণময়ী (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ)

শক্তিত্রয়ের উপহিত চৈতন্যের নাম যথাক্রমে এই—

(১) পরমাত্মা

(২) অবতারাত্মা

(৩) প্রত্যগাত্মা বা সংসারাত্মা

---

[১২]

প্রত্যেক পরমাণু বস্তুত্রয় দ্বারা গঠিত, যথা—

পরমাণু, বস্তুত্রয়, তত্ত্বকুট।

(১) আত্মা (Life), (২) শক্তি (Force or Energy) এবং (৩) প্রকৃতি (Matter)।

প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে গঠিত। এই তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এক একটি শ্রেণীকে তত্ত্বকুট বলে। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম শ্রেণী বা তত্ত্বকুটকে 'অব্যক্ত' সংজ্ঞা দেওয়া হয়, ইহার পর 'মহৎ', তৎপরের শ্রেণীকে 'মনস্' এবং সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী শ্রেণী বা তত্ত্বকুটকে 'ইন্দ্রিয়' সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

অহঙ্কার তত্ত্ব এই চারি কুটেই বিরাজিত থাকে। পরন্তু, 'মনস্' তত্ত্বে ইহার আধিক্য বিদ্যমান থাকে।

---

[১৩]

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব   **প্রকৃতির উপকরণ চব্বিশটি তত্ত্ব এই :—**

পঞ্চভূত…([১] ক্ষিতি, [২] অপ্, [৩] তেজ, [৪] মরুৎ, [৫] ব্যোম)

পঞ্চ তন্মাত্র…([৬] শব্দ, [৭] স্পর্শ, [৮] রূপ, [৯] রস, [১০] গন্ধ)

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়…([১১] বাক্, [১২] পাণি, [১৩] পাদ, [১৪] পায়ু, [১৫] উপস্থ)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়…([১৬] চক্ষু, [১৭] কর্ণ, [১৮] নাসিকা, [১৯] জিহ্বা, [২০] ত্বক্)

[২১] মন … [Mind = (*a*) General Retentive Energy and (*b*) Complex Mentation]

[২২] বুদ্ধি … [Buddhi or Mahat Tattvam = Pure Egoity or Pure Self-consciousness. Cognitive Principle or the general characteristic of all forms of sentience]

[২৩] অহঙ্কার … [Egotic Energy]

[২৪] অব্যক্ত … [Avyakta or Indiscrete state when the Gunas are in equilibrium. In the discrete or phenomenal

state the Gunas are in unequal force]

Note—

পঞ্চমহাভূত (5 Gross Elements).—

1. Kshiti = Smell Element
2. Ap = Taste ,,
3. Tejas = Light ,,
4. Marut = Temperature,,
5. Byom = Sound ,,

পঞ্চ তন্মাত্র (5 Atoms).—

6. Sabda = Sound Atom
7. Sparsa = Temperature ,,
8. Rupa = Light ,,
9. Rasa = Taste ,,
10. Gandha = Smell ,,

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (5 Organs of Action) —

11. Vâk = Vocal organ
12. Pâni = The Hands or their equivalent organ of art
13. Pâda = Locomotive Organ
14. Pâyu = Excrementative Organ
15. Upastha = Genital Organ

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (5 Organs of Sense).—

16. Chakshu = Visual Sense, the Eyes
17. Karna = Auditory Sense, the Ears
18. Nâsikâ = Olfactory Sense, the Nose
19. Jihvâ = Gustatory Sense, the Tongue
20. Tvak = Sense of Temperature

The 15 external organic energies are—

Nos. 11 to 15
„ 16 to 20
&

(a) Prâna
(b) Udâna
(c) Vyâna
(d) Apâna
(e) Samâna

These are the 5 Vâyus or Vital Energies, called *Prânas*.

Nos. 21 (a), 22 and 23 are called the *Antahkaranam* or Inner Organs. They are elementary energies constituting mentation and other organic energies. In the mixed state they are called *Asmitâ*.

—o—

(A) Absolute

(1) Purusha—Absolute Knower = Meta-subject (drashtâ) = Chit or Chaitanyam

—The Meta-psychic Consciousness = The non-constituent and Immutable Cause of phenomena.

(2) Prakriti or Pradhânam = Absolute Knowable = Metobject (drishyam) = Avyakta or indiscrete = Sattvam (Sentient Principle) + Rajas (Mutative Principle) + Tamas (Insentient Principle). Prakriti is the Mutable Constituent of phenomena.

(B) Conditioned.

The 24 Tattvas or Principles, as described above, come under this conditioned state of evolution.

—o—

[১৪]

গায়ত্রীর ২৪টি মাত্রা

(১)—তৎ (২)—স (৩)—বি (৪)—তুঃ
(৫)—র্ব (৬)—রে (৭)—ণি (৮)—য়ম্
(৯)—ভর্ (১০)—গো (১১)—দে (১২)—ব
(১৩)—স্য (১৪)—ধী (১৫)—ম (১৬)—হি
(১৭)—ধি (১৮)—য়ো (১৯)—য়ো (২০)—নঃ
(২১)—প্র (২২)—চো (২৩)—দ (২৪)—য়াৎ।

[গায়ত্রীর সাতটি ব্যাহৃতি—

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য
এই সাতটি ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি।

" " ছন্দঃ—

গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী।

" " দেবতা—

অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব]

---

[১৫]

জীবের তাত্ত্বিক অবস্থা ও কর্ম্মের সাঙ্কেতিক গণনা

জীবতত্ত্বের সাঙ্কেতিক গণনা (Arithmetical Formula of great facts connected with human evolution) :—

0(৪ × ৬ = ২৪)0

ইহাতে ৪ এই সংখ্যা জীবের (Evolving Ego), উপাধিগত থাকিয়া, প্রবৃত্তি (downward arc) ও নিবৃত্তি (upward arc) মার্গে ভ্রমণ কালীন অবস্থা চতুষ্টয় জ্ঞাপক, যথা—

Planes or states of mater differing in density.—	Stages of Ego's consciousness.—
স্থূল (the gross plane) ...	জাগ্রত (physical or waking)

সূক্ষ্ম (the subtle plane) ... স্বপ্ন (astral or dream)
কারণ (the causal ,,) ... সুষুপ্তি (causal or dreamless sleep)
তুরীয় (the fourth ,,) ... তুরীয় (fourth or beyond dreamless)

সংখ্যা ৬ জীবের ছয় প্রকার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞাপক, যথা—

১। স্বয়ং শিক্ষালাভ করা।

২। অন্যকে শিক্ষা দান করা।

৩। এই উভয় শিক্ষার ফলে নিজের স্বার্থ-সঙ্কোচ (self-centredness) দূরীকরণ।

৪। স্বার্থ-সঙ্কোচ মোচনান্তর সেবায় (sacrifice) আত্ম-শক্তি প্রয়োগ করণ।

৫। ব্রহ্মে আত্ম-বিনিয়োগ করণ (surrender of the individual self); ইহা মোক্ষপ্রাপ্তি কারক।

৬। এইরূপে মুক্ত জীব তন্নিম্নবর্ত্তী জীব সমূহের মোক্ষ প্রাপ্তির সহায়ক হইবার অভিপ্রায়ে স্ব ইচ্ছায় স্থূল কলেবরে অথবা নির্ম্মান-কায়, সম্ভোগকায়, ধর্ম্মকায় প্রভৃতি সূক্ষ্ম কলেবর ধারণ পূর্ব্বক সংসার-ব্যবসায় সাধন করেন। ইঁহারা দেহধারী হইলেও সর্ব্বতো-ভাবে মুক্ত জীব।

সংখ্যা ২৪ = সৃষ্টিমূলক ২৪টি তত্ত্ব ও গায়ত্রীর ২৪টি মাত্রা জ্ঞাপক।

উভয় পার্শ্বে ০ (শূন্যদ্বয়) পরব্রহ্ম জ্ঞাপক, যিনি 'নেতি, নেতি' দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকেন।

---

[১৬]

মায়া শুদ্ধ-ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মতে মায়া শব্দের অর্থ ঃ—

ম = ব্রহ্ম অর্থাৎ সমষ্টি চৈতন্য (*m* represents Brahman collectively)

অ = ব্রহ্মের সৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশ অবস্থা—যথা, পরমাত্মা, আত্মা, জীব (*a* means the manifested aspect of Brahman as Paramâtmâ, Âtmâ and Jeeva, cosmically)

য়া = বহু-ভবন-মহাশক্তি (*Yâ* means the infinite-becoming potency of Brahman at work in the whole of conditioned existence or *Samsâra*)

ব্রহ্মের শক্তি দ্বিভাবযুক্ত (having two aspects); একটিকে প্রাকৃত শক্তি (material force) ও অপরটিকে চিৎশক্তি (spiritual force) অর্থাৎ উপাধি ও প্রাণ আখ্যা দেওয়া হয়। ভগবদগীতায় প্রথমটিকে অষ্টধা প্রকৃতি ও দ্বিতীয়টিকে দৈবী প্রকৃতি বা জীব (the vivifying principle) বলা হইয়াছে।

মহাত্মা গোভিল বলেন, এই শক্তির তিনটি রূপ আছে, যথা—(১) দৈবী-মায়া, (২) এষা-মায়া ও (৩) গুণময়ী-মায়া।

(১) প্রথমটি পরমাত্মার সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হয়।

(২) দ্বিতীয়টি ব্রহ্ম-সামীপ্য প্রাপ্ত মহান্ আত্মাগণের ও অন্যান্য উচ্চপদস্থগণের (যাঁহারা অবতার পদবাচ্য) জগতে মঙ্গল সাধনরূপ ধর্ম্মসংস্থাপনাদি অতি মহান ব্যবসায় সম্পাদনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ভগবান হংসযোগী বলেন যে এই এষা মায়ার উপাদান সাহায্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়া ছিলেন)।

(৩) তৃতীয়টি জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মঠ ও যোগী এই চারি বিভাগান্তর্গত মনুষ্য সাধারণের জ্ঞানলাভের জন্য সংসার ব্যবসায় সাধন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা চতুষ্টয়

এই গুণময়ী মায়া হইতে চারি প্রকার শ্রদ্ধা (tendencies or dispositions) উৎপন্ন হয়। সাত্ত্বিক গুণভূত যে শ্রদ্ধা উহাকে সাত্ত্বিকী বা (১) আত্মপরাশ্রদ্ধা বলে। ইহাদ্বারা নিজ নিজ আত্মার (Higher self, i. e., the Âtmic Ray in each man) প্রতি অনুরাগ (devotion) জন্মে। রজোগুণভূত শ্রদ্ধার নাম (২) সংসারপরাশ্রদ্ধা। ইহা বাহ্যিক জড় তত্ত্বে (outward material life) বিশেষ অনুরাগ উৎপাদন কারক। তমোগুণভূত তামসিক শ্রদ্ধাকে (৩) স্বপরাশ্রদ্ধা

বলে। ইহাতে জীব অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির সহিত নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে (indentifies himself with the lower nature) ও আত্মাকে অনুভূতি গোচর করিতে পারে না। এই তিনের মূলীভূত ও সর্ব্বোত্তম শ্রদ্ধা যাহা সমাহারপরা উহাকে তূরীয় বা (৪) মহাশ্রদ্ধা বলে। ইহার সাহায্যে গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া 'প্রাপ্তি' রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম সামীপ্য লাভ করা যায়।

---

[১৭]

কোশ পঞ্চক মানবাত্মা পাঁচটি কোশাচ্ছাদিত। কোশগুলি যথাক্রমে এই :—

(১) অন্নময় কোশ (The Dense but pure Physical Body or Sheath)

(২) প্রাণময় কোশ (The Emotional Body or Vital Sheath)

(৩) মনোময় কোশ (The Mental Body or Sheath)

(৪) বিজ্ঞানময় কোশ (The Cognitional Body or Intellection Sheath)

(৫) আনন্দময় কোশ (The Bliss Body or Sheath)

[এই কোশগুলি প্রত্যেকে চতুর্ধা বিভক্ত]

কোশে উপহিত চৈতন্য, শক্তি ও অবস্থার নাম যথাক্রমে এই :—

		উপহিত		
	কোশ	চৈতন্য	শক্তি	অবস্থা
(১)	অন্নময়	অক্ষর	অক্ষর-শক্তি	জাগ্রত
(২)	প্রাণময়	জীব	জীব-শক্তি	স্বপ্ন
(৩)	মনোময়	আত্মা	আত্ম-শক্তি	সুষুপ্তি
(৪)	বিজ্ঞানময়	পরমাত্মা	পরমাত্ম-শক্তি	তুরীয়
(৫)	আনন্দময়	পুরুষ	পুরুষ-শক্তি	তুরীয়াতীত

[এই পঞ্চম অবস্থায় উপনীত হইয়া পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইলে যোগীর ইচ্ছামাত্র দেহত্যাগের ক্ষমতা জন্মে]

---

[১৮]

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংসারে অবস্থা চতুষ্টয়—

ক্রিয়া সংসার—	Life and function in the dense body made up of the visible body and the etheric double of the Theosophists.	অন্নময় ও প্রাণময় কোশ।
ইচ্ছা সংসার	Life in the astral and lower mental body of the Theosophists.	মনোময় কোশ।

জ্ঞান সংসার	Life in the causal body	বিজ্ঞানময় কোশ।
যোগ সংসার	Buddhic and higher bodies.	আনন্দময় কোশ।

[১৯]

ত্রিত্বৈকত্ব বা সমাহার

(মহত্তত্ত্বাদি)

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	তুরীয় বা সমাহার
মহত্তত্ত্বে ভেদত্রয়—	মহৎ	চিৎ	নিদ্	সত্ত্ব

[এই তিনের পরস্পর সংমেলনে চিৎ অংশে যে কার্য্য হয় উহা মহদংশক জ্ঞান পরমাণুভূত]

বুদ্ধিতত্ত্বে ,, —	বুদ্ধি	চিত্ত	মন	অহঙ্কার

	ইচ্ছাংশ (Desire Element)	জ্ঞানাংশ (Cognition Element)	ক্রিয়াংশ (Action Element)	সমাহার (Summation)
আকাশতত্ত্বে ,, —	আকাশ	চিদাকাশ	মহাকাশ	পরাকাশ
বায়ুতত্ত্বে ,, —	বায়ু	চিদ্বায়ু	পরবায়ু	অনুবায়ু
[প্রবচন —	বাত	মারুত	পবন	মরুৎ]
তেজস্তত্ত্বে ,, —	তেজ	অগ্নি	বহ্নি	অনল
অপ্ তত্ত্বে ,, —	আপ	সলিল	তোয়	জল
ক্ষিতিতত্ত্বে ,, —	মহী	পৃথিবী	মেদিনী	ধরিত্রী

[২০]

শব্দ ও ভাষা।

তিন প্রকার শব্দ হইতে ইচ্ছা প্রজ্ঞাপনার্থ সাত প্রকার ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

শব্দ তিন প্রকার, যথা—

(১) বৈদিক (Scriptural)
(২) লৌকিক (Secular)
(৩) ধ্বনিত (musical resonance or inarticulate sound)

ভাষা সাত প্রকার, যথা—				নাম
প্রথমা	ভাষা	মহানির্ব্বাণপরা	...	সাংপ্রতিকা
দ্বিতীয়া	,,	পরনির্ব্বাণপরা	...	চাক্ষুষী
তৃতীয়া	,,	নির্ব্বাণপরা	...	সাংবর্ত্তিকা
চতুর্থী	,,	তুর্যাপরা	...	পরা
পঞ্চমী	,,	সুষুপ্তিপরা	...	পশ্যন্তী
ষষ্ঠী	,,	স্বপ্নপরা	...	মধ্যমা
সপ্তমী	,,	জাগ্রৎপরা	...	বৈখরী

ইহারা প্রত্যেকে সপ্তক্রমান্বিতা। প্রথম তিনটি যোগী দিগের জ্ঞানগম্য এবং অপর চারিটি সাধারণের জ্ঞানগম্য।

আমাদিগের শরীরাভ্যন্তরে নাভিদেশে দুইটি কমল আছে। একটি নাভির বাম ভাগে, অপরটি দক্ষিণ ভাগে স্থিত। তথায়

বায়ু, অগ্নি, আকাশাদি সংযোগে কার্য্যের অভিক্রম হয়। যাহার যেরূপ অভিপ্রায় তদনুযায়ী কর্ম্ম উপক্রমিত হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্ম নাড়ী পথে সমাবেশিত হইয়া উরঃ প্রদেশ উপস্থিত হয় এবং ঐ স্থানে আসিয়া উহা নাদে পরিণত হয়। তদন্তর ঐ নাদ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি যথাস্থানে আগমন পূর্ব্বক বর্ণ ও শব্দের স্বরূপ লাভ করে।

শব্দ আকাশ গুণাত্মক। বায়ুদ্বারে উহার সম্যক্ অভিব্যক্তি হয়। আকাশ তত্ত্বের পূর্ণ প্রয়োগ নাভিদেশস্থ কমলদ্বয়ে হইয়া থাকে। তথায় বায়ুরও তাদৃশ প্রয়োগ বর্ত্তমান আছে যদ্দ্বারা বিবক্ষার যথাবৎ প্রযত্ন ঘটিয়া থাকে। এই বিবক্ষা অনুসারে ইচ্ছার বিষয় প্রকাশক শব্দ উচ্চারিত হয়।

অতএব বিবক্ষানুসারে প্রযত্ন হয়, প্রযত্ন হেতু বায়ু দ্বারা আকাশে প্রেরণা ঘটে, আকাশে উন্নাদধ্বনি উত্থাপিত হয়, তদুত্থানানন্তর অভিপ্রায়ানুরোধ হয়, উহা নাভির ঊর্দ্ধগত সর্পিনী নাড়ী প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণাভিপ্রায়রূপে তথায় প্রবেশ করে; অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইয়া উরঃ প্রদেশে (বক্ষদেশে) পূর্ণ শব্দতা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে কণ্ঠাদি স্থান প্রাপ্ত হইয়া শব্দরূপে প্রকাশিত হয়।

স্বরবর্ণের উচ্চারণ দক্ষিণ কমলে, ব্যঞ্জনবর্ণের বাম কমলে এবং কোন কোন বর্ণের বায়ুর মধ্যভাগে হইয়া থাকে।

উচ্চারিত বাক্য স্থূল, সূক্ষ্ম, কর্কশ, কোমল, প্রিয়, অপ্রিয় ইত্যাদি কমলদ্বয়ের স্থূলতা, সূক্ষ্মতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এবং ইহার নানা প্রকার ক্রম বিভাগ আছে। এই কমলদ্বয় মানবের কৃতকর্ম্মের ফলানুসারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

---

[২১]

যুগের কালমান

[Time Table of the 4 Yugas or Cycles of Time]

এক চতুর্যুগ (One Chaturyuga)	= ১২,০০০ দিব্য বর্ষ (12,000 celestial years)
এক দিব্য বর্ষ (One celestial year)	= ৩৬০ বৎসর (360 human years)
Sandhi	= The period of junction between two divisions of time. Or, Cyclic twilight.

Each Yuga-proper comprises a Suddhakâla preceded and followed by a Sandhikâla.

যুগের নাম Name of the Yuga	প্রথম সন্ধি The First Sandhi	শুদ্ধ কাল The inter-vening Suddha Kala	অবসান সন্ধি The Final Sandhi	মোট সংখ্যা Total number of celestial years
কৃত বা সত্য যুগ Krita or Satya Yuga	৪০০ দিব্য বর্ষ 400 celes. years	৪,০০০ দিব্য বর্ষ 4,000 celes. years	৪০০ দিব্য বর্ষ 400 celes. years	৪,৮০০ দিব্য বর্ষ 4,800 celes years
ত্রেতা যুগ Treta Yuga	৩০০ দিব্য বর্ষ 300 celes. years	৩,০০০ দিব্য বর্ষ 3,000 celes. years	৩০০ দিব্য বর্ষ 300 celes. years	৩,৬০০ দিব্য বর্ষ 3,600 celes. years
দ্বাপর যুগ Dvapara Yuga	২০০ দিব্য বর্ষ 200 celes. years	২,০০০ দিব্য বর্ষ 2,000 celes. years	২০০ দিব্য বর্ষ 200 celes. years	২,৪০০ দিব্য বর্ষ 2,400 celes. years
কলি যুগ Kali Yuga	১০০ দিব্য বর্ষ 100 celes. years	১,০০০ দিব্য বর্ষ 1,000 celes. years	১০০ দিব্য বর্ষ 100 celes. years	১,২০০ দিব্য বর্ষ 1,200 celes. years
সর্ব্ব একুন Grand Total	১,০০০ দিব্য বর্ষ 1,000 celes. years	১০,০০০ দিব্য বর্ষ 10,000 celes. years	১,০০০ দিব্য বর্ষ 1,000 celes. years	১২,০০০ দিব্য বর্ষ 12,000 celes. years

{ ১২,০০০ দিব্য বর্ষ × ৩৬০ বৎসর = ৪৩,২০,০০০ বৎসর (অস্মদীয়)
12,000 celes. yrs. × 360 human years = 43,20,000 human years. }

[২০২]

এই কালমান ব্রহ্মপুরাণে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা —

দিব্যবর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে॥
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষ্বাহুঃ পুরাবিদঃ॥
তৎপ্রমাণৈঃশতৈঃ সন্ধ্যা পূর্বা তত্রাভিধীয়তে।
সন্ধ্যাংশকস্তু তৎতুল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ॥
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশয়োরন্তঃ কালো বৈ মুনিসত্তম।
যুগাখ্যং তৎতু বিজ্ঞেয়ং কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্॥

---

[২২]

যোগব্রহ্মবিদ্যা চতুষ্পদী (having four feet); ইহা দুই কাণ্ডে বিভক্ত। পূর্ব্ব কাণ্ডের নাম সাংখ্য, অপরটির নাম যোগকাণ্ড। অতএব ইহা কাণ্ডদ্বয়াত্মিকা ও ত্রিদ্বৈকত্বস্বরূপিনী। পূর্ব্ব কাণ্ডে অর্থাৎ সাংখ্যে নিষ্ঠা তিন প্রকার,—জ্ঞাননিষ্ঠা, ভক্তিনিষ্ঠা, ক্রিয়ানিষ্ঠা। যোগকাণ্ড একত্ব মূলক। হংস-যোগীর মতে সাংখ্য মত দুই ভাগে বিভক্ত,—শুদ্ধ সাংখ্য এবং অশুদ্ধ সাংখ্য (অন্য নাম কেবল সাংখ্য, নিরীশ্বর সাংখ্য)। যাঁহারা একত্ব মূলক যোগকাণ্ড বা শুদ্ধ সাংখ্য মতাবলম্বী সাধক তাঁহাদিগকে সাংখ্যযোগী বলা হয়। ভগবদ্গীতায় কেবল মাত্র শুদ্ধসাংখ্য ও শুদ্ধযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শুদ্ধসাংখ্য

সাধক চারিটি অবস্থার প্রত্যেকের মধ্যে ছয়টি ধর্ম্মস্তর স্বীকার (recognise) করেন, যথা—

মহৎ ...	নরনারায়ণ	শিক্ষা	অবতার	অধিকার	কারণ	কৈবল্য
মনস্ ...	স্বরূপ	মায়া	সাধনত্রয়	মোক্ষ	ব্রহ্মস্বরূপ	ব্রহ্মবিভূতি
ইন্দ্রিয় ..	অক্ষর	পরমহংস	রাজবিদ্যা	প্রাণায়াম	পরমাত্ম	সংন্যাস
অব্যক্ত...	প্রকৃতি	জ্ঞানযোগ	ভক্তিযোগ	কর্ম্মযোগ	আত্ম	যোগ
	অধিষ্ঠান	কর্ত্তা	করণ	ক্রিয়া	দৈব	কার্য্য

Swâmi Subrahmânanda's Foreword on Bhagavad-Geetâ Upodghâta, Vol. I :—

"* * The Geetâ treats of Shuddha Sânkhya and Shuddha Yoga only.

While functioning on the Pravritti Gati (প্রবৃত্তি গতি) or Nivritti Gati (নিবৃত্তি গতি), i. e., paths of foregoing and return, an aspirant of Shuddha Sânkhya Order recognises that both these paths, which seem to be separate and opposite, are in reality the twin aspects of the one path known as Suddha Gati (শুদ্ধ গতি) ; the conviction that this is so dawns upon him

by his constant endeavour to overcome the heresy of self-centredness or swârtha.

An aspirant of the Suddha Sânkhya order recognises also the six dharmas or aspects in each of the four groups ; of these the first five are known as Kâranaparâ (কারণপরা) or causes and the sixth is called Kâryaparâ (কার্য্যপরা) or phala (ফল), i. e., their resultant fruition : these five are :—Adhisthâna (অধিষ্ঠান) or basic factor, Karana (করণ) or the factor of means or instrumentality, Kartâ (কর্ত্তা) or agency, Karma (কর্ম্ম) or the factor of performance or execution ; these four constituting the matter of form aspect, and Kâranam (also called Parama Kâranam, universal or general cause) which represents the factor of the Law or divinity (দৈব) which constitutes the life aspect ; by their interaction is the resultant known as Kârya (কার্য্য) or fruition." * *

[২৩]

THEOSOPHICAL CONCEPTION OF MAN

[as in First Principles of Theosopy
by
C. JINARAJADASA, M.A., (Camb.)]

THE CONSTITUTION OF MAN

	Plane		Body	Consciousness	Aspect		Chord
VII.	ADI					*	CHORD OF THE MONAD
VI.	ANUPA-DAKA				THE MONAD "SON IN THE BOSOM OF THE FATHER"	*	
V.	ATMIC (NIRVANA)			THE SPIRIT		* = *	
IV.	BUDDHIC			INTUITIONS	THE REIN-CARNATING EGO. THE INDIVIDU-ALITY	*	CHORD OF THE AUGOEIDES
III.	MENTAL	HIGHER HEAVEN	CAUSAL BODY	IDEATIONS		⊙ =	
		LOWER HEAVEN	MIND BODY	CONCRETE THOUGHTS		O	
II.	ASTRAL		ASTRAL BODY	PERSONAL EMOTIONS IMPULSES	THE PERSON-ALITY "THE MASK"	O	CHORD OF THE MAN
I.	PHYSICAL		ETHERIC PHYSICAL AND GROSS PHYSICAL BODY	BODILY ACTIVITIES		0	

THE VEHICLES OF THE SOUL				
MENTAL PLANE	HIGHER MENTAL	CAUSAL BODY	TO EVOLVE WITH	IDEALS / ABSTRACT THOUGHTS
	LOWER MENTAL	MENTAL BODY	TO THINK WITH	IDEAS / CONCRETE THOUGHTS
ASTRAL PLANE		ASTRAL BODY	TO FEEL WITH	EMOTIONS / DESIRES
PHYSICAL PLANE		PHYSICAL BODY	TO ACT WITH	SENSORIAL REACTIONS / ACTIONS

* * * * *

"For all general purposes of study, the Soul of man is the Individuality in the causal body. The Individuality creates a Personality for the purpose of incarnation, and the Personality has three vehicles, the mental, astral, and physical bodies.' Each of these three lower bodies re. presents one aspect of the Ego; and since the Ego in the causal body gives the fundamental tone or temperament for the incarnation, we

may think of the Ego and his three lower vehicles as forming a chord of temperamental tones, the Chord of the Man. But the Individuality in the causal body is only a partial representation of all his qualities; behind his Higher Manas or Abstract Mind exists the Buddhi, the Divine Intuition, and behind that, the Âtmâ or the indomitable Spirit of God in man. But the Âtmâ, Buddhi, and Manas are themselves reflections of still higher attributes of the Monad, "the Son in the Bosom of the Father". The fundamental note of the Life of the Logos gives the dominant tone for the Monad, and the three attributes of the Monad, on the Âdi, Anupâdaka, and the higher Nirvânic planes, make the "Chord of the Monad". The Monad then creates the Individuality; the tone of the Monad being then the dominant, it and the tones represented by the Âtmâ, Buddhi, and Manas make the "Chord of the Augoeides". When next the Individuality creates the Personality, we have the "Chord of the Man". * *

Swâmi Subrahmânanda writes with reference to the Seven Tattvas—Âdi, Anupâdaka, etc., as propounded by Maharshi Gârgyâyana in his Pranava Vâda :—

"The second volume of the translation closes with a Chapter headed 'Light and Shade'. Continuing this light and shade aspect of things, the author observes in the opening chapter of the third volume :—'New facts and names arise out of this conjunction of light and shade ; light is Parâ-Prakriti, shadow is Aparâ-Prakriti, the picture born of the two is Jivâtmâ'. He then points out the arising from the same point of view of many triplets, such as sattva, rajas and tamas ; manas, buddhi and ahankâra ; and chitta, mahattattva ; all which triplets are reflected in the prithvi stage in our world-system. After saying that there are numberless tattvas in similar triplets beyond prithvi also, he refers to the seven tattvas, Mahat, Buddhi and the well-known five, Âkâsa, etc. He adds that the explanation of the common statement

as to five Mahâbhutas is that Âkâsa is regarded as summing up in itself the two preceding elements; that Buddhi-tattva is also called Âdi-tattva. It is the first; when it is complete and perfectly manifest, then evolution is complete. The Mahat-tattva, he says, is called the Anupâdaka-tattva because as yet it has no Upâdaka, no 'receiver,' and so cannot be cognised, though existent. He continues and says that the existence of these two can only be realised by Yoga. That even for purposes of Yoga at the present stage these two tattvas are as it were unknown, and therefore only the well-known five tattvas are taken into account. Hence he points out that the *nirodha*, restraint of only five *vrittis* or moods of the mind, is spoken of in current Yoga science. That we now can think about the other yet unknown two tattvas is due to the fact that divine ideation of Mahâ Vishnu as to them is latent in us. He goes on to say that the organs as yet undeveloped are respectively, 'Hrt' (হৃৎ) for the

Anupâdaka, and 'Brhan—Mânasa' (বৃহন্মানস) for the Âdi, and that corresponding motor organs or karmendriyas will arise in course of time; but that the names and functions of these organs should not now be disclosed as it would be improper to do so, and that the development of those organs will take place in the next two manvantaras, except in the case of those who by appropriate Yoga practice, develop them prematurely as it were. He further mentions that Yoga is recommended because only by it perception of atoms and exact knowledge of vibrations become possible, and such knowledge leads on to the successful performance of the work of the Hierarchs".

—o—

[২৪]

মাণ্ডুক্য শ্রুতি অনুসারে প্রণবের পাদবিভাগ এবং জগৎত্রয়, আত্মা ও পরমাত্মার পারিভাষিক নাম।

			ব্যষ্টি পক্ষে আত্মসম্বিতের নাম	সমষ্টি পক্ষে পরমাত্মার নাম	জগৎ
১ম	মাত্রা অকার	... জাগ্রৎ স্থান	... বৈশ্বানব (বা বিশ্ব)	... বিরাট্	... স্থূল
২য়	,, উকার	... স্বপ্ন স্থান	... তৈজস	... হিরণ্যগর্ভ	... সূক্ষ্ম
৩য়	,, মকার	... সুষুপ্ত স্থান	... প্রাজ্ঞ	... সূত্রাত্মা	... কারণ
৪র্থ	,, ঁ(অর্দ্ধমাত্রা)	... তুরীয় স্থান (বা সমাহারপাদ) ——▷	শিব, অদ্বৈত	◁——	(প্রপঞ্চের উপশম অবস্থা)

এই আত্মসম্বিৎই ব্রহ্ম। ইঁহার উপাধিভেদে নামান্তর হইয়া থাকে। সমষ্টি অর্থাৎ পরমাত্মার পক্ষেও এই নিয়ম গ্রহণীয়। কেবল উপাধি অনুসারে ইঁহার বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও সূত্রাত্মা নাম দেওয়া হয়। বস্তুতঃ আত্মা ও পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয়।

হিমালয়ে ঋষি-সঙ্ঘ

— ও —

শুদ্ধ-ধর্ম্ম-মণ্ডল

প্রথম খণ্ড (অবতরণিকা) সম্বন্ধে

সংবাদ পত্রের মতামত।

বসুমতী (দৈনিক)—২২শে পৌষ, সোমবার, ১৩৩০ ৭ই জানুয়ারি ১৯২৪ :—

"পুস্তক পরিচয়

হিমালয়ে ঋষি-সঙ্ঘ

শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ১নং গোয়াবাগান লেন হইতে হিমালয়ে ঋষিদিগের স্থান ও তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ, উক্ত স্থানে ঋষিগণ কি ভাবে আছেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতে কি উপকার সাধিত হইতেছে এবং ঋষিগণের নাম প্রভৃতি বিশদভাবে খণ্ডাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। এরূপ পুস্তক আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রের পাঠ্য। মূল্য কেবলমাত্র।০ চারি আনা।"

Amrita Bazar Patrika—25th January 1924 :—

"Himalaye Rishi Sangha"—By Amarnath Mukerji. To be had at No. 1, Goabagan Lane, Calcutta. Price As. 4.

"This booklet is an exposition, in concise form, of the rules and regulations to be observed by those

who desire to join the Shuddha Dharma Mandal. The Mandal, it may not be known to many, is an organisation of ancient Rishis (Saints) who always work in secret for the betterment of the mankind The Mandal has got its main centre on the Himalayas with subcentres all over India, but they are not known to any one excepting the initiated and proper persons. The book gives only a faint idea of the hierarchy and its organisation. It is only a prologue to other books, in which the author gives hope to give to the public further information regarding the religious principles and workings of the Mandal. The present work shows how the Rishis (Saints) have direct connection with the spiritual advancement of the land from their remote centre high up in the Himalayas, unseen and unknown. It creates a hankering in the mind for further knowledge about these spiritual leaders of thought.

The author will do great service to the country if he can throw greater light on the workings of the Mandal. We hope our religiously minded countrymen will make it a point to go through the book. We learn that the sale-proceeds of the book will be spent for works in connection with the said Mandal."

বসুমতী (সাপ্তাহিক)—২৬শে মাঘ ১৩৩০
১০ই জানুয়ারী ১৯২৪ :—

পুস্তক পরিচয়।

"হিমালয়ে ঋষি-সঙ্ঘ—শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১নং গোয়াবাগান লেন হইতে খণ্ডাকারে প্রকাশিত। এদেশে সাধক কবি

রামপ্রসাদ সেনের কল্যাণে "ষট্চক্রভেদ" ও "সহস্রার" ঘরোয়া কথায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু মানব মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ সহস্রারাদি সপ্ত-চক্রের সহিত যে হিমালয়বাসী ঋষি-সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রহিয়াছে এবং সপ্তঋষি স্ব স্ব লোকে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া কে কি ভাবে জগতের ও জীবের কল্যাণ করিতেছেন, তাহা এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড মূল্য ।০ আনা।"

The Forum—26th January 1924 :—

"We have much pleasure in announcing the receipt of a Pamphlet entitled Himalaye Rishi Sangha O Shuddha Dharma Mandal. In its small scope, it tries to give an idea of a hitherto unknown esoteric organization of India. Many Hindus who have, even in these days of rapid scientific advance, managed to retain their faith in the truths of their old Shastras will surely be glad to know of the existence of this society. We recommend this book to the serious attention of all our Hindu brethren. The Pamphlet is to be had of Babu Amarnath Mukhopadhyaya—1, Goabagan Lane, Calcutta."

The Servant—18th March 1924 :—

REVIEW

"Himalaye Rishi Sangha O Suddha Dharma Mandala—*By Amar Nath Mukherjee from 1, Goabagan Lane, Calcutta*—Price As. 4.

This booklet is an Introductory to the Rules and Regulations to be observed by those who desire to join the Shuddha Dharma Mandala—

an Ancient Organisation of the Himalayan Adepts who always, work, for the betterment of the universe, from their remote centre high up in the Himalayas, unseen and unknown, under the Directorship of the Divine Rishi, Nara-Narayana, the Lord and Trustee of the universe from age to age. The names and the functions of these Adepts have been given in this booklet. The collection is praiseworthy and worth-studying.

This booklet undoubtedly creates a strong desire for further knowledge about the Spiritual Hierarcy and the ancient lore thereof. The author gives the hope of supplying to the public further useful information about the Hierarchy and its teachings in his Second Part of this Series (Shuddha-Vidya Lahari) which, we understand, is now ready for the Press and replete with much food for thought and matters for daily practices by seekers after Truth who want to follow the Yogic Path for realisation of the Self in them."